অনুসন্ধান

কিতাবুল মোকাদ্দস

একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

অধ্যয়ন ইঞ্জিল শরীফ

সপ্তবিংশ খণ্ড : প্রকাশিত কালাম

BACIB VERSION

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা: সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

প্রকাশক:

বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)

Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

List of the Various Sources:

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

Research, Study, Translation, Editing and Rewriting: Shamsul Alam Polash (M. Th)

Co-translator: Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

Graphics and Maps: Ruth Salome

This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.

Published by:

Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229

Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

Visit: www.ibc-bacib.com

BACIB

International Bible CHURCH

সপ্তবিংশ খণ্ড: প্রকাশিত কালাম

ভূমিকা

কিতাবটির লেখক: কিতাবটির লেখক চার বার নিজেকে ইউহোন্না নামে পরিচয় দিয়েছেন (১:১, ৪, ৯; ২২:৮)। নিজেকে তিনি অধিকাংশ সময় নবী হিসেবে উল্লেখ করেছেন (১:২-৩; ১০:১১:১৯:১০; ২২:৮-৯), কিন্তু কখনও প্রেরিত বলেন নি। খ্রীষ্টিয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে জাস্টিন মার্টার সর্ব প্রথম দৃঢ়কণ্ঠে এই মত ব্যক্ত করেন এবং পরবর্তীতে তা সর্বজনগ্রাহ্য হয় যে, এই ইউহোন্নাই হচ্ছেন ঈসা মসীহের ঘনিষ্ঠ সাহাবী ও প্রেরিত ইউহোন্না, যিনি সিবদিয়ের পুত্র (মথি ১০:২)। কিতাবের বক্তব্য ও রচনাশৈলীই এ কথা প্রকাশ করে যে, এর লেখক একজন ইহুদী, শরীয়তজ্ঞ, মণ্ডলীর বিশেষ নেতা, যিনি এশিয়া মাইনরের সাতটি মণ্ডলীতে সুপরিচিত ছিলেন এবং অত্যন্ত ধার্মিক ব্যক্তি, যিনি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেছিলেন যে, ঈসায়ী ঈমান দুনিয়াতে কার্যরত মন্দ শক্তির উপর খুব শীঘ্র জয়লাভ করবে।

লেখার তারিখ: রোমীয় সাম্রাজ্যের কাছে ঈসায়ী ঈমানদাররা যখন প্রতিনিয়ত অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছিলেন, এমন এক প্রেক্ষাপটে প্রকাশিত কালাম কিতাবটি রচনা করা হয়। সম্ভাব্য দু'টি সময়ের বিষয়ে ঐতিহাসিকরা মত প্রকাশ করেন: সম্রাট নীরোর রাজত্বের শেষ দিকে (৫৪-৬৮ খ্রীষ্টাব্দ) এবং সম্রাট দিমিত্রিয়ের রাজত্বের শেষ দিকে (৮১-৯৬ খ্রীষ্টাব্দ)। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে ৯৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে কিতাবটি রচনা করা হয়।

উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু: কিতাবটি রচনা করার পেছনে ইউহোন্নার মূলত তিনটি উদ্দেশ্য ছিল: (১) সপ্ত মণ্ডলীর কাছে লেখা পত্রগুলো এই কথা প্রকাশ করে যে, এশিয়ার অনেক মণ্ডলী ইঞ্জিল শরীফের সত্য ও ধার্মিকতা প্রেরিতিক আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছিল। ইউহোন্না মসীহের পক্ষ হয়ে তাদেরকে এই কথা লিখেছেন যেন তারা গুনাহের সাথে আর আপোষ না করে এবং মন পরিবর্তন করে মসীহ্‌তে ফিরে আসে। (২) রোম সম্রাট নিজেকে দেবতা ঘোষণা করার কারণে ঈসায়ীদের উপরে যে অত্যাচার নির্যাতন শুরু হয়েছিল সেই প্রেক্ষাপটে ঈমানদারদের প্রতি ইউহোন্না এই আহ্বান জানিয়েছেন যেন তারা ঈসা মসীহের প্রতি তাদের ঈমান, আনুগত্য ও একাগ্রতাকে আরও সংহত ও সমুন্নত করে এবং মরণ পর্যন্ত বিশ্বস্ত থাকার জন্য একে অপরকে উৎসাহিত করে তোলে। (৩) সর্বশেষ উদ্দেশ্যটি হচ্ছে, যেন সকল যুগের ঈমানদাররা জানতে পারে যে, শয়তানের সম্মিলিত বাহিনীর সাথে আল্লাহ্‌র যুদ্ধ সংঘটিত হবে এবং তার কী পরিণতি হবে।

প্রকাশিত কালামে ঈসা মসীহ্‌: ঈসা মসীহ্‌কে এই কিতাবটির মধ্যে যে স্থান দেওয়া হয়েছে সেই কারণে এটি এ জাতীয় অন্যান্য কিতাব থেকে আলাদা। এ জাতীয় কিতাবগুলোর মধ্যে এটিকেই সকল মণ্ডলী ইঞ্জিল শরীফে স্থান দিয়েছে। এই কিতাবের পরে আরও কতগুলো কিতাব লেখা হয়েছিল, যেমন তথাকথিত "পিতরের প্রকাশিত কালাম" যার সঙ্গে প্রকাশিত কালামের অনেক মিল আছে, কিন্তু ঈসার বিষয়ে সাক্ষ্যের বিচারে ঐগুলোর কোনটির সঙ্গেই প্রকাশিত কালামের তুলনা হয় না।

এই কিতাবের মধ্যে ঈসা মসীহের গুরুত্ব খোঁজা ও তা প্রকাশ করবার জন্য তাঁর যে অনেক নাম ও উপাধি ব্যবহার করা হয়েছে তা থেকে এই বিষয়টি বুঝা যায়। এইগুলোর মধ্যে কয়েকটিকে যেমন, "ঈসা" ও "মসীহ্‌" (১:১) যা প্রথম থেকেই সকল ঈসায়ীরাই ব্যবহার করে আসছে। অন্যান্য উপাধি যেমন– "ইবনুল ইনসানের মত কেউ একজন" এবং "যিনি দাউদের বংশধর" (৫:৫; ২২:১৬); ইঞ্জিল শরীফের অন্যান্য লেখকগণ খুব একটা ব্যবহার করেন নি অথবা ঠিক একইভাবে ব্যবহার করেন নি। ইউহোন্নার কাছে ঈসার সবচেয়ে বিশেষ যে উপাধিটি, সেটি হল "মেষশাবক" যেটি তিনি "ঈসা" ও "মসীহ্‌" এই দু'টি নাম যতবার ব্যবহার করেছেন তা যোগ করলে যতবার হয় তার থেকে বেশি ব্যবহার করেছেন। এই উপাধিটি কাফ্‌ফারা সাধনকারী মৃত্যুর বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; কোন কোন সময় ইউহোন্না "মেষশাবক, যিনি হত হয়েছিলেন" (৫:১২; ১৩:৮; ৫:৬) তাঁর বিষয়ে স্পষ্ট করে বলেছেন (ইউহোন্না ১:২৯,৩৬ আয়াতে একইভাবে "ঈশ্বরের মেষশাবক" বলা হয়েছে)।

প্রকাশিত কালামের মধ্যে যে বেহেশতী বিষয়গুলোর দর্শন ব্যক্ত করা হয়েছে, তা ঈসার মৃত্যু, তাঁর পুনরুত্থান, তাঁর গৌরবান্বিত হওয়া ও তাঁর চলমান কাজ এক করে দেখানো হয়েছে (১:৫,১৮; ২:৮; ৬:১; ৮:১)। এ ছাড়া প্রকাশিত কালামে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, মসীহের কাজ কেবল একটা জাতি বা অল্প কিছু মনোনীত লোকের জন্যই নয় কিন্তু তা সকল মানুষের জন্য এবং সকল সৃষ্টির জন্য, ঠিক ঈসা মসীহ্‌ যেমন সৃষ্টির কাজে পিতা আল্লাহ্‌র

সঙ্গে ছিলেন (৩:১৪) তেমনি এখন তিনি “বাদশাহ্‌দের বাদশাহ্‌ ও প্রভুদের প্রভু” (১৯:১৬)। অবশ্যই তিনি “আল্‌ফা ও ওমেগা, আরম্ভ ও শেষ” (২১:৬; ২২:১৩)।

প্রকাশিত কালাম কিতাবটি ও এ জাতীয় অন্যান্য কিতাব: প্রথম দিকের নানান সন্দেহ এবং এখনকার নানান প্রশ্ন ‘প্রকাশিত কালাম’ কিতাবটির বিষয়ে আরও একটি বৈশিষ্ট্যের দিকে আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে, তা হচ্ছে প্রকাশিত কালামের মত অন্যান্য কিছু কিছু কিতাব, যেগুলো প্রধানত ইহুদীদের ধর্ম সংক্রান্ত সেগুলোর সঙ্গে এর মিল। এই জাতীয় কিতাবকে সাধারণভাবে এ্যাপক্যালিপ্‌স বলা হয়। গ্রীক ভাষায় ‘এ্যাপক্যালিপ্‌স’ শব্দটি ১:১ আয়াতে ব্যবহার করা হয়েছে বলে এর দ্বারা এক ধরনের বিশেষ লেখাকে বুঝানো হয়েছে। গ্রীক ভাষায় ‘এ্যাপক্যালিপ্‌স’ শব্দটির অর্থ “প্রকাশ”। বিশটির অধিক এই ধরনের কিতাব বা কিতাবের অংশ বিশেষ পাওয়া গেছে। যখন এ্যাপক্যালিপ্‌টিক কিতাব লেখা শুরু হয়, তখন পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণী বলা শেষ হয়ে আসে। পুরাতন নিয়মে কোন কোন নবীদের কিতাবের ভিতরে এ্যাপক্যালিপ্‌টিকের অনেক লেখা পাওয়া যায়, বিশেষ করে ইশাইয়া ২৪-২৭; ৬৫-৬৬; ইহিস্কেল ১-৩; ৯; ২৬-২৭; ৩৭-৪৮ অধ্যায় এবং জাকারিয়া, বিশেষ করে ১-৮ ও ১২-১৪ অধ্যায়। এ কারণে এ্যাপক্যালিপ্‌সকে “ভবিষ্যদ্বাণীর মেয়ে” বলা হয়ে থাকে। দানিয়ালর কিতাবটি বিশেষভাবে তার ৭-১২ অধ্যায় যত না ভবিষ্যদ্বাণী তারচেয়ে বেশি এ্যাপক্যালিপ্‌স।

ঈসা মসীহের জন্মের পূর্বে ও পরে এ দু’সময়েরই প্রায় দু’শ বছর কাল ব্যাপী এ্যাপক্যালিপ্‌স জাতীয় কিতাব বেশি লেখা হয়েছে। প্রকাশিত কালাম যখন লেখা হয়, প্রায় সেই একই সময়ে বারূক ও ৪ এস্‌দ্রাস লেখা হয়েছে। এই কিতাব দুটি যথাক্রমে ইয়ারমিয়া ও উজায়ের-নহিমিয়ার পরিশিষ্টরূপে লেখা হয়েছে, যদিও অনেকটা ভিন্নভাবে ঐগুলো লেখা রয়েছে। সমদর্শী সুখবরগুলোর মধ্যে এ্যাপক্যালিপ্‌টিক কিছু কিছু অংশ আছে, বিশেষ করে মার্ক ১৩, মথি ২৪, লূক ২১ অধ্যায়। ডেড্‌ সী স্ক্রোলের মধ্যেও ঐ ধরনের লেখা পাওয়া গেছে। এ্যাপক্যালিপ্‌টিক কিতাব স্বাভাবিক কারণেই একটি থেকে অন্যটি আলাদা। এগুলোর অধিকাংশই ইহুদী ধর্মবিশ্বাস ভিত্তিক, তবে কিছু কিছু আছে ঈসায়ী ধর্মভিত্তিক। কোন কোন ক্ষেত্রে ঈসায়ীরা ইহুদীদের এ্যাপক্যালিপ্‌স কিতাব অনুকরণ করে তাদের মত করে তারা লিখে নিয়েছেন। যাহোক, প্রকাশিত কালামসহ বিভিন্ন এ্যাপক্যালিপ্‌টিক কিতাবের মধ্যে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে অনেক মিল রয়েছে।

সাধারণত এ্যাপক্যালিপ্‌স লেখা হত কঠিন সমস্যা ও নির্যাতনের সময়, প্রথমে গ্রীক শাসক আন্তিয়খুস্‌ এপিফানীর (১৭৫-১৬৪ খ্রীঃপূঃ) সময়ে এবং পরে ৭০ খ্রীষ্টাব্দে জেরুশালেমের ধ্বংস হবার আগে ও পরে পরপর কয়েকজন রোমীয় শাসকের সময়ে। ঐ সমস্ত অত্যাচারী শাসকদের সাংকেতিক নাম দেওয়া হয়েছে, যেমন– “কীত্তিম”, যার দ্বারা সম্ভবতঃ রোমকে বুঝানো হয়েছে; প্রকাশিত কালাম ও অন্য কোন কোন এ্যাপক্যালিপ্‌স রোমকে বুঝাতে ব্যাবিলন নামটি ব্যবহার করেছে। ব্যাবিলন ছিল ইসরাইলের পুরানো শত্রু। যে সময় এ কিতাবগুলো লেখা হয়েছিল সেই পরিস্থিতিতে একটা হতাশা ও বিষাদের ছবি তাদের মধ্যে থাকাটাই স্বাভাবিক ছিল, ঐ সব লেখায় ইসরাইলের মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রতি অবাধ্যতা এবং তার বাইরে সমস্ত মন্দতাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তুলনামূলকভাবে দেখা যায়, যদিও প্রকাশিত কালামের মধ্যে “মহাকষ্টের” (৭:১৪) বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে তবুও তার মধ্যে নতুন জেরুশালেমে মসীহ্‌ ও তাঁর লোকদের মহা বিজয়ের ছবি তুলে ধরা হয়েছে (১৮ ও ২১ অধ্যায়)।

এ্যাপক্যালিপ্‌স-এ বিভিন্ন দর্শন: “এ্যাপক্যালিপ্‌স” নামটি, যার অর্থ “প্রকাশিত কালাম” দ্বারা ইউহোন্না প্রকাশিত কালামসহ অন্যান্য এ্যাপক্যালিপ্‌টিক সাহিত্যকে বুঝায়, যাতে অনেক দর্শনের কথা থাকে, যেগুলোর মধ্য দিয়ে অনেক গোপন ও রহস্যপূর্ণ বিষয় খুলে বলা হয়, যদিও কখনও কখনও সেগুলো আবার গোপনই রাখা হয়। আর নবীরা তাঁদের শ্রোতাদের কাছে তাদের দর্শন খুলে বলেন ও পরে সেগুলো লেখা হয়। এই হচ্ছে সাধারণ অর্থে নবীদের থেকে এ্যাপক্যালিপ্‌টিক লেখকদের মধ্যকার পার্থক্য।

যেহেতু প্রকাশিত কালাম দর্শনে পরিপূর্ণ সেহেতু এর মধ্যে বিভিন্ন অংশের একে অপরের মধ্যে ধারাবাহিক ও যুক্তিপূর্ণ সম্পর্ক আশা করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ ৫ অধ্যায়ে “মেষশাবককে যেন হত্যা করা হয়েছিল” (৫:৬) কিন্তু বেহেশতে তাঁকে আবার কর্মব্যস্ত দেখা যায়; ৮:২-১১:১৯ আয়াতের সাতটা তূরী এবং ১৬:১-২১ আয়াতের আল্লাহ্‌র গজবে পূর্ণ সাতটা বাটির দর্শনের কথা ৫:১-৮:১ আয়াতের সাতটা সীলমোহরের দর্শনের মধ্য দিয়ে বলা বাণীটা আংশিকভাবে আবার বলা হয়েছে। বিভিন্ন দর্শন বেহেশতের বিষয়ে চিন্তা করতে সাহায্য করে মাত্র, এগুলো যে হুবহু বেহেশতের ছবি তা কিন্তু বলা হয় নি।

প্রকাশিত কালামে বিভিন্ন সংখ্যার ব্যবহার: এ্যাপক্যালিপ্‌টিক কিতাবগুলোর একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল সংখ্যা তত্ত্বের ব্যবহার। কিছু কিছু সংখ্যা আপনা থেকেই গুরুত্বপূর্ণ; যেমন– ‘চার’ সাধারণত একটা স্থানকে বুঝায়, যেমন– কোন শহর (৪:৬) বা পৃথিবী (৭:১)। ‘সাত’ দ্বারা বুঝায় পরিপূর্ণতা বা খাঁটি (১:৪) এবং ‘ছয়’-এর অর্থ অশুদ্ধতা বা মন্দতা। ‘বারো’ দ্বারা ইসরাইল জাতির বার বংশকে বুঝায় (৭:৪; ২১:১২)। এই সংখ্যার গুরুত্ব বাড়ানো হয় এর বর্গ ১৪৪ দ্বারা

(২১:১৬-১৭); একইভাবে ৪০-এর বর্গ ১৬০০ (১৪:২০)। এক হাজার দিয়ে কোন কিছুর সীমাহীন বড় সংখ্যাকে বুঝায়। এই সমস্ত সংখ্যার গুণফলগুলো যেমন– ৬৬৬ (১৩:১৮) এবং ১,৪৪,০০০ (৭ঃ৪) দ্বারা একই, কিন্তু অত্যন্ত বেশি গুরুত্ব বুঝানো হয়ে থাকে। গ্রীক ভাষার কোন কোন বর্ণ দিয়ে কোন কোন সংখ্যা বুঝানো হত। তার উপরে ভিত্তি করে অন্যান্য এ্যাপক্যালিপ্‌সের মত প্রকাশিত কালামও সংখ্যাতত্ত্ব (১৩:১৮) ব্যবহার করেছে বলে কোন কোন নামেরও সংখ্যাগত অর্থ দেওয়া হয়েছে। তবে এটি বলা দরকার যে, এ্যাপক্যালিপ্‌সের কিতাবে মানুষের ইতিহাস ও সমস্ত জগতের একটা বিশাল ধারণা প্রকাশ করে এবং এ জগতের শেষ হবার বিষয়টির উপরে বিশেষ জোর দেয়। সাধারণত সেই শেষ হবার ঘটনা শীঘ্রই ঘটবে বলে ধারণা দেওয়া হয়। প্রকাশিত কালামে প্রায়ই এই বিষয়ের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে (১:৩)। তাই এই কিতাবটির শেষে এই মুনাজাত আছে “প্রভু ঈসা, এসো” (২২:২০)।

প্রধান আয়াত: “ধন্য, যে এই ভবিষ্যদ্বাণীর কালামগুলো পাঠ করে ও যারা শোনে এবং এতে লেখা হুকুমগুলো পালন করে; কেননা কাল সন্নিকট” (১:৩)।

প্রধান চরিত্রসমূহ: ইউহোন্না ও ঈসা মসীহ্‌।

প্রধান স্থানসমূহ: পাটম, সপ্ত মণ্ডলী, নতুন জেরুশালেম।

রূপরেখা:

(ক) ভূমিকা (১:১-৩)
(খ) সাতটি মণ্ডলীর প্রতি শুভেচ্ছা (৪-৮)
(গ) প্রারম্ভিক দর্শন ও সপ্তমণ্ডলীর কাছে পত্র (১:৯-৩:২২)
  ১. হযরত ইউহোন্নার দর্শনলাভ (৯-২০)
  ২. ইফিষস্থ মণ্ডলীর প্রতি (১-৭)
  ৩. স্মুর্ণাস্থ মণ্ডলীর প্রতি (৮-১১)
  ৪. পর্গামস্থ মণ্ডলীর প্রতি (১২-১৭)
  ৫. থুয়াতীরাস্থ মণ্ডলীর প্রতি (১৮-২৯)
  ৬. সার্দিস্থ মণ্ডলীর প্রতি (৩:১-৬
  ৭. ফিলাদিল্‌ফিয়াস্থ মণ্ডলীর প্রতি (৭-১৩)
  ৮. লায়দিকেয়াস্থ মণ্ডলীর প্রতি (১৪-২২)
(ঘ) মুদ্রাঙ্কিত করা সাতটি কিতাব (৪:১-৮:১)
  ১. বেহেশতী এবাদতের দর্শন (৪:১-১১)
  ২. আল্লাহ্‌র মেষশাবকের বেহেশতী মহিমা (৫:১-১৪)
  ৩. একটি কিতাবের সাতটি সীলমোহর খুলবার দর্শন (৬:১-১৭)
  ৪. আল্লাহ্‌র গোলামদের সীলমোহর করা ও বেহেশতী সুখের বর্ণনা (৭:১-৮)
  ৫. সাদা কাপড় পরা লোকের ভিড় (৭:৯-১৭)
(ঙ) সাতটি তূরী (৮:১-১১:১৯)
  সপ্তম সীলমোহর (৮:১-৫)
  সাতটি তূরী (৮:৬-৯:২১)
  এক জন ফেরেশতা ও ক্ষুদ্র কিতাব (১০:১-১১)
  দু’জন সাক্ষী (১১:১-১৯)
(চ) দানব ও দু’টি পশু (১২:১-১৩:১৮)
  ১. স্ত্রীলোক ও গ্রাসকারী নাগ (১২:১-৬)
  ২. হযরত মিকাইল ফেরেশতা ও নাগের যুদ্ধ (১২:৭-১২)
  ৩. নাগকে দুনিয়াতে নিক্ষেপ করা (১২:১৩-১৮)
  ৪. দুই অদ্ভুত পশুর দর্শন (১৩:১-১০)
  ৫. স্থল থেকে বের হয়ে আসা পশু (১৩:১১-১৮)
(ছ) বিভিন্ন রকম দর্শন (১৪:১-১৫:৮)
  ১. মেষশাবক ও তাঁর সঙ্গীরা (১৪:১-৫)
  ২. তিন জন ফেরেশতার বাণী (১৪:৬-১৩)
  ৩. দুনিয়ার শস্য কাটা (১৪:১৪-২০)
  ৪. সাতটি অন্তিম আঘাত (১৫:১-৮)
(জ) আল্লাহ্‌র গজবের সাতটি বাটি (১৬:১-২১)
(ঝ) ব্যাবিলনের বিনাশ, পশুর পরাজয়, ভণ্ড নবী ও শয়তান (১৭:১-২০:১০)
  ১. মহাবেশ্যার দর্শন (১৭:১-১৮)
  ২. মহতী ব্যাবিলনের বিনাশ (১৮:১-২৪)
  ৩. বাদশাহ্‌দের বাদশাহ্‌ ঈসা মসীহের বিজয়-যাত্রা (১৯:১-১০)
  ৪. আল্লাহ্‌র কালাম নামে আখ্যাত (১৯:১১-২১)
  ৫. হাজার বছর ও মহাবিচারের বর্ণনা (২০:১-৬)
  ৬. ইবলিসকে আগুন ও গন্ধকের হ্রদে নিক্ষেপ (২০:৭-১০)
(ঞ) মৃতদের বিচার (২০: ১১-১৫)
(ট) নতুন আসমান, নতুন দুনিয়া ও নতুন জেরুশালেম (২১:১-২২:৫)
  ১. নতুন আসমান ও নতুন দুনিয়া (১-৮)
  ২. বেহেশতী জেরুশালেমের দর্শন (৯-২৭)
  ৩. জীবন-নদী (২২:১-৭)
(ঠ) শেষ কথা (২২:৭-২১)

সাতটি মণ্ডলী রোম সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান রাস্তা ধরে অবস্থিত ছিল। পত্রগুলোর বাহক পাটম দ্বীপ থেকে– যেখানে প্রেরিত ইউহোন্না বন্দি জীবন যাপন করতেন সেখান থেকে প্রেরিত হয়েছিল। পত্রবাহক প্রথম চিঠিচি ইফিষে অবস্থিত মণ্ডলীতে হস্তান্তর করেন। এরপর পত্রবাহক এর উত্তর দিকে ভ্রমণ করে স্মূর্ণা ও পর্গামে অবস্থিত মণ্ডলীতে পত্র হস্তান্তর করেন। এর পর দক্ষিণপূর্বে ঘুরে থুয়াতীরায় অবস্থিত মণ্ডলীতে যান। সেই মণ্ডলীতে পত্রখানি দেবার পর তিনি সার্দ্দি, ফিলাদেলফিয়া ও লায়দিকেয়ায় অবস্থিত মণ্ডলীতে যান ও পত্রগুলো হস্তান্তর করেন– ঠিক যেভাবে প্রকাশিত কালামে পত্রগুলো পর পর সাজানো হয়েছে ঠিক একইভাবে পত্রগুলো বিলি-বন্টন করা হয়।

ভূমিকা

১ ১ ঈসা মসীহের প্রকাশিত কালাম, আল্লাহ্‌
যা তাঁকে দান করলেন, যেন যা যা শীঘ্র
ঘটবে, সেসব তিনি তাঁর গোলামদের দেখিয়ে
দেন; আর তিনি নিজের ফেরেশতা প্রেরণ করে
তাঁর গোলাম ইউহোন্নাকে তা জানালেন।
২ ইউহোন্না আল্লাহ্‌র কালাম এবং ঈসা মসীহের
সাক্ষ্যের সম্বন্ধে যা যা দেখেছেন সেই বিষয়ে
সাক্ষ্য দিলেন। ৩ ধন্য, যে এই ভবিষ্যদ্বাণীর
কালামগুলো পাঠ করে ও যারা শোনে এবং এতে
লেখা হুকুমগুলো পালন করে; কেননা কাল
সন্নিকট।

সাতটি মণ্ডলীর প্রতি শুভেচ্ছা

৪ ইউহোন্না– এশিয়ায় অবস্থিত সাতটি মণ্ডলীর
সমীপে। যিনি আছেন ও যিনি ছিলেন ও যিনি
আসছেন, তাঁর কাছ থেকে এবং তাঁর সিংহাসনের
সম্মুখবর্তী সাতটি রূহ্‌ থেকে এবং ৫ যিনি "বিশ্বস্ত
সাক্ষী," মৃতদের মধ্যে "প্রথমজাত" ও "দুনিয়ার
বাদশাহ্‌দের শাসনকর্তা," সেই ঈসা মসীহ্‌
থেকে, রহমত ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ষিত
হোক। যিনি আমাদের মহব্বত করেন ও নিজের
রক্তে আমাদের গুনাহ্‌ থেকে আমাদের মুক্ত
করেছেন, ৬ এবং আমাদের দিয়ে একটি রাজ্য
গড়ে তুলেছেন ও তাঁর আল্লাহ্‌ ও পিতার সেবার
জন্য ইমাম করেছেন, তাঁর মহিমা ও পরাক্রম
যুগপর্যায়ের যুগে যুগে হোক। আমিন।
৭ দেখ, তিনি "মেঘ সহকারে আসছেন," আর
প্রত্যেক চোখ তাঁকে দেখবে এবং "যারা তাঁকে
বিদ্ধ করেছিল, তারাও দেখবে;" আর দুনিয়ার
"সমস্ত বংশ তাঁর জন্য মাতম" করবে। তা-ই
হোক, আমিন।
৮ এই কথা প্রভু আল্লাহ্‌ বলছেন, আমি আল্‌ফা
এবং ওমেগা, যিনি আছেন ও যিনি ছিলেন ও
যিনি আসছেন, যিনি সর্বশক্তিমান।

হযরত ইউহোন্নার দর্শন লাভ

৯ আমি ইউহোন্না, তোমাদের ভাই এবং
তোমাদের সঙ্গে ঈসাতে একই দুঃখভোগ, রাজ্য
ও ধৈর্যের সহভাগী। আমি আল্লাহ্‌র কালাম ও
ঈসার সাক্ষ্যের জন্য পাট্‌ম নামক দ্বীপে উপস্থিত
হলাম। ১০ আমি প্রভুর দিনে রূহ্‌বিষ্ট হলাম এবং
আমার পিছনে তূরীধ্বনির মত একটি মহারব
শুনলাম। ১১ কেউ বললেন, তুমি যা দেখছ, তা
একটি কিতাবে লেখ এবং ইফিষ, স্মুর্ণা, পর্গাম,
থুয়াতীরা, সার্দি, ফিলাদিল্‌ফিয়া ও লায়দিকেয়া–
এই সাতটি মণ্ডলীর কাছে পাঠিয়ে দাও।
১২ তাতে আমার প্রতি যাঁর বাণী হচ্ছিল, তাঁকে
দেখবার জন্য আমি মুখ ফিরালাম; মুখ ফিরিয়ে
সাতটি সোনার প্রদীপ-আসন দেখলাম, ১৩ ও

[১:১] দানি ২:২৮,২৯; ইউ ১২:৪৯; ১৭:৮।
[১:২] ইব ৪:১২; ১করি ১:৬।
[১:৩] লূক ১১:২৮; প্রকা ২২:৭; রোমীয় ১৩:১১।
[১:৪] রোমীয় ১:৭; ইশা ১১:২।
[১:৫] ইশা ৫৫:৪; ইউ ১৮:৩৭।
[১:৬] ১পিতর ২:৫; রোমীয় ১৫:৬; ১১:৩৬।
[১:৭] দানি ৭:১৩; মথি ১৬:২৭; ২৪:৩০; ইউ ১৯:৩৪,৩৭।
[১:৯] প্রেরিত ১৪:২২; ইব ৪:১২।
[১:১০] প্রেরিত ২০:৭।
[১:১১] প্রেরিত ১৮:১৯; ১৬:১৪; কল ২:১।
[১:১২] হিজ ২৫:৩১-৪০; জাকা ৪:২।
[১:১৩] প্রকা ২:১;

১:১ ঈসা মসীহের প্রকাশিত কালাম: প্রকাশিত বাক্য, উদঘাটিত রহস্য, উন্মুক্ত সত্য, যা আগে লুক্কায়িত ছিল। এই কিতাবের উৎস হলেন স্বয়ং আল্লাহ্‌ এবং এর মধ্য দিয়ে প্রভু ঈসা মসীহ্‌ নিজেকে প্রকাশ করেছেন। মসীহের পুনরুত্থান ও বেহেশতারোহণের পরবর্তী ৬০-৬৫ বছর ধরে তিনি দুনিয়ায় অবস্থিত মণ্ডলীগুলো সম্পর্কে যে মূল্যায়ন করেছিলেন, সেগুলো এখানে প্রকাশিত হয়েছে। উপরন্তু ভবিষ্যতের ঘটনাবলী– ঈমানদারদের সঙ্কটকাল, মন্দ শক্তির উপরে আল্লাহ্‌র বিজয় লাভ, দুনিয়াতে রাজত্ব করার জন্য মসীহের প্রত্যাবর্তন এবং মসীহের অনন্তকালীন রাজত্বের অনুগ্রহ ও দোয়াসমূহের কথা এখানে বর্ণিত হয়েছে।

১:৩ ধন্য, যে ... পালন করে: এই কিতাবে সাতবার 'ধন্য' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে পরিপূর্ণ ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে। তারাই মূলত ধন্য, যারা এই পবিত্র কালাম গ্রহণ করে, তা পাঠ করে, শ্রবণ করে এবং তা পালন করে।

১:৪ সাতটি মণ্ডলী: প্রকাশিত কালাম এশিয়ার সাতটি মণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে, যেগুলো প্রায় ৫০ বর্গমাইল জুড়ে বিস্তৃত একটি পরিধির মাঝে অবস্থিত। প্রাথমিক প্রেরিতিক যুগে এই মণ্ডলীগুলো নেতৃত্বের দিক থেকে অন্যতম পর্যায়ে ছিল এবং এই মণ্ডলীগুলো অন্যান্য মণ্ডলীর প্রতিনিধিত্ব করতো। 'সাত' সংখ্যাটি পরিপূর্ণতা নির্দেশ করে, সুতরাং এই সাতটি মণ্ডলীর প্রতি যা কিছু বলা হয়েছে তা এই যুগের সকল মণ্ডলীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অর্থাৎ এই সাতটি মণ্ডলী সকল যুগের সকল ঈসায়ী মণ্ডলীর প্রতিনিধিস্বরূপ।

১:৭ মেঘ সহকারে আসছেন: কিতাবটির প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে মসীহের এই দুনিয়াতে ফিরে আসা ও তাঁর রাজ্য স্থাপন করা এবং সেই সাথে তাঁর আগমনের সাথে সম্পৃক্ত যে সমস্ত ঘটনা ঘটবে, অর্থাৎ যুগের শেষ ঘটনাবলীকে প্রকাশ করা। এখানে আমাদের জন্য এই শিক্ষা রয়েছে যে, ঈসা মসীহ্‌ দুনিয়াতে ফিরে আসবেন বিচারের আদেশ সাথে করে এবং তিনি তা কার্যকর করবেন।

১:৮ আল্‌ফা এবং ওমেগা: গ্রীক বর্ণমালার প্রথম বর্ণ 'আলফা' এবং সর্বশেষ বর্ণ 'ওমেগা'; সংযুক্ত শব্দ দু'টির অর্থ 'আল্লাহ্‌ই শুরু ও শেষ'। তিনি স্বার্বভৌম ও সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সহকারে সকল যুগের সকল মানুষের উপর শাসন করেন। সমগ্র ইঞ্জিল শরীফে এই শব্দগুচ্ছটি মোট ১২ বার ব্যবহৃত হয়েছে, যার মধ্যে ৯ বারই তা দেখা যায় প্রকাশিত কালামে (১:৮; ৪:৮; ১১:১৭; ১৫:৩; ১৬:৭, ১৪:১৯:৬, ১৫; ২১:২২)। অন্য তিনটি রয়েছে রোমীয় ৯:২৯; ২ করি ৬:১৮; ইয়াকুব ৫:৪ আয়াতে।

১:৯ পাট্‌ম: এজিয়ান সাগরে অবস্থিত একটি ছোট দ্বীপ, যা আধুনিক তুরস্ক উপকূল তথা ইফিষের ৫০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। দ্বীপটি পাথুরে এবং ছোট, ৪ মাইল প্রশস্ত ও ৮ মাইল দীর্ঘ। দ্বীপটিকে রোমীয়রা বিশেষ অপরাধীদের জেলখানা হিসেবে ব্যবহার করতো। সুসমাচার তবলিগ করার অভিযোগে ইউহোন্নাকে এখানেই বন্দী করা হয়।

১:১০ প্রভুর দিন: প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত দিন; দ্বিতীয় শতাব্দীতে ঈসায়ী মণ্ডলীতে প্রচলিত এই পরিভাষা দিয়ে সাধারণত রবিবার বোঝানো হত।

রূহ্‌বিষ্ট। পাক-রূহের পূর্ণতা বিশিষ্ট এমন একটি অবস্থান, যখন একজন ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে রূহের অনুপ্রেরণায় ও নির্দেশনায় চলতে থাকে এবং বিভিন্ন দর্শন লাভ করে।

১:১২ সাতটি সোনার প্রদীপ-আসন: আলোচ্য সাতটি মণ্ডলীর প্রতীক হিসেবে এই প্রদীপ-আসনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

BACIB International Bible CHURCH

প্রকাশিত কালামে ‘সাত’ সংখ্যাটির ব্যবহার

১. সাতটি মণ্ডলী	২:১-৩:২২
২. সাতটি সীলমোহর	৬:১-৮:১
৩. সাতটি তূরী	৮:২-১১:১৯
৪. সাতজন বিখ্যাত লোক	১২:১-১৩:১৮
স্ত্রীলোক	১২:১,২
বিরাট দানব	১২:৩,৪
স্ত্রীলোকটির ছেলে	১২:৫
ফেরেশতা মিকাইল	১২:৭
অবশিষ্ট ঈমানদারগণ	১২:১৭
সমুদ্র থেকে ওঠে আসা জন্তু	১৩:১-৮
দুনিয়া থেকে উঠে আসা জন্তু	১৩:১১১-১৮
৫. সাতটি বাটি	১৫:১-১৬:২১
৬. সাতটি ধ্বংস	১৭:১-২০:১৫
ইমামীয় ব্যাবিলন	১৭:১-১৮
রাজনৈতিক ব্যাবিলন	১৮:১-২৪
অবাধ্যতার পুরুষ ও ভণ্ড নবী	১৯:২০
মসীহ্ বিরোধী জাতিরা	১৯:২১
ইয়াজুজ ও মাজুজ	২০:৮-৯
শয়তান	২০:১০
দুষ্ট মৃতেরা	২০:১১-১৫
৭. সাতটি নতুন জিনিস	২১:১-২২:২১
নতুন মহাকাশ	২১:১
নতুন দুনিয়া	২১:১
নতুন নগর	২১:৯-২৩
নতুন জাতিরা	২১:২৪-২৭
নতুন নদী	২২:১
নতুন গাছ	২২:২
নতুন সিংহাসন	২২:৩-৫

সেসব প্রদীপ-আসনের মধ্যে ইবনুল-ইন্‌সানের
মত এক ব্যক্তি, পা পর্যন্ত পোশাকে ঢাকা এবং
"বক্ষঃস্থলে সোনার পটি বাঁধা ছিল; ১৪ তাঁর মাথা
ও চুল সাদা রংয়ের ভেড়ার লোমের মত, হিমের
মত সাদা রংয়ের এবং তাঁর চোখ আগুনের শিখার
মত, ১৫ এবং তাঁর পা আগুনে পোড়ানো পরিষ্কার
করা উজ্জ্বল ব্রোঞ্জের মত এবং তাঁর গলার
আওয়াজ পানির স্রোতের শব্দের মত।
১৬ আর তাঁর ডান হাতে সাতটি তারা আছে
এবং তাঁর মুখ থেকে ধারালো দ্বিধার তরবারি বের
হচ্ছে এবং তাঁর মুখমণ্ডল পূর্ণ তেজে জ্বলন্ত সূর্যের
মত। ১৭ তাঁকে দেখামাত্র আমি মরার মত হয়ে
তাঁর পায়ে পড়লাম। তখন তিনি ডান হাত দিয়ে
আমাকে স্পর্শ করে বললেন, ভয় করো না, আমি
প্রথম ও শেষ; আমি জীবন্ত; ১৮ আমি মারা
গিয়েছিলাম, আর দেখ, আমি যুগ-পর্যায়ের যুগে
যুগে জীবন্ত; আর মৃত্যু ও পাতালের চাবি আমার
হাতে আছে। ১৯ অতএব তুমি যা যা দেখলে এবং
যা যা আছে ও এর পরে যা যা হবে, সেসবই
লিখে রাখবে। ২০ আমার ডান হাতে যে সাতটি
তারা এবং সাতটি সোনার প্রদীপ-আসন দেখলে
তার নিগূঢ়তত্ত্ব এই– সেই সাতটি তারা ঐ সাতটি
মণ্ডলীর ফেরেশতা এবং সেই সাতটি প্রদীপ-
আসন ঐ সাতটি মণ্ডলী।

ইফিষে অবস্থিত মণ্ডলীর প্রতি

২ ১ ইফিষে অবস্থিত মণ্ডলীর ফেরেশতাকে এই
কথা লিখ–
যিনি নিজের ডান হাতে সেই সাতটি তারা
ধারণ করেন, যিনি সেই সাতটি সোনার প্রদীপ-
আসনের মধ্যে যাতায়াত করেন, তিনি এই কথা
বলেন; ২ আমি জানি তোমার কাজগুলো এবং
তোমার পরিশ্রম ও ধৈর্য; আরও আমি জানি যে,
তুমি দুর্বৃত্তকে সহ্য করতে পার না এবং
নিজেদের প্রেরিত বললেও যারা প্রেরিত নয়,
তাদেরকে পরীক্ষা করেছ ও মিথ্যাবাদী বলে
জেনেছ। ৩ আমি আরও জানি যে, তোমার ধৈর্য
আছে, আর তুমি আমার নামের জন্য ভার বহন
করেছ, ক্লান্ত হও নি। ৪ তবুও তোমার বিরুদ্ধে
আমার কথা আছে, তুমি তোমার প্রথম মহব্বত
পরিত্যাগ করেছ। ৫ অতএব স্মরণ কর, কোথা
থেকে পড়ে গেছ; মন ফিরাও ও প্রথমে যে সব
কাজ করতে সেসব কাজ কর। যদি মন না
ফিরাও, তবে আমি তোমার কাছে আসবো ও
তোমার প্রদীপ-আসন স্বস্থান থেকে দূর করে
দেব। ৬ কিন্তু একটি গুণ তোমার আছে; আমি
যে নীকলায়তীয়দের কাজ ঘৃণা করি, তা তুমিও
ঘৃণা কর। ৭ যার কান আছে, সে শুনুক, পাক-
রূহ্ মণ্ডলীগুলোকে কি বলছেন। যে জয় করে,
তাকে আমি আল্লাহ্‌র "পরমদেশস্থ জীবন-
বৃক্ষের" ফল ভোজন করতে দেব।

স্মুর্ণায় অবস্থিত মণ্ডলীর প্রতি

৮ আর স্মুর্ণায় অবস্থিত মণ্ডলীর ফেরেশতাকে এই
কথা লিখ–
যিনি প্রথম ও শেষ, যিনি মরেছিলেন, আর
জীবিত হলেন, তিনি এই কথা বলেন। ৯ আমি
জানি তোমার দুঃখ-কষ্ট ও দীনতা, তবুও তুমি
ধনবান; এবং নিজেদের ইহুদী বললেও যারা
ইহুদী নয়, কিন্তু শয়তানের সমাজ, তাদের ধর্ম-
নিন্দাও আমি জানি। ১০ তোমাকে যেসব দুঃখ
ভোগ করতে হবে, তাতে ভয় করো না। দেখ,
তোমাদের পরীক্ষার জন্য শয়তান তোমাদের
কাউকে কাউকেও কারাগারে নিক্ষেপ করতে
উদ্যত আছে, তাতে দশ দিন পর্যন্ত তোমরা কষ্ট
ভোগ করবে। তুমি মরণ পর্যন্ত বিশ্বস্ত থাক,

১৫:৬; ১৪:১৪।
[১:১৪] দানি ৭:৯; ১০:৬; প্রকা ২:১৮; ১৯:১২।
[১:১৫] ইহি ১:৭; ৪৩:২; দানি ১০:৬।
[১:১৬] ইশা ১:২০; ৪৯:২; ইব ৪:১২।
[১:১৭] ইহি ১:২৮; দানি ৮:১৭,১৮; মথি ১৪:২৭।
[১:১৮] রোমীয় ৬:৯; দ্বি:বি: ৩২:৪০; দানি ৪:৩৪; ১২:৭।
[১:১৯] হব ২:২।
[১:২০] মথি ৫:১৪,১৫।
[২:১] প্রেরিত ১৮:১৯।
[২:২] ১ইউ ৪:১; ২করি ১১:১৩।
[২:৩] ইউ ১৫:২১।
[২:৪] ইয়ার ২:২; মথি ২৪:১২।
[২:৭] মথি ১১:১৫; ইউ ১৬:৩৩; পয়দা ২:৯; ৩:২২-২৪; লূক ২৩:৪৩।
[২:৮] প্রকা ১:১১; ১:১৭,১৮।
[২:৯] ২করি ৬:১০; ইয়াকুব ২:৫; প্রকা ৩:৯; মথি ৪:১০।
[২:১০] প্রকা ৩:১০; ১৭:১৪; দানি ১:১২,১৪; মথি ১০:২২; ১করি ৯:২৫।

১:১৩ ইবনুল-ইনসান: ঈসা মসীহের খোদায়ী সত্তার প্রকাশ। এই দর্শনে মসীহ্‌কে বাদশাহ্, ইমাম ও মণ্ডলীর বিচারক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

১:১৬ সাতটি তারা: সাতজন ফেরেশতাকে বোঝানো হয়েছে, যারা এই সাতটি মণ্ডলীগুলোর প্রতিটির জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত ছিলেন এবং তাদেরকে রূহানিক লড়াইয়ে সাহায্য দান করতেন।

ধারালো দ্বিধার তরবারি: দু'দিকেই ধার আছে এমন দীর্ঘ তলোয়ার, যা যুদ্ধে ব্যবহৃত হত; বেহেশতী বিচারের প্রতীক।

১:১৭ প্রথম ও শেষ: গ্রীক সংস্করণে বলা হয়েছে 'আলফা' ও 'ওমেগা'। এই দু'টি শব্দ, অর্থাৎ প্রথম ও শেষ একত্রে উচ্চারণ করার মধ্য দিয়ে কোন কিছুর সম্পূর্ণতা বোঝায়; এর অর্থ, মসীহ্ সৃষ্টির শুরু থেকে আল্লাহ্‌র যত পরিকল্পনা ছিল তার সবই পূর্ণ করেছেন।

২:২ প্রেরিত বললেও যারা প্রেরিত নয়: সপ্ত মণ্ডলীর কাছে মসীহ্ অনুপ্রাণিত ইউহোন্নার মধ্য দিয়ে প্রধানত এ কথা জানাতে চেয়েছিলেন যে, তারা যেন ভণ্ড প্রেরিত ও নবীদের থেকে সাবধান থাকে, কারণ তারা পাক-কিতাব ও সুসমাচারের বিকৃতি ঘটানো ও এর অপব্যাখ্যা করার জন্য প্রচণ্ড আগ্রহী।

২:৪ প্রথম মহব্বত পরিত্যাগ করেছ: ঈসায়ী মহব্বত, যা ঈসা মসীহের জন্য এবং পরস্পরের জন্য ঈমানদাররা পাক-রূহের অনুগ্রহে লাভ করে থাকে।

২:৫ প্রদীপ-আসন ... দূর করে দেব: যে সমস্ত মণ্ডলী মসীহের প্রতি তাদের মহব্বতের ঘাটতি দেখাবে ও তাঁর প্রতি যথাযথ আনুগত্য ও বাধ্যতা প্রদর্শন করবে না, তাদেরকে মসীহ্ প্রত্যাখ্যান করবেন।

২:৬ নীকলায়তীয়: মণ্ডলীর মধ্যস্থিত একটি ভ্রান্ত দল, যা পৌত্তলিক সমাজের সাথে আপোস করেছিল। তারা রূহানিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মূর্তিপূজা ও অনৈতিকতার চর্চা করতে শিক্ষা দিত। প্রচলিত মত অনুসারে জেরুশালেম মণ্ডলীর প্রথম সাতজন পরিচারকের একজন নিকোলাই এই ভ্রান্ত মতের প্রতিষ্ঠাতা, যদিও তা সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয় নি।

২:৭ যে জয় করে: সেই ব্যক্তিই প্রকৃত অর্থে জয় করে, বিজয়ী হয়, যে ঈমানে মসীহের কাছে এসে অনুগ্রহ লাভ করে এবং এভাবেই নতুন জন্ম লাভ করে গুনাহ্, দুনিয়া ও শয়তানের উপরে জয় লাভ করে জীবন অতিবাহিত করতে সক্ষম হয়।

২:৮ স্মুর্ণা: এশিয়ায় রোম সরকার শাসিত এক উন্নত ও প্রগতিশীল নগরী। এখানকার ঈসায়ীদের উপরে বহু অত্যাচার নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছিল।

তাতে আমি তোমাকে জীবন-মুকুট দেব। ১১ যার কান আছে, সে শুনুক, রূহ্‌ মণ্ডলীগুলোকে কি বলছেন। যে জয় করে, দ্বিতীয় মৃত্যু তার অনিষ্ট করবে না।

পর্গামে অবস্থিত মণ্ডলীর প্রতি

১২ আর পর্গামে অবস্থিত মণ্ডলীর ফেরেশতাকে এই কথা লিখ–

যিনি ধারালো দ্বিধার তলোয়ার ধারণ করেন, তিনি এই কথা বলেন; ১৩ আমি জানি, তুমি কোথায় বাস করছো, সেখানে শয়তানের সিংহাসন রয়েছে। আর তুমি আমার নাম দৃঢ়ভাবে ধারণ করছো, আমাতে তোমার ঈমান অস্বীকার কর নি; আমার সেই সাক্ষী, আমার সেই বিশ্বস্ত লোক আন্তিপা যখন তোমাদের মধ্যে সেখানে নিহত হয়েছিল, যেখানে শয়তান বাস করে, তখনও ঈমান অস্বীকার কর নি। ১৪ তবুও তোমার বিরুদ্ধে আমার কয়েকটি কথা আছে, কেননা সেই স্থানে তোমার কাছে বালামের শিক্ষাবলম্বী কয়েকজন লোক আছে; সেই বালাম বনি-ইসরাইলদের সম্মুখে বাধাজনক পাথর ফেলে রাখতে বালাককে শিক্ষা দিয়েছিল, যেন তারা মূর্তির কাছে উৎসর্গ-করা খাবার ভোজন ও পতিতাগমন করে। ১৫ সেরকমভাবে নীকলায়তীয়দের শিক্ষা অনুসারে যারা চলে এমন কয়েকজনও তোমার কাছে আছে। ১৬ অতএব মন ফিরাও, নতুবা আমি শীঘ্রই তোমার কাছে আসবো এবং আমার মুখের তরবারি দ্বারা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো। ১৭ যার কান আছে, সে শুনুক, রূহ্‌ মণ্ডলীগুলোকে কি বলছেন। যে জয় করে তাকে আমি গুপ্ত “মান্না” এবং একখানি শ্বেত পাথর দেব, সেই পাথরের উপরে “নতুন একটি নাম” লেখা আছে; আর কেউই সেই নাম জানে না, কেবল যে তা গ্রহণ করে, সেই জানে।

থুয়াতীরায় অবস্থিত মণ্ডলীর প্রতি

১৮ আর থুয়াতীরায় অবস্থিত মণ্ডলীর ফেরেশতাকে এই কথা লিখ–

যিনি আল্লাহ্‌র পুত্র, যাঁর চোখ আগুনের শিখার মত ও যাঁর পা উজ্জ্বল ব্রোঞ্জের মত, তিনি এই কথা বলেন; ১৯ আমি জানি তোমার কাজগুলো ও তোমার মহব্বত ও ঈমান ও পরিচর্যা ও ধৈর্য, আর তোমার প্রথম কাজের চেয়ে শেষ কাজ যে বেশি তাও আমি জানি। ২০ তবুও তোমার বিরুদ্ধে আমার কথা আছে; ঈষেবল নাম্নী যে নারী নিজেকে মহিলা-নবী বলে, তুমি তাকে প্রশ্রয় দিচ্ছ এবং সে আমারই গোলামদেরকে পতিতাগমন ও মূর্তির কাছে উৎসর্গ-করা খাবার ভোজন করতে শিক্ষা দিয়ে ভুলাচ্ছে। ২১ আমি তাকে মন ফিরাবার জন্য সময় দিয়েছিলাম, কিন্তু সে নিজের জেনা থেকে মন ফিরাতে চায় না। ২২ দেখ, আমি তাকে বিছানায় ফেলে রাখব এবং যারা তার সঙ্গে জেনা করে, তারা যদি তার কাজ থেকে মন না ফিরায়, তবে তাদেরকে ভীষণ কষ্টের মধ্যে ফেলে দেব; ২৩ আর আমি তার সন্তানদেরকে আঘাত করে হত্যা করবো; তাতে সমস্ত মণ্ডলী জানতে পারবে, “আমি মর্মের ও হৃদয়ের অনুসন্ধানকারী, আর আমি তোমাদের প্রত্যেককে তাদের কাজ অনুসারে ফল দিব”। ২৪ কিন্তু থুয়াতীরাতে অবশিষ্ট তোমাদের যত জন সেই শিক্ষা গ্রহণ করে নি, লোকে যাকে গভীরতত্ত্ব বলে, শয়তানের সেই গভীরতত্ত্বগুলো যারা জানে নি– তাদের বলছি, তোমাদের উপরে আমি অন্য কোন ভার অর্পণ করি না; ২৫ কেবল যা তোমাদের আছে, তা আমার আগমন পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে ধারণ কর। ২৬ আর যে জয় করে ও শেষ পর্যন্ত আমার হুকুম করা কাজগুলো পালন করে, তাকে আমি নিজে পিতা থেকে যেমন পেয়েছি, তেমনি জাতিদের উপরে কর্তৃত্ব দেব; ২৭ তাতে সে লোহার দণ্ড দ্বারা তাদের এমনি শাসন করবে যে, কুমারের মাটির পাত্রের মত চুরমার করে ফেলবে। ২৮ আর আমি প্রভাতী

[২:১২] প্রকা ১:১১; ১:১৬।
[২:১৩] মথি ৪:১০।
[২:১৪] ২পিতর ২:১৫; প্রেরিত ১৫:২০; ১করি ৬:১৩।
[২:১৬] ২থিষ ২:৮; প্রকা ১:১৬।
[২:১৭] ইউ ৬:৩৩; ৬:৪৯,৫০; ইশা ৫৬:৫; ৬২:২; ৬৫:১৫।
[২:১৮] প্রেরিত ১৬:১৪; মথি ৪:৩।
[২:২০] ১বাদশা ১৬:৩১; ২১:২৫; ২বাদশা ৯:৭; প্রেরিত ১৫:২০।
[২:২১] রোমীয় ২:৪; ২পিতর ৩:৯; রোমীয় ২:৫।
[২:২৩] ১শামু ১৬:৭; ১বাদশা ৮:৩৯; জবুর ১৩৯:১, ২,২৩; মেসাল ২১:২; লূক ১৬:১৫; ইয়ার ১৭:১০; রোমীয় ৮:২৭; ১থিষ ২:৪; মথি ১৬:২৭।
[২:২৪] প্রেরিত ১৫:২৮।
[২:২৫] মথি ১৬:২৭।
[২:২৬] ইউ ৬:৩৩; মথি ১০:২২; জবুর ২:৮।
[২:২৭] জবুর ২:৯; ইশা ৩০:১৪; ইয়ার ১৯:১১।
[২:২৮] প্রকা ২২:১৬।

২:১১ দ্বিতীয় মৃত্যু: আগুনের হ্রদ বা অনন্ত দোজখ, যেখানে ক্ষমার অযোগ্য গুনাহ্‌গাররা চিরকাল শাস্তি ভোগ করে।

২:১২ পর্গাম: এশিয়ার প্রাচীন রাজধানী, যা চারপাশে উপত্যকা বিশিষ্ট এক হাজার ফুট উঁচু একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত ছিল। সমস্ত এশিয়ার চেয়ে এই একটি শহর প্রতিমাপূজার কারণে অনেক বেশি আলোচিত ছিল। পাথর কেটে তৈরি করা কৃত্রিম মালভূমির উপর নির্মিত ইয়ারমিয়াস দেবতার মন্দির ছিল এই নগরীর প্রধান আকর্ষণ।

২:১৩ শয়তানের সিংহাসন: পর্গাম ছিল মন্দতা, অনৈতিকতা ও অধার্মিকতার এক চরম উৎসস্থল। নানা ধরনের মূর্তিপূজার কেন্দ্র হিসেবে এই স্থানটি কুখ্যাত ছিল এবং রোম সম্রাটদেরও এখানে সমান আগ্রহে পূজা করা হত।

২:১৪ বালামের শিক্ষাবলম্বী। বালাম ছিল একজন ভণ্ড নবী। সে ইসরাইলকে বদদোয়া দেওয়ার জন্য একজন পৌত্তলিক বাদশাহ্‌র কাছ থেকে টাকা নিয়েছিল, যাতে করে ইসরাইল জাতি নৈতিকতা ও ধার্মিকতা থেকে ভ্রষ্ট হয়। আর তারাই ছিল বালামের শিক্ষাবলম্বী, যারা নিজ ব্যক্তিস্বার্থ, পদমর্যাদা ও সম্মানের জন্য লোকদেরকে চরম নৈতিক ভ্রষ্টতা, দুনিয়াবী কুটিল চিন্তা-ভাবনা ও ভ্রান্ত মতবাদের প্রতি উৎসাহিত করে তুলতো।

২:১৭ গুপ্ত “মান্না”: শয়তানের প্রলোভনে বিজয়ী ঈমানদারদের পুরস্কারস্বরূপ বিজয়ী খাদ্য, যা সকল মন্দতা ও কলুষতার বিপরীত।

২:২০ ঈষেবল: ভবিষ্যদ্বাণী বলার জন্য অনেকে ভণ্ড নবী হওয়া সত্ত্বেও মণ্ডলীতে স্থান পেত। কিন্তু গুনাহ্‌ ও মন্দতার সাথে যে কোন প্রকার সমঝোতা মসীহ্‌ নিন্দনীয় বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

২:২২ তাকে বিছানায় ফেলে রাখব: প্রাথমিক ঈসায়ী যুগে ও তারও আগে থেকে রোগ-পীড়া ও অসুস্থতাকে গুনাহের জন্য যথার্থ শাস্তি হিসেবে বিবেচনা করা হত।

২:২৮ প্রভাতী তারা: শুক্র গ্রহ; রোমীয়দের বিজয় ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক। রোমীয় সৈন্যদের পোশাকে এই তারকা চিহ্ন খোদাই করা থাকতো। এখানে স্বয়ং ঈসা মসীহ্‌কে

তারা তাকে দেব। ২৯ যার কান আছে, সে শুনুক, পাক-রূহ্‌ মণ্ডলীগুলোকে কি বলছেন।

সার্দিতে অবস্থিত মণ্ডলীর প্রতি

৩ ১ আর সার্দিতে অবস্থিত মণ্ডলীর ফেরেশতাকে এই কথা লিখ—

যিনি আল্লাহ্‌র সাতটি রূহ্‌ এবং সাতটি তারা ধারণ করেন, তিনি এই কথা বলেন; আমি তোমার কাজগুলোর কথা জানি; তোমার জীবন নামমাত্র; তুমি মৃত। ২ তুমি জাগ্রত হও এবং অবশিষ্ট যেসব বিষয় মৃতপ্রায় হয়েছে তা সুস্থির কর; কেননা আমি তোমার কোন কাজ আমার আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে সিদ্ধ হতে দেখি নি। ৩ অতএব তুমি স্মরণ কর, কিভাবে পেয়েছ ও শুনেছ, আর তা পালন কর এবং মন ফিরাও। যদি জাগ্রত না হও, তবে আমি চোরের মত আসবো; এবং কোন্‌ মুহূর্তে তোমার কাছে আসবো, তা তুমি জানতে পারবে না। ৪ তবুও সার্দিতে তোমার এমন কয়েকজন লোক আছে, যারা নিজ নিজ পোশাক মলিন করে নি; তারা সাদা পোশাক পরে আমার সঙ্গে যাতায়াত করবে; কেননা তারা যোগ্য। ৫ যে জয় করে, সে এই রকম সাদা পোশাক পরবে এবং আমি তার নাম কোনক্রমেই জীবন-কিতাব থেকে মুছে ফেলবো না, কিন্তু আমার পিতার ও তাঁর ফেরেশতাদের সাক্ষাতে তার নাম স্বীকার করবো। ৬ যার কান আছে, সে শুনুক, রূহ্‌ মণ্ডলীগুলোকে কি বলছেন।

ফিলাদিল্‌ফিয়ায় অবস্থিত মণ্ডলীর প্রতি

৭ আর ফিলাদিল্‌ফিয়ায় অবস্থিত মণ্ডলীর ফেরেশতাকে লিখ—

যিনি পবিত্র, যিনি সত্যময়, যিনি “দাউদের চাবি ধারণ করেন, যিনি খুললে কেউ রুদ্ধ করে না ও রুদ্ধ করলে কেউ খোলে না,” তিনি এই কথা বলেন; ৮ আমি তোমার কাজগুলোর কথা জানি; দেখ, আমি তোমার সম্মুখে একটি উন্মুক্ত দ্বার রাখলাম, তা রুদ্ধ করতে কারো সাধ্য নেই; কেননা তোমার কিঞ্চিৎ শক্তি আছে, আর তুমি আমার কালাম পালন করেছ, আমার নাম অস্বীকার কর নি। ৯ শয়তানের সমাজের যে লোকেরা নিজেদের ইহুদী বললেও ইহুদী নয়, কিন্তু মিথ্যা কথা বলে, তুমি দেখবে, তাদের দশা আমি কি করি। দেখ, আমি তোমার পায়ের কাছে তাদেরকে উপস্থিত করে অবনত করাব; এবং তারা জানতে পারবে যে, আমি তোমাকে মহব্বত করেছি। ১০ তুমি আমার ধৈর্যের কথা রক্ষা করেছ, এজন্য আমিও তোমাকে সেই পরীক্ষাকাল থেকে রক্ষা করবো, যা দুনিয়া-নিবাসীদের পরীক্ষা করার জন্য সারা দুনিয়াতে উপস্থিত হবে। ১১ আমি শীঘ্র আসছি; তোমার যা আছে, তা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর, যেন কেউ তোমার মুকুট অপহরণ না করে। ১২ যে জয় করে, তাকে আমি আমার আল্লাহ্‌র গৃহের স্তম্ভ স্বরূপ করবো এবং সে আর কখনও সেখান থেকে বাইরে যাবে না; এবং তার উপরে আমার আল্লাহ্‌র নাম লিখব এবং আমার আল্লাহ্‌র নগরী যে নতুন জেরুশালেম বেহেশত থেকে, আমার আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নেমে আসবে, তার নাম এবং আমার নতুন নাম লিখব। ১৩ যার কান আছে, সে শুনুক, পবিত্র রূহ্‌ মণ্ডলীগুলোকে কি বলছেন।

লায়দিকেয়ায় অবস্থিত মণ্ডলীর প্রতি

১৪ আর লায়দিকেয়ায় অবস্থিত মণ্ডলীর ফেরেশতাকে এই কথা লিখ—

যিনি আমিন, যিনি বিশ্বাস্য ও সত্যময় সাক্ষী, যিনি আল্লাহ্‌র সৃষ্টির আদি, তিনি এই কথা বলেন; ১৫ আমি তোমার কাজগুলোর কথা জানি, তুমি না ঠাণ্ডা না গরম; তুমি হয় ঠাণ্ডা হলে, নয় গরম হলে ভাল হত। ১৬ এভাবে তুমি ঈষদুষ্ণ, না গরম না ঠাণ্ডা, এজন্য আমি নিজের মুখ থেকে তোমাকে বমি করে ফেলে দিতে উদ্যত হয়েছি। ১৭ তুমি বলছো আমি ধনবান, ধন সঞ্চয় করেছি, আমার কিছুরই অভাব নেই; কিন্তু জান না যে, তুমিই দুর্ভাগা, কৃপাপাত্র, দরিদ্র, অন্ধ ও উলঙ্গ। ১৮ আমি তোমাকে একটি পরামর্শ দিই; তুমি আমার কাছ থেকে এসব দ্রব্য ক্রয় কর— আগুনে

[৩:১] ১তীম ৫:৬।
[৩:৩] লূক ১২:৩৯; ১২:৩৯।
[৩:৪] এহুদা ২৩।
[৩:৫] ইউ ১৬:৩৩; মথি ১০:৩২; প্রকা ২০:১২।
[৩:৭] প্রকা ১:১১; ৬:১০; ১৯:১১; মার্ক ১:২৪; ১ইউ ৫:২০; ইশা ২২:২২; মথি ১৬:১৯।
[৩:৮] প্রেরিত ১৪:২৭।
[৩:৯] ইশা ৪৯:২৩; ৪৩:৪; রোমীয় ৮:৩৭।
[৩:১০] মথি ২৪:১৪; ২পিতর ২:৯।
[৩:১১] মথি ১৬:২৭; ১করি ৯:২৫; প্রকা ২:২৫।
[৩:১২] গালা ২:৯; ইউ ১৬:৩৩; প্রকা ১৪:১; ২২:৪; ২১:২,১০; ইহি ৪৮:৩৫; গালা ৪:২৬।
[৩:১৩] প্রকা ২:৭।
[৩:১৪] কল ২:১; ১:১৬,১৮; প্রকা ১:৫,১১; ইউ ১৮:৩৭; মেসাল ৮:২২; ইউ ১:৩।
[৩:১৫] প্রকা ২:২; রোমীয় ১২:১১।
[৩:১৭] হোসিয়া ১২:৮; ১করি ৪:৮; মেসাল ১৩:৭।
[৩:১৮] ১পিতর ১:৭; আঃ ৪; প্রকা ১৬:১৫।

বোঝানো হচ্ছে। ঈমানে বিজয়ী ব্যক্তি ঈসা মসীহের সাথে তাঁর বিজয় ও শাসনে অংশগ্রহণের দ্বিগুণ নিশ্চয়তা লাভ করে থাকে।

৩:১ সার্দি: প্রাচীন লুদিয়া রাজ্যের রাজধানী, প্রচুর সম্পদশালী ও সুখ্যাতি সম্পন্ন নগরী। এখানকার মণ্ডলীটি বাহ্যিকভাবে এবাদত-বন্দেগীতে অত্যন্ত উৎসাহী হলেও তাদের মধ্যে প্রকৃত অর্থে রূহানিকতা ও খোদায়ী ধার্মিকতার যথেষ্ট অভাব ছিল।

৩:৩ চোরের মত আসবো: ঈসা মসীহের দ্বিতীয় আগমন নয়, বরং মণ্ডলীর অনুতাপ ও মন পরিবর্তন না করলে তিনি যে বিচারক হিসেবে তাদের মধ্যে আসবেন সে ব্যাপারে এখানে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে।

৩:৪ পোশাক মলিন করে নি: যারা প্রকৃত ধার্মিক ও পবিত্র, তারা কখনো অপবিত্রতা, কলুষতা ও মন্দতায় নিজেদেরকে জড়ায় না এবং অধার্মিকতায় যুক্ত হয় না।

৩:৫ জীবন-কিতাব: জীবন-কিতাবে তাদের নাম লেখা থাকে, যারা নিশ্চিতভাবে অনন্ত জীবনের অংশীদার হয়েছে। কিন্তু যাদের নাম একবার এই কিতাব থেকে মুছে ফেলা হবে তারা অনন্ত দোজখের বাসিন্দা হবে।

৩:৯ শয়তানের সমাজ: অ-ঈমানদার, পৌত্তলিক ও শত্রুভাবাপন্ন ইহুদীদের বোঝানোর জন্য একটি রূপকার্থক শব্দ।

৩:১০ পরীক্ষাকাল। বেহেশতী রাজ্যের পূর্ণতা সাধনের আগে মানুষের প্রতি যে পরীক্ষা ও প্রলোভনের সময় আসবে।

৩:১৬ ঈষদুষ্ণ, না তপ্ত না শীতল: ঈষদুষ্ণ তারাই, যারা মসীহের পথ গ্রহণ করেও দুনিয়ার সাথে আপোষ করে চলে এবং তাদের পারিপার্শ্বিক সমাজের রীতি-নীতি অনুসরণ করে। তারা নিজেদেরকে ঈসায়ী বলে পরিচয় দিলেও রূহানিকভাবে তারা দুর্ভাগা এবং করুণার পাত্র। এ ধরনের লোকদের

BACIB International Bible CHURCH

প্রকাশিত কালাম কিতাবটি ব্যাখ্যা করার দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ

দৃষ্টিভঙ্গি	বর্ণনা	চ্যালেঞ্জ	সাবধানতা
পূর্বকালীন দৃষ্টিভঙ্গি	ইউহোন্না তখনকার দিনের ঈমানদারদের উৎসাহিত করার জন্য লিখেছেন যখন তারা রোম সম্রাটের কাছ থেকে ভীষণভাবে অত্যাচারিত হচ্ছিল।	একই রকম উৎসাহ পাবার জন্য যে উৎসাহ ইউহোন্নার সময়কার ঈমানদারগণ পেয়েছিলেন আল্লাহ্‌র বিভিন্ন সার্বভৌমত্বের প্রতিকৃতির দ্বারা।	এটা ভুলে যাবার কোন কারণ নেই যে, পাক-কিতাবের বেশিরভাগ ভবিষ্যদ্বাণীর তাৎক্ষণিক ও ভবিষ্যতে পূর্ণতা লাভ করার বিষয় আছে।
ভবিষ্যত দৃষ্টিভঙ্গি	প্রথম তিনটি অধ্যায় ছাড়া ইউহোন্না তাঁর সমস্ত কিতাবেই ভবিষ্যতের বিষয় নিয়ে লিখেছেন।	সমসাময়িক নানা ঘটনাবলী দেখে ও ইউহোন্না যেভাবে তাদের চারিত্রিক কাঠামো বর্ণনা করেছেন ও বুঝতে পেরেছেন যে, শেষ সময় যে কোন মুহূর্তে আসতে পারে।	এটা মনে করা ঠিক হবে না যে, আমরা 'ভবিষ্যত' বুঝতে পেরে গেছি; যেখানে ঈসা মসীহ্ বলেছেন যে, এগুলো ঘটবার আগে তিনি কখন আসবেন তা কেউ জানবে না।
ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি	প্রকাশিত কালামে যা কিছু লেখা আছে তা ইউহোন্নার সময় থেকে শুরু করে ঈসা মীহের ফিরে আসার ও তার পরের দিনগুলোর বিষেয় লেখা আছে।	ইতিহাসের সমস্ত সময় ধরে মানুষের ধারাবাহিক মন্দতা লক্ষ্য করা যায় এবং এটা স্বীকার করতেই হবে যে, নাম হয়তো বা পরিবর্তিত হতে পারে কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রতি বিদ্রোহের কাজ অবিরতভাবে চলছে।	বর্তমানের কোন কোন ঘটনা বা কোন নেতৃবর্গকে প্রকাশিত কালামের পূর্ণতার নির্দেশ করার পূর্বে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।
আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গি	প্রকাশিত কালাম হল ভাল ও মন্দের চলমান দন্দ্বের প্রতীক। এটি কোন নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনার নির্দেশ করে না। ইতিহাসের যে কোন বিষয়ের প্রতি এটিকে নির্দেশ করা যায়।	অতীতের বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে ভবিষ্যতের পথ প্রস্তুত করা, এবং আল্লাহ্‌র বাধ্য থেকে বর্তমানে চলার জন্য একনিষ্ঠ হতে হবে।	এটি একটি কঠিন কিতাব বলে এটিকে এড়িয়ে চলা ঠিক হবে না। প্রকাশিত কালামের আক্ষরিক প্রেক্ষাপট অনুসারে চলতে চেষ্টা করা উচিত।

শত শত বছর ধরে প্রকাশিত কালাম কিতাবটিকে ব্যাখ্যা করার জন্য এই চারটি দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রতিটি দৃষ্টিভঙ্গিরই অনেক সমর্থক আছে কিন্তু কোনটিই এই কিতাব ব্যাখ্যা করার জন্য যথেষ্ট নয়। যাহোক, প্রতিটি দৃষ্টিভঙ্গিকেই যদি একটি মূল প্রশ্ন করা যায় যে, বর্তমান দিনে ঈসা মসীহের পথে চলতে এই দৃষ্টিভঙ্গি কি আমাকে সাহায্য করবে? যদি হৃদয়ে থেকে হ্যাঁ সূচক নির্দেশ আসে তবে সেই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারেই কিতাবটি পাঠ করতে থাকুন।

প্রকাশিত কালামে ঈসা মসীহের নামের ব্যবহার

আয়াত	ঈসার নাম	আয়াত	ঈসার নাম
১:৮	আল্‌ফা এবং ওমেগা	৫:৫	দাউদের মূল
১:৮	প্রভু আল্লাহ্	৫:৬	মেষশাবক
১:৮	সর্বশক্তিমান	৭:১৭	পালনকর্তা
১:১৩	ইবনুল-ইন্‌সান	১২:১০	মসীহ্
১:১৭	প্রথম ও শেষ	১৯:১১	বিশ্বাস্য ও সত্যময়
১;১৮	জীবন্ত	১৯:১৩	আল্লাহ্‌র কালাম
১:১৮	আল্লাহ্‌র পুত্র	১৯:১৬	বাদশাহ্‌দের বাদশাহ্
৩:১৮	যিনি বিশ্বাস্য ও সত্যময় সাক্ষী	১৯:১৬	প্রভুদের প্রভু
৫:৫	এহুদা-বংশীয় সিংহ	২২:২৬	উজ্জ্বল প্রভাতী নক্ষত্র

ঈসা মসীহের নানা ছবি এই কিতাবটি জুড়ে রয়েছে, যেখান থেকে তাঁর অনেক নাম পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি নামই তাঁর একেকটি বৈশিষ্টের কথা প্রকাশ করে। আল্লাহ্‌র দেওয়া নাজাত ও মুক্তির পরিকল্পনায় তাঁর যে বিশেষ বিশেষ ভূমিকা রয়েছে এই সব নাম থেকে পরিষ্কারভাবে তা জানতে পাওয়া যায়।

পুড়িয়ে পরিষ্কার করা সোনা, যেন ধনবান হও;
সাদা কোর্তা, যেন তা দিয়ে আচ্ছাদিত হলে পর
আর তোমার উলঙ্গতার লজ্জা প্রকাশিত না হয়;
চোখে লেপনীয় অঞ্জন, যেন দেখতে পাও।
১৯ আমি যত লোককে মহব্বত করি, সেই
সকলকে অনুযোগ করি ও শাসন করি; অতএব
উদ্যোগী হও ও মন ফিরাও। ২০ দেখ, আমি
দরজায় দাঁড়িয়ে আছি ও আঘাত করছি; কেউ
যদি আমার গলার আওয়াজ শুনে ও দরজা খুলে
দেয়, তবে আমি তার কাছে প্রবেশ করবো ও
তার সঙ্গে ভোজন করবো এবং সেও আমার সঙ্গে
ভোজন করবে। ২১ যে জয় করে, তাকে আমার
সঙ্গে আমার সিংহাসনে বসতে দেব, যেমন আমি
নিজে জয় করেছি এবং আমার পিতার সঙ্গে তাঁর
সিংহাসনে বসেছি। ২২ যার কান আছে, সে শুনুক,
পাক-রূহ্‌ মণ্ডলীগুলোকে কি বলছেন।

বেহেশতী এবাদতের দর্শন

৪ ১ এর পরে আমি দৃষ্টিপাত করলাম, আর
দেখ, বেহেশতে একটি দ্বার খোলা রয়েছে!
তূরীর আওয়াজের মত যার গলার আওয়াজ আমি
প্রথমে শুনেছিলাম, সেই আওয়াজ শুনলাম, যেন
কেউ বলছেন, এই স্থানে উঠে এসো, এর পরে যা
যা অবশ্য ঘটবে, সেই সব আমি তোমাকে
দেখাই। ২ আমি তখনই রূহে আবিষ্ট হলাম; আর
দেখ, বেহেশতে একটি সিংহাসন স্থাপিত, সেই
সিংহাসনের উপরে এক ব্যক্তি বসে আছেন।
৩ যিনি বসে আছেন, তিনি দেখতে সূর্যকান্তের ও
সার্দীয় মণির মত; আর সেই সিংহাসনের
চারদিকে মেঘধনুক, তা দেখতে মরকত মণির
মত; ৪ আর সেই সিংহাসনের চারদিকে চব্বিশটি
সিংহাসন আছে, সেসব সিংহাসনে চব্বিশ জন
প্রাচীন বসে আছেন, তাঁরা সাদা কাপড় পরা এবং
তাঁদের মাথার উপরে সোনার মুকুট। ৫ সেই
সিংহাসন থেকে বিদ্যুৎ, ভয়ংকর আওয়াজ ও

[৩:১৯] দ্বি:বি: ৮:৫; মেসাল ৩:১২; ১করি ১১:৩২; ইব ১২:৫,৬।
[৩:২০] মথি ২৪:৩৩; ইয়াকুব ৫:৯; লূক ১২:৩৬; রোমীয় ৮:১০।
[৩:২১] ইউ ১৬:৩৩; মথি ১৯:২৮।
[৪:১] মথি ৩:১৬।
[৪:২] ১বাদশা ২২:১৯; ইশা ৬:১; ইহি ১:২৬-২৮; দানি ৭:৯; প্রকা ২০:১১।
[৪:৩] ইহি ১:২৮।
[৪:৪] প্রকা ৩:৪,৫।
[৪:৫] হিজ ১৯:১৬; প্রকা ৮:৫; ১:৪; ১১:১৯; ১৬:১৮; জাকা ৪:২;।
[৪:৬] প্রকা ১৫:২; ইহি ১:৫; ১:১৮; ১০:১২; প্রকা ৫:৬; ৬:১; ৭:১১; ১৪:৩; ১৫:৭; ১৯:৪।
[৪:৭] ইহি ১:১০; ১০:১৪।
[৪:৮] ইশা ৬:২,৩; ইহি ১:১৮; প্রকা ১৪:১১; প্রকা ১:৮; ১:৪।
[৪:৯] জবুর ৪৭:৮; প্রকা ৫:১; ১:১৮।
[৪:১০] দ্বি:বি: ৩৩:৩।
[৪:১১] প্রকা ১০:৬; প্রেরিত ১৪:১৫।
[৫:১] প্রকা ৪:২,৯; ৬:১৬; দানি ১২:৪;

মেঘ-গর্জন বের হচ্ছে; এবং সেই সিংহাসনের
সম্মুখে সাতটি প্রদীপ জ্বলছে, তা আল্লাহ্‌র
সাতটি রূহ্‌। ৬ আর সেই সিংহাসনের সম্মুখে
যেন স্ফটিকের মত স্বচ্ছ একটি কাচের সমুদ্র
আছে এবং সিংহাসনের মধ্যে ও সিংহাসনের
চারদিকে চার জন প্রাণী আছেন; তাঁরা সম্মুখে ও
পিছনে চোখে পরিপূর্ণ।
৭ প্রথম প্রাণী সিংহের মত, দ্বিতীয় প্রাণী বাছুরের
মত, তৃতীয় প্রাণী মানুষের মত মুখমণ্ডলবিশিষ্ট
এবং চতুর্থ প্রাণী উড়ন্ত ঈগল পাখির মত।
৮ সেই চারটি প্রাণীর প্রত্যেকের ছয় ছয়টি করে
পাখা এবং তাঁরা চারদিকে ও ভিতরে চোখে
পরিপূর্ণ; আর তাঁরা দিনরাত বিরামহীনভাবে এই
কথা বলছেন,
‘পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু আল্লাহ্‌ সর্বশক্তিমান,
যিনি ছিলেন, যিনি আছেন ও যিনি আসছেন।’
৯ আর যিনি সিংহাসনে বসে আছেন, যিনি
যুগপর্যায়ের যুগে যুগে জীবন্ত, সেই প্রাণীরা যখন
তাঁকে মহিমা ও সমাদর ও শুকরিয়া জানাবেন,
১০ তখন যিনি সিংহাসনে বসে আছেন, তাঁর
সম্মুখে ঐ চব্বিশ জন প্রাচীন সেজ্‌দা করবেন
এবং যিনি যুগপর্যায়ের যুগে যুগে জীবন্ত, তাঁর
এবাদত করবেন, আর নিজ নিজ মুকুট
সিংহাসনের সম্মুখে নিক্ষেপ করে বলবেন,
১১ ‘হে আমাদের প্রভু ও আমাদের আল্লাহ্‌,
তুমিই মহিমা ও সমাদর ও পরাক্রম গ্রহণের
যোগ্য;
কেননা তুমিই সকলের সৃষ্টি করেছ,
এবং তোমার ইচ্ছাতে সকলই অস্তিত্ব লাভ
করেছে ও সৃষ্ট হয়েছে।

আল্লাহ্‌র মেষশাবকের বেহেশতী মহিমা

৫ ১ আর, যিনি সিংহাসনে বসে আছেন,
আমি তাঁর ডান হাতে একটি কিতাব
দেখলাম; তা ভিতরে ও বাইরে লেখা এবং

মণ্ডলীকে প্রভু ঈসা কখনোই গ্রহণ করেন না।

৩:২০ আমি দরজায ... আঘাত করছি: প্রতিটি ঈমানদারের হৃদয়ের দরজায় প্রভু ঈসা অনবরত আঘাত করছেন, কারণ তিনি তাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে প্রবেশ করতে ও সেখানে অবস্থান করতে চান।

কেউ যদি আমার রব শোনে: দুনিয়াবী সম্পত্তি ও সমৃদ্ধির কারণে মণ্ডলীর লোকেরা অনেক সময় মসীহ্‌কে তাঁর যথাযথ স্থান ও সম্মান দান করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু তারা যদি মসীহের সহভাগিতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সাথে সম্মিলিত হয়, তাহলে অবশ্যই মসীহ্‌ তাদের মাঝে অবস্থান করবেন।

৪:১ প্রথম যে রব শুনেছিলাম: ঈসা মসীহের রব, যিনি নিজে ইউহোন্নার দৃষ্টির সামনে বেহেশত উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

৪:৩ তিনি দেখতে ... মণির মত: যেহেতু আল্লাহ্‌কে কেউ কখনও দেখেনি বা দেখতে পারে না এবং তিনি এক অপরিমেয় ও মানুষের চোখে অসহনীয় আলোয় পরিপূর্ণ হয়ে থাকেন, সে কারণে এই প্রতীকী ভাষার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র স্বরূপ প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

৪:৪ চব্বিশ জন প্রাচীন: অনেকের মতে এই প্রাচীনরা হলেন বেহেশতে পুরো দুনিয়ার সকল মণ্ডলীর প্রতিনিধিগণ, অন্যান্যদের মতে তাঁরা বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ। আবার অনেকে মনে করে থাকেন, তাঁরা ইসরাইলের বারোটি জাতি এবং মণ্ডলীর বারো জন প্রধান প্রাচীনের বেহেশতী প্রতিনিধি।

৪:৫ বিদ্যুৎ, রব ও মেঘগর্জন: আল্লাহ্‌র ভয়াবহ মহিমা ও পরাক্রমের প্রতীক।

আল্লাহ্‌র সাতটি রূহ্‌: আল্লাহ্‌র সিংহাসনের সামনে পাক-রূহের উপস্থিতির প্রতীক।

৪:৬ কাচের সমুদ্র: আল্লাহ্‌র মহত্ব ও বিশুদ্ধতার প্রতীক।

চারজন প্রাণী: এই চারজন প্রাণীকে সমস্ত সৃষ্টির প্রতিনিধি হিসেবে দেখানো হয়েছে। সম্ভবত এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে যে প্রাণীরা রয়েছে তারা সকলেই আল্লাহ্‌র গৌরব ও মহিমা প্রকাশ করবে এবং তাঁর অনুগত থাকবে।

৫:১ একটি কিতাব: এই কিতাবটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর

সাতটি মোহর দিয়ে সীলমোহর করা ছিল।
২ পরে আমি দেখলাম, এক শক্তিশালী ফেরেশতা
জোর গলায় এই কথা ঘোষণা করছেন, ঐ
কিতাব ও তার সীলমোহরগুলো খুলবার যোগ্য
কে? ৩ কিন্তু বেহেশতে বা দুনিয়াতে বা দুনিয়ার
নিচে সেই কিতাব খুলতে অথবা তার প্রতি
দৃষ্টিপাত করতে কারো সাধ্য হল না। ৪ তখন
আমি ভীষণভাবে কাঁদতে লাগলাম, কারণ সেই
কিতাব খুলবার ও তার প্রতি দৃষ্টিপাত করার
যোগ্য কাউকেও পাওয়া গেল না। ৫ তাতে সেই
প্রাচীনদের মধ্যে এক জন আমাকে বললেন,
কেঁদো না; দেখ, যিনি এহুদা-বংশীয় সিংহ,
দাউদের মূলস্বরূপ, তিনি ঐ কিতাব ও তার
সাতটি সীলমোহর খুলবার জন্য বিজয়ী হয়েছেন।
৬ পরে আমি দেখলাম, ঐ সিংহাসন ও চার
জন প্রাণীর মধ্যে ও প্রাচীনদের মধ্যে একটি
মেষশাবক দাঁড়িয়ে আছে, তাঁকে যেন হত্যা করা
হয়েছিল; তাঁর সাতটি শিং ও সাতটি চোখ; সেই
চোখ সারা দুনিয়াতে প্রেরিত আল্লাহ্‌র সাতটি
রূহ্‌। ৭ পরে তিনি এসে, যিনি সিংহাসনে বসে
আছেন, তাঁর ডান হাত থেকে সেই কিতাবটি
গ্রহণ করলেন। ৮ তিনি যখন কিতাবখানি গ্রহণ
করেন, তখন ঐ চার প্রাণী ও চব্বিশ জন প্রাচীন
মেষশাবককের সাক্ষাতে সেজ্‌দা করলেন; তাঁদের
প্রত্যেকের কাছে একটি বীণা ও সুগন্ধি ধূপে
পরিপূর্ণ সোনার বাটি ছিল; সেই ধূপ পবিত্র
লোকদের মুনাজাতস্বরূপ। ৯ আর তাঁরা একটি
নতুন গজল গাইলেন, বললেন,

‘তুমি ঐ কিতাব গ্রহণ করার ও তার
সীলমোহরগুলো খুলবার যোগ্য;
কেননা তুমি হত হয়েছ এবং নিজের রক্ত
দ্বারা সমস্ত বংশ
ও ভাষা ও জাতি ও লোকবৃন্দ থেকে
আল্লাহ্‌র জন্য লোকদেরকে ক্রয়
করেছ;
১০ এবং আমাদের আল্লাহ্‌র উদ্দেশে তাদেরকে
রাজ্য দিয়েছ ও ইমাম করেছ;
আর তারা দুনিয়ার উপরে রাজত্ব করবে।’

ইহি ২:৯,১০; ইশা ২৯:১১।
[৫:৫] ইব ৭:১৪; পয়দা ৪৯:৯; ইশা ১১:১-১০; রোমীয় ১৫:১২।
[৫:৬] ইউ ১:২৯; প্রকা ৪:৪,৬; ১:৪ জাকা ৪:১০।
[৫:৮] প্রকা ৪:৪,৬; ১৪:২; ১৫:২; ৮:৩,৪; জবুর ১৪১:২;।
[৫:৯] জবুর ৪০:৩; ৯৮:১; ১৪৯:১; ইশা ৪২:১০; ইব ৯:১২; ১করি ৬:২০।
[৫:১০] ১পিতর ২:৫।
[৫:১১] দানি ৭:১০; এহুদা ১৪; ইব ১২:২২।
[৫:১২] প্রকা ১:৬; ৪:১১।
[৫:১৩] ফিলি ২:১০; আঃ ১,৭,৬; প্রকা ৬:১৬; ৭:১০; ১খান্দান ২৯:১১; মালাখি ১:৬; ২:২; রোমীয় ১১:৩৬।
[৫:১৪] প্রকা ৪:৪,৬,৯,১০।
[৬:১] প্রকা ৫:১,৬; ৪:৬,৭; ১৪:২; ১৯:৬।
[৬:২] জাকা ১:৮৯; ৬:৩; প্রকা ১৯:১১; ১৪:১৪; ১৯:১২; জবুর ৪৫:৪।
[৬:৩] প্রকা ৪:৭।
[৬:৪] জাকা ১:৮; ৬:২; মথি ১০:৩৪।

১১ পরে আমি দৃষ্টিপাত করলাম এবং সেই
সিংহাসন ও প্রাণীদের ও প্রাচীনদের চারদিকে
অনেক ফেরেশতার কণ্ঠস্বর শুনলাম; তাঁদের
সংখ্যা হাজার হাজার, কোটি কোটি। তাঁরা
উচ্চৈঃস্বরে বললেন,

১২ ‘মেষশাবক, যিনি হত হয়েছিলেন, তিনিই
পরাক্রম ও ধন ও জ্ঞান ও
শক্তি ও সমাদর ও গৌরব ও শুকরিয়া, এসব
গ্রহণ করার যোগ্য।’

১৩ পরে আমি আরও শুনলাম, বেহেশতে ও
দুনিয়াতে ও দুনিয়ার নিচে ও সমুদ্রের উপরে
যেসব সৃষ্ট বস্তু এবং এই সকলের মধ্যে যা কিছু
আছে, সমস্ত কিছুই এই কথা বলছে,

‘যিনি সিংহাসনে বসে আছেন,
তাঁর প্রতি ও মেষশাবকের প্রতি শুকরিয়া ও
সমাদর ও গৌরব ও কর্তৃত্ব
যুগপর্যায়ের যুগে যুগে বর্তুক।’

১৪ আর সেই চার জন প্রাণী বললেন, আমিন।
আর সেই প্রাচীনেরা ভূমিতে উবুড় হয়ে সেজদা
করলেন।

একটি কিতাবের সাতটি সীলমোহর খুলবার দর্শন

৬ ১ পরে আমি দেখলাম, যখন সেই
মেষশাবক সেই সাতটি সীলমোহরের মধ্যে
প্রথম সীলমোহরটি খুললেন, তখন আমি সেই
চার জন প্রাণীর মধ্যে এক জন প্রাণীর মেঘ-
গর্জনের মত এই বাণী শুনলাম, এসো। ২ আমি
দৃষ্টিপাত করলাম, আর দেখ, একটি সাদা রংয়ের
ঘোড়া এবং তার উপরে যিনি বসে আছেন, তিনি
ধনুকধারী ও তাঁকে একটি মুকুট দেওয়া হল;
এবং তিনি জয় করতে করতে ও জয় করার জন্য
বের হলেন।
৩ আর তিনি যখন দ্বিতীয় সীলমোহরটি খুললেন,
তখন আমি দ্বিতীয় প্রাণীর এই বাণী শুনলাম,
এসো। ৪ পরে আর একটি ঘোড়া বের হল,
সেটি লাল রংয়ের এবং যে তার উপরে বসে
আছে, তাকে ক্ষমতা দেওয়া হল, যেন সে দুনিয়া
থেকে শান্তি অপহরণ করে, আর যেন মানুষেরা

মধ্যে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ও মানব জাতির জন্য আল্লাহ্‌ যা কিছু নিরূপণ করে রেখেছেন, সেই সমস্ত ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ রয়েছে।

সাতটি মোহর দিয়ে সীলমোহর করা: অর্থাৎ এই কিতাব সম্পূর্ণভাবে পবিত্র, অলঙ্ঘনীয় ও অপরিবর্তনীয়।

৫:৫ এহুদাবংশীয় সিংহ: ঈসা মসীহ্‌কে এখানে সিংহের সাথে তুলনা করে বোঝানো হয়েছে যে, তিনিই সারা দুনিয়ার উপর রাজত্ব করবেন এবং তিনিই অনন্তকালীন বাদশাহ্‌।

৫:৬ মেষশাবক: মসীহ্‌কে এমন একটি মেষশাবক হিসেবে দেখানো হয়েছে, যার শরীরের চিহ্ন দেখলে বোঝা যায় যে, তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল। এই চিহ্ন ক্রুশের উপরে মানব জাতির গুনাহ্‌র ভার বহন করার জন্য তাঁর মৃত্যুকে প্রকাশ করে এবং এর প্রেক্ষিতে তাঁর ক্ষমতা, যোগ্যতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৫:৮ পবিত্র লোকদের মুনাজাত: মসীহের রাজ্য যেন দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনি যেন তাদের উপরে রাজত্ব করেন, এই ছিল পবিত্র ও ধার্মিক ব্যক্তিদের বিনতি।

৬:১ মেষশাবক ... সীলমোহরটি খুললেন: প্রভু ঈসা মসীহ্‌ নিজেই সমস্ত সীলমোহর খুলবেন এবং চূড়ান্ত বিচার তাঁর দ্বারাই সাধিত হবে।

৬:২ সাদা রংয়ের ঘোড়া: অধিকাংশের মতে এই ঘোড়ার আরোহী হচ্ছে দজ্জাল, মসীহের বিরোধী শক্তি, যে মসীহের দ্বিতীয় আগমনের আগে পুরো পৃথিবীকে তার দখলে আনার চেষ্টা করবে।

৬:৪ আর একটি ঘোড়া ... লাল রংয়ের: বিভিন্ন জাতিগত যুদ্ধ-সঞ্জাত, রক্তপাত ও অপঘাতে মৃত্যুর প্রতীক।

পরস্পরকে হত্যা করে; এবং একটি বড়
তলোয়ার তাকে দেওয়া হল।
৫ পরে তিনি যখন তৃতীয় সীলমোহরটি
খুললেন, তখন আমি তৃতীয় প্রাণীর এই বাণী
শুনলাম, এসো। পরে আমি দৃষ্টিপাত করলাম,
আর দেখ, একটি কালো রংয়ের ঘোড়া এবং যে
তার উপরে বসে আছে, তার হাতে একটি
দাঁড়িপাল্লা। ৬ পরে আমি চার জন প্রাণীর মধ্য
থেকে বের হওয়া এরকম বাণী শুনলাম, এক সের
গমের মূল্য এক সিকি, আর তিন সের যবের মূল্য
এক সিকি এবং তুমি তেল ও আঙ্গুর-রসের ক্ষতি
করো না।
৭ পরে তিনি যখন চতুর্থ সীলমোহরটি খুললেন,
তখন আমি চতুর্থ প্রাণীর এই বাণী শুনলাম,
এসো। ৮ পরে আমি দৃষ্টিপাত করলাম, আর
দেখ, একটি ফ্যাকাশে রংয়ের ঘোড়া এবং যে
তার উপরে বসে আছে, তার নাম মৃত্যু এবং
পাতাল তার পিছনে চলেছে; আর তাদের দুনিয়ার
চতুর্থ অংশের উপরে কর্তৃত্ব দেওয়া হল, যেন
তারা তরবারি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও বন্য পশু দ্বারা
হত্যা করে।
৯ পরে তিনি যখন পঞ্চম সীলমোহরটি
খুললেন, তখন আমি দেখলাম, কোরবান-গাহ্‌র
নিচে সেই লোকদের প্রাণ আছে, যাঁরা আল্লাহ্‌র
কালামের জন্য এবং তাঁরা যে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন
সেই কারণে হত্যা করা হয়েছিল। ১০ তাঁরা জোরে
চিৎকার করে ডেকে বললেন, হে পবিত্র সত্যময়
অধিপতি, বিচার করতে এবং দুনিয়া-
নিবাসীদেরকে আমাদের রক্তপাতের প্রতিফল দিতে
কত কাল বিলম্ব করবে? ১১ তখন তাঁদের
প্রত্যেককে সাদা কাপড় দেওয়া হল এবং
তাঁদেরকে বলা হল যে, তাঁদের যে সহ-গোলাম ও
ভাইদেরকে তাঁদের মত নিহত হতে হবে, যে
পর্যন্ত তাঁদের সংখ্যা পূর্ণ না হয় সেই পর্যন্ত
তাদের কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে।
১২ পরে আমি দেখলাম, তিনি যখন ষষ্ঠ

[৬:৫] জাকা ৬:২।
[৬:৬] ৯:৪; ইহি ৪:১৬।
[৬:৮] জাকা ৬:৩; হোসিয়া ১৩:১৪; ইয়ার ১৫:২,৩; ২৪:১০।
[৬:৯] হিজ ২৯:১২; লেবীয় ৪:৭; রোমীয় ১:২; ইব ৪:১২।
[৬:১০] জবুর ১১৯:৮৪; জাকা ১:১২; দ্বি:বি: ৩২:৪৩।
[৬:১১] প্রকা ৩:৪; ইব ১১:৪০।
[৬:১২] ইশা ২৯:৬; ইহি ৩৮:১৯; মথি ২৪:২৯।
[৬:১৩] মথি ২৪:৪৯; ইশা ৩৪:৪।
[৬:১৪] নাহূম ১:৫; ২পিতর ৩:১০; ইশা ৫৪:১০।
[৬:১৫] ইশা ২:১০,১৯,২১।
[৬:১৬] হোসিয়া ১০:৮।
[৬:১৭] যোয়েল ১:১৫; সফ ১:১৪,১৫।
[৭:১] ইশা ১১:১২; ইয়ার ৪৯:৩৬; ইহি ৩৭:৯; দানি ৭:২; জাকা ৬:৫; মথি ২৪:৩১; প্রকা ৬:৬।
[৭:২] প্রকা ৯:৪; মথি ১৬:১৬।
[৭:৩] প্রকা ৬:৬; ৯:৪; ১৪:১; ২২:৪; ইহি ৯:৪।
[৭:৪] প্রকা ৯:১৬; ১৪:১,৩।

সীলমোহরটি খুললেন, তখন মহা ভূমিকম্প হল;
এবং সূর্য চটের মত কালো রংয়ের ও পূর্ণচন্দ্র
রক্তের মত হল; ১৩ আর ডুমুর গাছে প্রবল বায়ু
বইলে ডুমুর যেমন অসময়ে পড়ে যায়, তেমনি
আসমানের তারাগুলো দুনিয়ার উপর খসে
পড়লো; ১৪ আর আসমান গুটানো পুস্তকের মত
অপসারিত হল এবং সমস্ত পর্বত ও সমস্ত দ্বীপ
স্থানচ্যুত হল। ১৫ আর দুনিয়ার বাদশাহ্‌রা,
সম্ভ্রান্ত লোকেরা, সহস্রপতিরা, ধনবানেরা,
বিক্রমশালীরা এবং সমস্ত গোলাম ও স্বাধীন
লোকেরা গুহা ও পর্বতের শৈলে গিয়ে লুকাল,
১৬ আর পর্বত ও শৈলগুলোকে বলতে লাগল,
আমাদের উপরে পড়, যিনি সিংহাসনে বসে
আছেন, তাঁর সম্মুখ থেকে এবং মেষশাবকের
গজব থেকে আমাদের লুকিয়ে রাখ; ১৭ কেননা
তাঁদের গজব নাজেলের সেই মহাদিন এসে
পড়লো, আর কে দাঁড়াতে পারে?

আল্লাহ্‌র গোলামদের সীলমোহর করা ও বেহেশতী সুখের বর্ণনা

৭ ১ তারপর আমি দেখলাম, দুনিয়ার চার
কোণে চার জন ফেরেশতা দাঁড়িয়ে আছেন,
তারা দুনিয়ার চার কোণের বায়ু ধরে রাখছেন,
যেন দুনিয়া কিংবা সাগরে কিংবা কোন গাছের
উপরে বায়ু প্রবাহিত না হয়। ২ পরে দেখলাম,
আর এক জন ফেরেশতা সূর্যের উদয় স্থান থেকে
উঠে আসছেন, তাঁর কাছে জীবন্ত আল্লাহ্‌র
সীলমোর আছে; তিনি চিৎকার করে ডেকে, যে
চার জন ফেরেশতাকে দুনিয়া ও সমুদ্রের ক্ষতি
করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, তাঁদেরকে
বললেন, ৩ আমরা যে পর্যন্ত আমাদের আল্লাহ্‌র
গোলামদের ললাটে সীলমোহর না দিই, সেই
পর্যন্ত তোমরা দুনিয়া কিংবা সমুদ্র কিংবা
গাছগুলোর কোন ক্ষতি করো না।
৪ পরে আমি ঐ সীলমোহর করা লোকদের সংখ্যা
শুনলাম; বনি-ইসরাইলদের সমস্ত বংশের এক
লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার লোককে সীলমোহর করা

৬:৫ কালো রংয়ের ঘোড়া: একটি মহা দুর্ভিক্ষের প্রতীক। এর আগমনের সাথে সাথে মানুষের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুর সঙ্কট দেখা দেবে।

৬:৮ ফ্যাকাশে রংয়ের ঘোড়া: এর আরোহী মৃত্যুর প্রতীক। তার আগমনের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, রোগ-ব্যাধি ও অন্যান্য কারণে মানুষের ক্রমাগত মৃত্যু ঘটতে থাকবে।

৬:৯ কোরবানগাহ্‌র নিচে ... নিহত হয়েছিলেন: সঙ্কটকালের সময়টি তাদের জন্য ভয়ঙ্কর হবে, যারা মসীহ্‌ ও তাঁর কালামের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে, কারণ তাদের উপরে সমস্ত দুনিয়ার লোকেরা অত্যাচার ও নির্যাতন চালাবে ও তাদেরকে হত্যা করবে।

৬:১১ সাদা কাপড়: অনুগ্রহ ও পবিত্রতার প্রতীক।

তাঁদের ... নিহত হতে হবে: যে সমস্ত লোকেরা সুসমাচার ভালভাবে শোনার ও জানার সুযোগ পায় নি, তারা এ সময় তা আবারও শুনে ও জেনে গ্রহণ করার সুযোগ পাবে। কিন্তু যারা তা জেনেও প্রত্যাখ্যান করেছে, তাদের আর কোন সুযোগ দেওয়া হবে না।

৬:১২ মহা ভূমিকম্প: যখন দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র ভয়াবহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বিচার উপস্থিত হবে, সে সময় এ ধরনের বিভিন্ন দুর্যোগ দেখা দেবে।

৬:১৬ মেষশাবকের গজব: আল্লাহ্‌র ক্রোধ, যা গুনাহ্‌, নৈতিক ভ্রষ্টাচার এবং অনুতাপবিহীন গুনাহ্‌গারদের কারণে পতিত হয়।

৭:১ চারজন ফেরেশতা: আল্লাহ্‌র পক্ষে দুনিয়াতে ধ্বংস সাধনকারী প্রতিনিধি, যারা গুনাহ্‌পূর্ণ এই দুনিয়াতে বিভিন্ন আঘাত হানবেন।

৭:২ জীবন্ত আল্লাহ্‌র সীলমোহর: এই সীলমোহর দিয়ে যে কোন কিছুকে মুদ্রাঙ্কিত করার মাধ্যমে তা আল্লাহ্‌র একান্ত নিজস্ব সম্পদ এবং তাঁর অধিকার হিসেবে তিনি দাবী করতে পারেন।

৭:৪ এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার লোক: অনেকের মতে এই

হয়েছিল।
৫ এহুদা-বংশের বারো হাজার লোককে
সীলমোহর করা হয়েছিল;
রূবেণ-বংশের বারো হাজার;
গাদ-বংশের বারো হাজার;
৬ আশের-বংশের বারো হাজার;
নপ্তালি-বংশের বারো হাজার;
মানশা-বংশের বারো হাজার;
৭ শিমিয়োন-বংশের বারো হাজার;
লেবি-বংশের বারো হাজার;
ইষাখর-বংশের বারো হাজার;
৮ সবূলূন-বংশের বারো হাজার;
ইউসুফ-বংশের বারো হাজার;
বিন্‌ইয়ামীন-বংশের বারো হাজার লোককে
সীলমোহর করা হয়েছিল।

সাদা কাপড় পরা লোকের ভিড়

৯ এর পরে আমি দৃষ্টিপাত করলাম, আর দেখ,
প্রত্যেক জাতি, বংশ ও লোকবৃন্দ ও ভাষার
অনেক লোক, তাদের গণনা করতে সমর্থ কেউ
ছিল না; তারা সিংহাসন ও মেষশাবকের সম্মুখে
দাঁড়িয়ে আছে; তারা সাদা কাপড় পরা ও তাদের
হাতে খেজুরের পাতা; ১০ এবং তারা জোরে
চিৎকার করে বলছে, ‘নাজাত আমাদের আল্লাহ্‌র,
যিনি সিংহাসনে বসে আছেন এবং মেষশাবকের
দান।’ ১১ আর ফেরেশতা সকলেই সিংহাসন ও
প্রাচীনদের ও চার জন প্রাণীর চারদিকে দাঁড়িয়ে
ছিলেন; তাঁরা সিংহাসনের সম্মুখে অধোমুখে
ভূমিতে উবুড় হয়ে আল্লাহ্‌র এবাদত করে
বললেন, ১২ ‘আমিন; শুকরিয়া ও গৌরব ও জ্ঞান
ও প্রশংসা ও সমাদর ও পরাক্রম ও শক্তি
যুগপর্যায়ের যুগে যুগে আমাদের আল্লাহ্‌র প্রতি
বর্তুক। আমিন।’
১৩ পরে প্রাচীনদের মধ্যে এক জন আমাকে
বললেন, সাদা কাপড় পরা এই লোকেরা কে ও
কোথা থেকে আসল? ১৪ আমি তাঁকে বললাম, হে
আমার প্রভু, তা আপনিই জানেন। তিনি আমাকে
বললেন, এরা সেই লোক, যারা সেই মহাকষ্টের
মধ্য থেকে এসেছে এবং মেষশাবকের রক্তে নিজ
নিজ কাপড় ধুয়ে সাদা করেছে। ১৫ এজন্য এরা
আল্লাহ্‌র সিংহাসনের সম্মুখে আছে; এবং তারা
দিনরাত তাঁর এবাদতখানায় তাঁর এবাদত করে,
আর যিনি সিংহাসনে বসে আছেন তিনি এদের
উপরে তাঁর তাঁবু খাটাবেন। ১৬ “এরা আর
কখনও ক্ষুধিত হবে না, আর কখনও তৃষ্ণার্তও
হবে না এবং এদের কোন রৌদ্র বা কোন উত্তাপ
লাগবে না; ১৭ কারণ সিংহাসনের মধ্যস্থিত মেষ-
শাবক এদেরকে পালন করবেন এবং জীবন-
পানির ফোয়ারার কাছে নিয়ে যাবেন, আর
আল্লাহ্ এদের চোখের সমস্ত পানি মুছে দেবেন।

সপ্তম সীলমোহর

৮ ১ আর তিনি যখন সপ্তম সীলমোহরটি
খুললেন, তখন বেহেশতে আধা ঘণ্টা পর্যন্ত
নিঃশব্দতা বিরাজ করলো। ২ পরে আমি সেই
সাত জন ফেরেশতাকে দেখলাম, যাঁরা আল্লাহ্‌র
সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকেন; তাঁদেরকে সাতটি তূরী
দেওয়া হল।
৩ পরে আর এক জন ফেরেশতা এসে
কোরবানগাহ্‌র কাছে দাঁড়ালেন, তাঁর হাতে
সোনার ধূপদানি ছিল; এবং তাঁকে প্রচুর ধূপ
দেওয়া হল, যেন তিনি তা সিংহাসনের সম্মুখস্থ
সোনার ধূপগাহের উপরে সকল পবিত্র লোকের
মুনাজাতে যোগ করেন। ৪ তাতে পবিত্র
লোকদের মুনাজাতের সঙ্গে ফেরেশতার হাত
থেকে ধূপের ধোঁয়া আল্লাহ্‌র সম্মুখে উঠলো।
৫ পরে ঐ ফেরেশতা ধূপদানি নিয়ে কোরবানগাহ্‌র
আগুনে পূর্ণ করে দুনিয়াতে নিক্ষেপ করলেন; তাতে
মেঘ-গর্জন, ভয়ঙ্কর আওয়াজ, বিদ্যুৎ ও
ভূমিকম্প হল।

সাতটি তূরী

৬ পরে সাতটি তূরীধারী সেই সাত জন
ফেরেশতা তূরী বাজাতে প্রস্তুত হলেন।
৭ প্রথম ফেরেশতা তূরী বাজালেন, আর রক্ত
মিশানো শিলা ও আগুন দুনিয়াতে নিক্ষেপ করা
হল, তাতে দুনিয়ার এক তৃতীয়াংশ পুড়ে গেল ও
গাছগুলোর এক তৃতীয়াংশ পুড়ে গেল এবং সমস্ত
সবুজ রংয়ের ঘাস পুড়ে গেল।
৮ পরে দ্বিতীয় ফেরেশতা তূরী বাজালেন, আর
যেন জ্বলন্ত আগুনের একটি মহাপর্বত সমুদ্রের

[৭:৯] প্রকা ১৩:৭; ৩:৪।
[৭:১০] জবুর ৩:৮; প্রকা ১২:১০; ১৯:১; ৫:১।
[৭:১১] প্রকা ৪:৪,৬,১০।
[৭:১২] রোমীয় ১১:৩৬; প্রকা ৫:১২-১৪।
[৭:১৩] প্রকা ৩:৪; ৭:১৪; ২২:১৪; ইব ৯:১৪;।
[৭:১৪] ১ইউ ১:৭; প্রকা ১২:১১।
[৭:১৫] প্রকা ২২:৩; ৫:১; ১১:১৯; ইশা ৪:৫,৬; প্রকা ২১:৩।
[৭:১৬] ইউ ৬:৩৫; ইশা ৪৯:১০।
[৭:১৭] ইউ ১০:১১; ৪:১০; ইশা ২৫:৮; ৩৫:১০; ৫১:১১; ৬৫:১৯; প্রকা ২১:৪।
[৮:১] প্রকা ৬:১।
[৮:২] প্রকা ৯:১,১৩; ১১:১৫; মথি ২৪:৩১।
[৮:৩] প্রকা ৭:২; ৫:৮; ৯:১৩; হিজ ৩০:১-৬; ইব ৯:৪।
[৮:৪] জবুর ১৪১:২।
[৮:৫] লেবীয় ১৬:১২,১৩; প্রকা ৪:৫; ৬:১২।
[৮:৭] ইহি ৩৮:২২।
[৮:৮] ইয়ার ৫১:২৫; প্রকা ১৬:৩।
[৮:৯] আঃ ৭।

লোকেরা হলেন ইহুদীদের মধ্যে আল্লাহ্‌ভক্ত লোকেরা, কিন্তু প্রকৃত অর্থে সমগ্র দুনিয়াতে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে যারা বিভিন্ন দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়েও খাঁটি ঈসায়ী ঈমানদার হিসেবে জীবন ধারণ করেছেন, তারাই এই লোকেরা।

৭:৯ অনেক লোক: বিভিন্ন জাতি, বংশ, গোত্র ও দেশ থেকে প্রচুর সংখ্যক মানুষ ঈসা মসীহের উপর ঈমান আনার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র লোক হিসেবে গণ্য হবে এবং তারা সকলে অনন্ত জীবনের অধিকারী হবে।

৭:১৪ মহাক্লেশ: ঈসা মসীহের প্রত্যাবর্তনের পূর্বে চূড়ান্ত দুঃখ-কষ্টের সময়। যারা মসীহকে প্রত্যাখ্যান করে দুনিয়াবী মায়া ও গুনাহের মধ্যে ডুবে গেছে, তাদের উপরে এই সময়ে খোদায়ী শাস্তি নেমে আসবে। সেই সাথে শয়তানও এই সময় পবিত্র ও ধার্মিক ব্যক্তিদের উপরে নির্যাতন চালাবে।

৮:২ সাতটি তূরী: এই সাতটি তূরী দুনিয়াতে সাতটি মহা দুর্যোগ ঘোষণা করবে, যা সাতটি সীলমোহরের চেয়ে আরও বেশি ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক।

৮:৩ সকল পবিত্র লোকের মুনাজাত: পবিত্র ও ধার্মিক লোকদের মুনাজাত আল্লাহ্‌র কাছে উৎসর্গকৃত ধূপের মতই মূল্যবান।

৮:৭ রক্ত মিশানো শিলা ও আগুন: প্রথম তূরীর আঘাত, যার মধ্য দিয়ে দুনিয়ার লোকদের চেতনা ফেরানোর চেষ্টা করা হবে, যেন তারা মন ফেরায়।

৮:৮ জ্বলন্ত আগুনের ... নিক্ষেপ করা হল: সম্ভবত পর্বতের মত বিশাল আকৃতির উল্কাপিণ্ড পূর্বাভাস, যা সমুদ্রের বহু প্রাণী এবং জাহাজ ধ্বংস করবে।

BACIB International Bible CHURCH

মধ্যে নিক্ষেপ করা হল; ৯ তাতে সমুদ্রের এক
তৃতীয়াংশ রক্ত হয়ে গেল ও সমুদ্রের মধ্যস্থ এক
তৃতীয়াংশের জীবন্ত প্রাণী মারা গেল এবং
জাহাজগুলোর এক তৃতীয়াংশ নষ্ট হয়ে গেল।
১০ পরে তৃতীয় ফেরেশতা তূরী বাজালেন, আর
প্রদীপের মত জ্বলন্ত একটি বড় তারা আসমান
থেকে পড়ে গেল এবং তা নদ নদীর এক
তৃতীয়াংশের উপরে ও পানির ফোয়ারাগুলোর
উপরে পড়লো। ১১ সেই তারার নাম সোমরাজ,
তাতে এক তৃতীয়াংশ পানি সোমরাজের মত
তিক্ত হয়ে উঠলো এবং পানি তিক্ত হওয়ার দরুন
অনেক লোক মারা গেল।
১২ পরে চতুর্থ ফেরেশতা তূরী বাজালেন, আর
সূর্যের এক তৃতীয়াংশ ও চন্দ্রের এক তৃতীয়াংশ ও
তারাগুলোর এক তৃতীয়াংশ আঘাত পেল, তাতে
প্রত্যেকের এক তৃতীয়াংশ অন্ধকার হয়ে গেল
এবং দিনের এক তৃতীয়াংশে কোন আলো রইল
না, আর রাতের বেলাও তেমনি হল।
১৩ পরে আমি দৃষ্টিপাত করলাম, আর
আসমানের মধ্যপথে উড়ে যাচ্ছে, এমন এক
ঈগল পাখির বাণী শুনলাম, সে চিৎকার করে
বললো, অবশিষ্ট যে তিন ফেরেশতা তূরী
বাজাবেন, তাঁরা তূরী বাজালে পর দুনিয়া-
নিবাসীদের বিপর্যয়, বিপর্যয়, বিপর্যয় হবে।
৯ ১ পরে পঞ্চম ফেরেশতা তূরী বাজালেন,
আর আমি আসমান থেকে দুনিয়াতে একটা
তারা পড়তে দেখলাম; তাকে অতল গহ্বরের
চাবি দেওয়া হল। ২ তাতে সে অতল গহ্বরটি
খুলল, আর ঐ গহ্বরটি থেকে বড় ভাটির ধোঁয়ার
মত ধোঁয়া উঠলো; গহ্বর থেকে বের হওয়া সেই
ধোঁয়ায় সূর্য ও আসমান অন্ধকার হয়ে গেল।
৩ পরে ঐ ধোঁয়া থেকে পঙ্গপাল বের হয়ে
দুনিয়াতে আসল, আর তাদেরকে দুনিয়ার
বৃশ্চিকের ক্ষমতার মত ক্ষমতা দেওয়া হল।

[৮:১০] ইশা ১৪:১২।
[৮:১১] ইয়ার ৯:১৫; ২৩:১৫।
[৮:১২] হিজ ১০:২১-২৩; ইহি ৩২:৭।
[৮:১৩] প্রকা ১৪:৬; ১৯:১৭; ৯:১২; ১১:১৪; ১২:১২; ৩:১০।
[৯:১] লূক ৮:৩১।
[৯:২] পয়দা ১৯:২৮; হিজ ১৯:১৮; যোয়েল ২:২,১০; লূক ৮:৩১।
[৯:৩] হিজ ১০:১২-১৫।
[৯:৪] প্রকা ৬:৬; ৮:৭; ৭:২,৩।
[৯:৬] আইয়ুব ৩:২১; ৭:১৫; ইয়ার ৮:৩; প্রকা ৬:১৬।
[৯:৭] যোয়েল ২:৪; দানি ৭:৮।
[৯:৮] যোয়েল ১:৬।
[৯:৯] যোয়েল ২:৫।
[৯:১১] লূক ৮:৩১; আইয়ুব ২৬:৬; ২৮:২২; ৩১:১২; জবুর ৮৮:১১।
[৯:১৩] হিজ ৩০:১-৩; প্রকা ৮:৩।
[৯:১৪] দ্বি:বি: ১:৭; পয়দা ১৫:১৮; ইউসা ১:৪; ইশা ১১:১৫;।
[৯:১৫] প্রকা ২০:৭; ৮:৭।

৪ আর তাদেরকে বলা হল, দুনিয়ার ঘাসের বা
সবুজ রংয়ের শাকের বা কোন গাছের ক্ষতি
করো না, কেবল সেই মানুষদেরই ক্ষতি কর,
যাদের ললাটে আল্লাহ্‌র সীলমোহর নেই।
৫ ওদেরকে হত্যা করার অনুমতি নয়, কেবল
পাঁচ মাস পর্যন্ত যাতনা দেবার অনুমতি
তাদেরকে দেওয়া হল; তারা যে যাতনা দেবে তা
মানুষের দেহে বৃশ্চিকের দশংনের মতই হবে।
৬ সেই সময় মানুষেরা মৃত্যুর খোঁজ করবে, কিন্তু
কোন মতে তার উদ্দেশ পাবে না; তারা মৃত্যুর
আকাঙ্ক্ষা করবে, কিন্তু মৃত্যু তাদের থেকে
পালিয়ে যাবে।
৭ ঐ পঙ্গপালের আকৃতি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা
ঘোড়াগুলোর মত। তাদের মাথায় সোনার মুকুটের
মত এক রকম জিনিস ছিল এবং তাদের মুখ
মানুষের মুখের মত; ৮ আর তাদের চুল
স্ত্রীলোকের চুলের মত ও তাদের দাঁত সিংহের
দাঁতের মত। ৯ আর তাদের বুকপাটা লোহার
বুকপাটার মত ও তাদের পাখার আওয়াজ রথের,
যুদ্ধে ধাবমান অনেক ঘোড়ার শব্দের মত।
১০ আর বৃশ্চিকের মত তাদের লেজ ও হুল
আছে; এবং পাঁচ মাস মানুষের ক্ষতি করতে
তাদের ক্ষমতা ঐ লেজে রয়েছে। ১১ ঐ
পঙ্গপালের বাদশাহ্‌ অতল গহ্বরের ফেরেশতা,
তার নাম ইবরানী ভাষায় আবদ্দোন ও গ্রীক
ভাষায় তার নাম আপল্লুয়োন [বিনাশক]।
১২ প্রথম বিপর্যয় শেষ হল, দেখ এর পরে আরও
দু'টি বিপর্যয় আসছে।
১৩ পরে ষষ্ঠ ফেরেশতা তূরী বাজালেন, আর
আমি আল্লাহ্‌র সম্মুখস্থ সোনার ধূপগাহের চারটি
শৃঙ্গ থেকে একটি বাণী শুনতে পেলাম; ১৪ তা
সেই ষষ্ঠ তূরীধারী ফেরেশতাকে বললো,
ফোরাত মহানদীর মধ্যে যে চার জন ফেরেশতা
বাঁধা আছে, তাদেরকে মুক্ত কর। ১৫ তখন

৮:৯ সমুদ্রের ... রক্ত হয়ে গেল: আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতে লাভার উদ্গীরণের দ্বারা সৃষ্ট ধ্বংসাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

৮:১১ সোমরাজ: প্রচণ্ড তিতা স্বাদযুক্ত উদ্ভিদ, যা শরীরে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই তিক্ততা আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষের ক্রোধ ও ন্যায় বিচারের প্রতীক।

৯:১ একটা তারা পড়তে দেখলাম: মূলত শয়তানকে বোঝানো হয়ে থাকে, যে দুনিয়াতে প্রথম গুনাহ্‌র সূচনা ঘটায়।

অতল গহ্বর: বদ-রূহ্‌দের ভূগর্ভস্থ বাসস্থান। এখানে এই সমস্ত পতিত রূহ্‌দেরকে বন্দী করে রাখা হয় এবং শয়তানকেও এখানে বন্দী করা হবে।

৯:৩ পঙ্গপাল: এই সমস্ত পঙ্গপাল আসলে বদ-রূহ্‌দের দল, যারা দুনিয়াতে আল্লাহ্‌ভক্ত লোকদের ক্ষতি করার চেষ্টা করবে ও ফেরেশতাদের বিরোধিতা করবে।

৯:৫ পাঁচ মাস: সাধারণত বসন্ত থেকে গ্রীষ্মের শেষ পর্যন্ত প্রায় পাঁচ মাস পঙ্গপালের আক্রমণের আশঙ্কা থাকে, অর্থাৎ প্রতীকী অর্থে মানুষের উপরে শয়তানের অরাজকতা যে চিরকাল চলবে না এ কথা বোঝানো হচ্ছে।

৯:৬ মানুষেরা মৃত্যুর ... উদ্দেশ পাবে না: বদ-রূহ্‌দের অত্যাচারের কারণে মানুষেরা এতটাই যন্ত্রণাগ্রস্ত হবে যে, তারা মৃত্যু কামনা করবে; কিন্তু শয়তান তাদেরকে মরতে না দিয়ে ক্রমাগতভাবে যন্ত্রণা দিয়ে যাবে, যেন তারা মুখে আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে।

৯:৭ মানুষের মুখের মত: এই সকল মন্দ শক্তি মানুষের রূপ ধরে আসবে, যেন তারা সহজেই সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিয়ে অনন্ত ধ্বংসের পথে নিয়ে যেতে পারে।

৯:১১ পঙ্গপালের বাদশাহ্‌: বদ-রূহ্‌দের বাদশাহ্‌, অর্থাৎ শয়তান। ধ্বংস ও বিনাশের ব্যক্তিবাচক প্রতিরূপ হিসেবে তাকে প্রকাশ করা হয়েছে।

৯:১৪ ইউফ্রেটিস মহানদীর সমীপে: আল্লাহ্‌র মনোনীত জাতি ও তাঁর শত্রুদের বিভেদকারী কাল্পনিক সীমারেখার প্রতীক।

চারজন ফেরেশতা: পবিত্র ফেরেশতারা কখনো বন্দী অবস্থায় থাকতে পারে না, কাজেই এরা হল পতিত ফেরেশতা বা বদ-রূহ্‌।

প্রকাশিত কালামের ঘটনাবলী কিতাবুল মোকাদ্দসের অন্যান্য যে সব স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে

প্রকাশিত কালামের আয়াত	কিতাবুলু মোকাদ্দসের অন্যান্য স্থানের আয়াত	ঘটনাসমূহ
৪:২,৩; ১০:১-৩	ইহিস্কেল ১:২২-২৮	আল্লাহ্‌র সিংহাসনের চারদিকে মেঘধনুক
৫:৬-৮	ইশাইয়া ৫৩:৭	ঈসা মসীহ্‌কে মেষশাবক হিসাবে দেখানো হয়েছে
৫:৯-১৪	জবুর ৯৬	নতুন গান
৬:১-১৮	জাকারিয়া ১:৭-১১; ৬:১-৮	ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ার
৬:১২; ৮:৫; ১১:১৩	ইশাইয়া ২:১৯-২২	ভূমিকম্প
৬:১২	যোয়েল ২:২৮-৩২; প্রেরিত ২:১৪-২১	চন্দ্র রক্তবর্ণ ধারণ
৬:১৩	মার্ক ১৩:২১-২৫	আকাশ থেকে তারা পতিত হওয়া
৬:১৪	ইশাইয়া ৩৪:১-৪	আকাশ কাগজের মত গুটিয়ে যাওয়া
৬:১৫-১৭	সফনিয় ১:১৪-১৮; ১ থিষ ৫:১-৩	আল্লাহ্‌র গজব এড়াতে না পারা
৭:১	ইয়ামিয়া ৪৯:৩৫-৩৯	দুনিয়ার চার কোনার চার বায়ু শাস্তি দেবার জন্য
৯:১,২; ১৭:৩-৮	লূক ৮:২৬-৩৪	অতল গহ্বর
৯:৩-১১	যোয়েল ১:১-২:১১	যাতনা দেবার জন্য পঙ্গপাল
১১:১,২	লূক ২১:২০-২৪	জেরুশালেম নগরী মাপা
১১:৩-৬	জাকারিয়া ৪	সাক্ষী হিসাবে দু’টি জলপাই গাছ
১৩:১-১০	দানিয়াল ৭	সমুদ্রের মধ্য থেকে পশু উঠে আসা
১৩;১১-১৫	২ থিষ ২:৭-১৪	মন্দ পশু মহৎ মহৎ চিহ্ন-কাজ করে
১৪:৯-২	ইয়ারমিয়া ২৫:১৫-২৯	আল্লাহ্‌র গজবের মদ খাওয়া
১৮:২,৩	ইশাইয়া ২১:১-১০	ব্যাবিলনের পতন
১৯:৫-৮	মথি ২২:১-১৪	মেষশাবকের বিবাহের ভোজ
২০:৭-১০	ইহিস্কেল ৩৮; ৩৯	ইয়াজুজ ও মাজুজের যুদ্ধ
২০:১১-১৫	ইউহোন্না ৫:১৯-৩০	সমস্ত মানুষের বিচার
২১:৩	ইহিস্কেল ৩৭:২১-২৮	আল্লাহ্ তাঁর লোকদের মধ্যে বাস করেন
২১:৪	ইশাইয়া ২৫:১-৮	চিরকালের জন্য চোখের পানি মুছিয়ে দেবেন
২২:১,২	পয়দায়েশ ২:৮-১৪	জীবন-বৃক্ষ
২২:৩-৫	১ করি ১৩:১১-১২	সম্মুখাসম্মুখি হয়ে আল্লাহ্‌কে দেখব
২২:৫	দানিয়াল ৭:১৮-২৮	ঈমানদারগণ আল্লাহ্‌র সঙ্গে চিরকাল রাজত্ব করবেন

মানবজাতির এক তৃতীয় অংশকে হত্যা করার
জন্য যে চার জন ফেরেশতাকে সেই দণ্ড, দিন ও
মাস ও বছরের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল, তারা
মুক্ত হল। ১৬ ঐ ঘোড়সওয়ার সৈন্যের সংখ্যা বিশ
কোটি; আমি তাদের সেই সংখ্যা শুনলাম।
১৭ আর দর্শনে আমি সেই ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ার
ব্যক্তিদের এরকম দেখতে পেলাম, তাদের বু-
কপাটা আগুনের মত লাল ও নীল রংয়ের ও
গন্ধকের মত হলুদ রংয়ের এবং ঘোড়াগুলোর
মাথা সিংহের মাথার মত ও তাদের মুখ থেকে
আগুন, ধোঁয়া ও গন্ধক বের হচ্ছে। ১৮ ঐ তিনটি
আঘাত দ্বারা, তাদের মুখ থেকে বের হওয়া
আগুন, ধোঁয়া ও গন্ধক দ্বারা, এক তৃতীয়াংশ
মানবজাতিকে হত্যা করা হল। ১৯ কেননা সেই
ঘোড়াগুলোর শক্তি তাদের মুখে ও তাদের লেজে;
কারণ তাদের লেজ সাপের মত এবং মাথাবিশিষ্ট;
তার দ্বারাই তারা ক্ষতি করে। ২০ এসব আঘাতের
পরেও যারা বেঁচে রইল, সেই অবশিষ্ট
মানবজাতিরা নিজ নিজ হাতের কাজ থেকে মন
ফিরালো না, (অর্থাৎ) বদ-রূহ্‌দের এবাদত থেকে
এবং "যে মূর্তিগুলো দেখতে বা শুনতে বা চলতে
পারে না, সেসব সোনা, রূপা, ব্রোঞ্জ, পাথর ও
কাঠের তৈরি মূর্তিগুলোর" এবাদত থেকে নিবৃত্ত
হল না। ২১ আর তারা নিজ নিজ হত্যা, নিজ নিজ
কুহক, নিজ নিজ জেনা ও চুরি থেকেও মন
ফিরালো না।

এক জন ফেরেশতা ও ক্ষুদ্র কিতাব

১০ ১ পরে আমি আর এক শক্তিমান
ফেরেশতাকে বেহেশত থেকে নেমে
আসতে দেখলাম। তাঁর পোশাক ছিল মেঘ, তাঁর
মাথার উপরে মেঘধনুক, তাঁর মুখ সূর্যের মত,
তাঁর পা আগুনের স্তম্ভের মত, ২ এবং তাঁর হাতে
খোলা একখানি ক্ষুদ্র কিতাব ছিল। তিনি সাগরে
ডান পা ও স্থলে বাম পা রাখলেন; ৩ এবং সিংহ

[৯:১৬] প্রকা ৫:১১; ৭:৪।
[৯:১৭] জবুর ১১:৬; ইশা ৩০:৩৩; ইহি ৩৮:২২;।
[৯:১৮] প্রকা ৮:৭।
[৯:২০] দ্বি:বি: ৪:২৮; ৩১:২৯; ইয়ার ১:১৬; মিকাহ্‌ ৫:১৩; প্রেরিত ৭:৪১; দানি ৫:২৩।
[৯:২১] প্রকা ২:২১; ১৮:২৩; ১৭:২,৫; ইশা ৪৭:৯,১২।
[১০:১] ইহি ১:২৮; মথি ১৭:২।
[১০:৩] হোসিয়া ১১:১০; প্রকা ৪:৫।
[১০:৪] প্রকা ১:১১,১৯; দানি ৮:২৬; ১২:৪,৯; প্রকা ২২:১০।
[১০:৫] দ্বি:বি: ৩২:৪০; দানি ১২:৭।
[১০:৬] পয়দা ১৪:২২; হিজ ৬:৮; শুমারী ১৪:৩০; জবুর ১১৫:১৫; ১৪৬:৬।
[১০:৭] মথি ২৪:৩১; রোমীয় ১৬:২৫; আমোস ৩:৭।
[১০:৯] ইয়ার ১৫:১৬; ইহি ২:৮-৩:৩।
[১০:১১] ইহি ৩৭:৪,৯; দানি ৩:৪; প্রকা ১৩:৭।
[১১:১] ইহি ৪০:৩; প্রকা ২১:১৫।

গর্জনের মত হুঙ্কারে চিৎকার করলেন; আর তিনি
চিৎকার করলে সাতটি বজ্রধ্বনি হল। ৪ সেই
সাতটি বজ্রধ্বনির আওয়াজ হলে পর আমি
লিখতে উদ্যত হলাম; আর বেহেশত থেকে এই
বাণী শুনলাম, ঐ সাতটি বজ্রধ্বনি যা বললো, তা
সীলমোহর কর, লিখো না। ৫ পরে সেই
ফেরেশতা, যাঁকে আমি সমুদ্রের উপরে ও স্থলের
উপরে দাঁড়াতে দেখেছিলাম, তিনি বেহেশতের
প্রতি "তাঁর ডান হাত উঠালেন, ৬ আর যিনি
যুগপর্যায়ের যুগে যুগে জীবন্ত, যিনি আসমান ও
তার ভেতকার সমস্ত বস্তু এবং দুনিয়া ও তার
ভেতরকার সমস্ত বস্তু এবং সমুদ্র ও তার
ভেতরকার সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁর
নামে এই শপথ করলেন" আর বিলম্ব হবে না;
৭ কিন্তু সপ্তম ফেরেশতার ধ্বনির দিনগুলোতে,
যখন তিনি তূরী বাজাতে উদ্যত হবেন, তখন
আল্লাহ্‌র নিগূঢ়তত্ত্ব সমাপ্ত হবে, যেমন তিনি তাঁর
গোলাম নবীদেরকে এই মঙ্গলবার্তা
জানিয়েছিলেন।
৮ পরে, বেহেশত থেকে যে বাণী শুনেছিলাম, তা
আমার সঙ্গে আবার আলাপ করে বললো, যাও,
সমুদ্র ও স্থলের উপরে দণ্ডায়মান ঐ ফেরেশতার
হাত থেকে সেই খোলা কিতাবখানি নাও।
৯ তখন আমি সেই ফেরেশতার কাছে গিয়ে
তাঁকে বললাম, ঐ ক্ষুদ্র কিতাবখানি আমাকে
দিন। তিনি আমাকে বললেন, নাও, খেয়ে ফেল;
এটি তোমার উদর তিক্ত করে তুলবে কিন্তু
তোমার মুখে মধুর মত মিষ্টি লাগবে। ১০ তখন
আমি ফেরেশতার হাত থেকে সেই ক্ষুদ্র কিতাব
গ্রহণ করে খেয়ে ফেললাম। আমার মুখে তা
মধুর মত মিষ্ট লাগল কিন্তু খেয়ে ফেলার পর
আমার উদর তিক্ত হয়ে গেল।
১১ পরে তাঁরা আমাকে বললেন, অনেক
লোকবৃন্দ, জাতি, ভাষা ও বাদশাহ্‌র বিষয়ে

৯:১৬ বিশ কোটি: প্রকৃত অর্থে বদ-রূহ্‌ ও শয়তানের অনুসারীরা যে সংখ্যায় অগণিত, সে কথা নির্দেশ করা হচ্ছে।

৯:১৮ আগুন, ধোঁয়া ও গন্ধক: যারা সাদুম ও আমুরার লোকদের মত গুনাহ্‌পূর্ণ জীবন-যাপন করে, তাদেরকে এই ভয়াবহ বর্ণনার মধ্য দিয়ে মন ফেরানোর জন্য সতর্কবাণী দেওয়া হচ্ছে।

৯:২১ কুহক: যাদুবিদ্যা, ডাকিনীবিদ্যা; মানুষের সাথে বদ-রূহ্‌দের সাথে সংযোগ স্থাপনের একটি মাধ্যম, যা আল্লাহ্‌র কাছে ঘৃণিত।

১০:১ শক্তিমান ফেরেশতা: ষষ্ঠ ও সপ্তম তূরীর মধ্যবর্তী সময়ে এই ফেরেশতার আগমন ঘটে। অনেকে তাঁকে প্রভু ঈসা মসীহ্‌ বলে অভিহিত করে থাকেন।

১০:২ ক্ষুদ্র কিতাব: কিতাব বহনকারী ফেরেশতা সাগরে এক পা ও স্থলে অপর পা রেখে দাঁড়ানোর বিষয়টি এ কথা প্রকাশ করে যে, এই কিতাবটিতে যা কিছু লেখা রয়েছে তা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

১০:৩ সাতটি বজ্রধ্বনি: সাতটি তূরী বাজানোর পরও যারা আল্লাহ্‌র মহব্বত ও অনুগ্রহকে প্রত্যাখ্যান করবে, তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র ক্রোধ ও ধ্বংস নেমে আসার প্রতীক এই বজ্রধ্বনি।

১০:৬ আর বিলম্ব হবে না: এ সময় সাক্ষ্যমর ও শহীদদের বিশ্রামের কাল শেষ হবে এবং নবীদের কাছে প্রকাশিত আল্লাহ্‌র সকল ভবিষ্যদ্বাণী এখন সাধিত হবে।

১০:৭ আল্লাহ্‌র নিগূঢ়তত্ত্ব: অ-ঈমানদার দুনিয়ার জন্য আল্লাহ্‌র গুপ্ত পরিকল্পনা, যা তিনি এ যাবৎ বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্য দিয়ে আংশিকভাবে প্রকাশ করেছেন।

১০:৯ নাও, খেয়ে ফেল: অর্থাৎ কিতাবটির বিষয়বস্তু সম্পূর্ণভাবে অনুধাবন করা ও আয়ত্ব করা।

তোমার উদর ... মিষ্টি লাগবে: কিতাবটির মধ্যে মানুষের জন্য দোয়া ও বদদোয়া উভয়ই রয়েছে, ঠিক যেমন আল্লাহ্‌র কালাম তাঁর বিশ্বস্ত লোকদের জন্য দোয়া ও রহমত বয়ে নিয়ে আসে, কিন্তু অপরদিকে গুনাহ্‌গারদের জন্য বিচার ও শাস্তি নিয়ে আসে।

তোমাকে আবার ভবিষ্যদ্বাণী বলতে হবে।

দু'জন সাক্ষী

১১ ১ পরে মাপকাঠির মত একটি নল
আমাকে দেওয়া হল; এক জন বললেন,
ওঠ, আল্লাহ্‌র এবাদতখানা ও কোরবানগাহ্‌ ও
যারা তার মধ্যে এবাদত করে, তাদেরকে
পরিমাপ কর। ২ কিন্তু বায়তুল-মোকাদ্দসের
বাইরের প্রাঙ্গণ বাদ দাও, তা পরিমাপ করো না,
কারণ তা জাতিদেরকে দেওয়া হয়েছে; বিয়াল্লিশ
মাস পর্যন্ত তারা পবিত্র নগরকে পদতলে দলিত
করবে। ৩ আর আমি আমার দুই সাক্ষীকে কাজ
দেব, তাঁরা চট পরে এক হাজার দুই শত ষাট
দিন পর্যন্ত ভবিষ্যদ্বাণী বলবেন।
৪ তাঁরা সেই দুই জলপাই গাছ ও দুই প্রদীপ-
আসনস্বরূপ, যাঁরা দুনিয়ার প্রভুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে
আছেন। ৫ আর যদি কেউ তাঁদের ক্ষতি করতে
চায়, তবে তাঁদের মুখ থেকে আগুন বের হয়ে
তাঁদের দুশমনদেরকে গ্রাস করবে; যদি কেউ
তাঁদের ক্ষতি করতে চায়, তবে সেভাবে তাকে
হত হতে হবে। ৬ আসমান রুদ্ধ করতে তাঁদের
ক্ষমতা আছে, যেন তাঁদের কথিত ভবিষ্যদ্বাণীর
সমস্ত দিন বৃষ্টি না হয়; এবং পানিকে রক্ত করার
জন্য পানির উপরে ক্ষমতা এবং যতবার ইচ্ছা
করেন দুনিয়াকে সমস্ত আঘাতে আঘাত করার
ক্ষমতা তাঁদের আছে।
৭ তাঁরা তাদের সাক্ষ্য সমাপ্ত করার পর, অতল
গহ্বর থেকে যে পশু উঠবে, সে তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ
করবে, আর তাঁদেরকে জয় করে হত্যা করবে।
৮ আর তাঁদের লাশ সেই মহানগরের চকে পড়ে
থাকবে, যে নগরকে রূহানিকভাবে সাদুম ও
মিসর বলে, আবার যেখানে তাঁদের প্রভু
ক্রুশারোপিত হয়েছিলেন। ৯ আর বিভিন্ন
লোকসমাজ, বংশ, ভাষা ও জাতির লোক সাড়ে
তিন দিন পর্যন্ত তাঁদের লাশ দেখবে, আর তাঁদের
লাশ কবরে রাখার অনুমতি দেবে না। ১০ আর
দুনিয়া-নিবাসীরা তাঁদের বিষয়ে আনন্দিত হবে,
আমোদ-প্রমোদ করবে ও একে অন্যের কাছে
উপহার পাঠাবে, কেননা এই দুই নবী দুনিয়া-
নিবাসীদের যন্ত্রণা দিতেন।
১১ পরে সেই সাড়ে তিন দিন গত হলে, "আল্লাহ্‌
থেকে জীবনের নিঃশ্বাস তাঁদের মধ্যে প্রবেশ
করলো, তাতে তাঁরা পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন,"
এবং যারা তাঁদের দেখলো, তারা ভীষণ ভয়
পেল। ১২ পরে তাঁরা শুনলেন, বেহেশত থেকে
তাঁদের প্রতি জোরে জোরে এই কথা বলা হচ্ছে,
এই স্থানে উঠে এসো; তখন তাঁরা মেঘযোগে
বেহেশতে উঠে গেলেন এবং তাঁদের দুশমনরা
তাঁদেরকে দেখল। ১৩ সেই দণ্ডে মহাভূমিকম্প
হল, তাতে নগরের দশ ভাগের এক ভাগ ভেঙ্গে
পড়ে গেল; সেই ভূমিকম্পে সাত হাজার মানুষ
মারা গেল এবং অবশিষ্ট সকলে ভয় পেল ও
বেহেশতের আল্লাহ্‌র গৌরব করলো।
১৪ দ্বিতীয় বিপর্যয় গত হল; দেখ, তৃতীয় বিপর্যয়
শীঘ্রই আসছে।

সপ্তম ফেরেশতার তূরীধ্বনি

১৫ পরে সপ্তম ফেরেশতা তূরী বাজালেন, তখন
বেহেশতে জোরে জোরে এরকম বাণী হল,
'দুনিয়ার রাজ্য আমাদের প্রভুর ও তাঁর মসীহের
হল
এবং তিনি যুগপর্যায়ের যুগে যুগে রাজত্ব
করবেন।'
১৬ পরে সেই চব্বিশ জন প্রাচীন, যাঁরা আল্লাহ্‌র
সম্মুখে নিজ নিজ সিংহাসনে বসে থাকেন, তাঁরা
অধোমুখে ভূমিতে উবুড় হয়ে আল্লাহ্‌র এবাদত
করে বলতে লাগলেন,
১৭ 'হে প্রভু আল্লাহ্‌, সর্বশক্তিমান, তুমি আছ ও
ছিলে,
আমরা তোমার শুকরিয়া করছি,
কেননা তুমি আপন মহাপরাক্রম গ্রহণ করে
রাজত্ব করেছ।

[১১:২] ইহি ৪০:১৭,২০; লূক ২১:২৪; দানি ৭:২৫; ১২:৭। [১১:৩] পয়দা ৩৭:৩৪; ২শামু ৩:৩১; নহি ৯:১; ইউনুস ৩:৫। [১১:৪] জবুর ৫২:৮; ইয়ার ১১:১৬; জাকা ৪:৩,১১; ৪:১৪। [১১:৫] ইয়ার ৫:১৪; ২শামু ২২:৯; ২বাদশা ১:১০; শুমারী ১৬:২৯,৩৫। [১১:৬] লূক ৪:২৫; হিজ ৭:১৭,১৯; প্রকা ৮:৮। [১১:৭] লূক ৮:৩১; দানি ৭:২১;। [১১:৮] ইশা ১:৯; ইয়ার ২৩:১৪; ইহি ১৬:৪৬; ইব ১৩:১২। [১১:৯] জবুর ৭৯:২,৩। [১১:১০] নহি ৮:১০,১২; ইষ্টের ৯:১৯,২২। [১১:১১] ইহি ৩৭:৫,৯,১০,১৪। [১১:১২] ২বাদশা ২:১১; প্রেরিত ১:৯। [১১:১৪] প্রকা ৮:১৩। [১১:১৫] মথি ২৪:৩১; জবুর ১৪৫:১৩; দানি ২:৪৪; ৭:১৪,২৭। [১১:১৭] জবুর ৩০:১২; প্রকা ১:৪; ১৯:৬। [১১:১৮] জবুর ২:১;

১১:১ আল্লাহ্‌র এবাদতখানা ... পরিমাপ কর: আল্লাহ্‌র মনোনীত ইসরাইল জাতি, তাদের এবাদতখানা এবং তাদের রূহানিক জীবনকে মূল্যায়ন করার কথা বোঝানো হয়েছে; এর উদ্দেশ্য ছিল তাদের ধার্মিকতা ও পবিত্রতার স্বরূপ বিচার করা।

১১:২ বহিঃস্থিত প্রাঙ্গন: অ-ইহুদীদের প্রাঙ্গন, যার আয়তন ছিল প্রায় ২৬ একর।

বিয়াল্লিশ মাস ... দলিত করবে: অনেকে সাড়ে তিন বছরের এই সময়কালকে ১৬৮-১৬৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত ইহুদীদের উপর সিরীয় স্বৈরাচারী শাসক আন্তিয়খূস এপিফানির অত্যাচার-নির্যাতনের সময় বলে মনে করে থাকেন। তবে অধিকাংশের মতে এই সময়টি প্রভুর দ্বিতীয় আগমনের পূর্বে শয়তানের সীমাহীন মন্দতা ও অরাজকতার প্রতীক।

১১:৩ দুই সাক্ষী: এই দু'জন সাক্ষী সুসমাচার তবলিগ করবেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী বলবেন, যা শয়তান ও সমস্ত অ-ঈমানদারদের জন্য ভীতির কারণ হবে। অনেকের মতে এই দু'জন সাক্ষী হলেন মূসা ও ইলিয়াস।

চটপরিহিত: শোক ও প্রায়শ্চিত্তের চিহ্ন।

১১:৪ দুই জলপাই গাছ ও দুই প্রদীপ-আসনস্বরূপ: এই দু'জন সাক্ষী পাক-রূহ্‌ কর্তৃক শক্তিপ্রাপ্ত হবেন এবং খোদায়ী জ্যোতি ও বেহেশতী সত্য প্রকাশ করবেন।

১১:৭ অতল গহ্বর ... খুন করবে: শেষ সময়ে আল্লাহ্‌র বিশ্বস্ত লোকদের মধ্যে অনেকে দাজ্জালের হাতে প্রাণ হারাবেন।

১১:১১ আল্লাহ্‌ থেকে ... প্রবেশ করলো: বিশ্বস্ত ঈমানদারদের প্রতি আল্লাহ্‌র পুরস্কারস্বরূপ অনন্ত জীবন লাভের প্রতীকী চিত্র।

তারা ভীষণ ভয় পেল: আল্লাহ্‌র এই মহান দুই সাক্ষীর পুনরুত্থান ও আল্লাহ্‌র ক্ষমতা দেখে মন্দ লোকদের মধ্য থেকেও অনেকে মন পরিবর্তন করবে।

১১:১৫ সপ্তম ফেরেশতা তূরী বাজালেন: সপ্তম তূরী প্রভু ঈসা মসীহের পুনরাগমন ও সেই সাথে সাতটি বাটির মাধ্যমে আল্লাহ্‌র আগত বিচার ঘোষণা করে।

প্রকাশিত কালামে ফেরেশতাদের যেভাবে প্রকাশ করা হয়েছে

১:১	মসীহ্ তাঁর নিজের ফেরেশতা প্রেরণ করে তাঁর গোলাম ইউহোন্নাকে তা জানালেন।
১:২০;২:১	প্রত্যেক মণ্ডলীর জন্য নিজ নিজ ফেরেশতাগণ আছেন।
৫:২২	কিতাব ও সীলমোহরগুলো খুলবার যোগ্য কে তা একজন ফেরেশতা ঘোষণা করলেন।
৫:১১	হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ ফেরেশতা মেষশাবকের উদ্দেশ্যে প্রশংসা গজল গাচ্ছিলেন।
৭:১-৪	চারজন ফেরেশতাকে দুনিয়া ও সমুদ্র ধ্বংস করবার ক্ষমতা দেওয়া হল।
৭:১-৪	একজন ফেরেশতা আল্লাহ্‌র মনোনীত লোকদের সীলমোহর করে দিয়েছিলেন।
৭:১১	ফেরেশতাগণ আল্লাহ্‌র সামনে উবুর হয়ে সেজ্‌দা করলেন।
৮:৩-৫	ঈমানদারদের মুনাজাতের সময় একজন ফেরেশতা তাদেরকে সাহায্য করেছিলেন।
৮:৬-৭	সাতজন ফেরেশতা সাতটা তূরী বাজিয়েছেন।
৯:১১	অতল গর্তের ফেরেশতা ছিলেন পঙ্গপালদের রাজা।
৯:১৫-১৬	চারজন ফেরেশতাকে বিশ কোটি সৈন্যের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হল।
১০;১,২,৬	একজন ফেরেশতার হাতে শেষকাল সম্পর্কে একটা ক্ষুদ্র কিতাব ছিল।
১২:৭	মিকায়েল ও তাঁর অধীনস্থ ফেরেশতারা একটা দানব ও তার দূতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন।
১৪:৬	একজন ফেরেশতা দুনিয়ার সমস্ত জাতির কাছে সুসমাচার তবলিগ করছেন।
১৪:১৫	ব্যাবিলন শহর যে ধ্বংস হয়েছে সেই বিষয়ে একজন ফেরেশতা ঘোষণা করলেন।
১৪:৯,১০	একজন ফেরেশতা জন্তুর অনুসারীদের উপর আল্লাহ্‌র গজব ঘোষণা করছেন।
১৪:১৫	একজন ফেরেশতা দুনিয়ার ফসল কাটবার ঘোষণা দিচ্ছেন।
১৪:১৮,১৯	একজন ফেরেশতা দুনিয়ার পাকা আঙ্গুর ফল কাটতে আদেশ দিলেন।
১৫:১	সাতজন ফেরেশতার হাতে সাতটা গজবের বাটি ছিল।
১৭:১,৫	ব্যাবিলন শহরের উপর আল্লাহ্‌র গজব নাজেল হবার বিষয়ে ঘোষণা করলেন।
১৮:২	ব্যাবিলন শহর ধ্বংস হয়েছে একজন ফেরেশতা সেই ঘোষণা দিলেন।
১৯:১৭	একজন ফেরেশতা আল্লাহ্‌র মহাভোজের ঘোষণা দিলেন।
২০:২	একজন ফেরেশতা শয়তানকে ধরে এক হাজার বছরের জন্য বেঁধে রাখলেন।
২১:৯-১০	একজন ফেরেশতা ইউহোন্নাকে নতুন জেরুশালেম দেখালেন।
২১:১২	নতুন জেরুশালেমের ১২ ফটকে বারো জন ১২ জন ফেরেশতা ছিলেন।
২২:৯	ফেরেশতা ইউহোন্নাকে বললেন যেন তাঁকে সেজদা না করে আল্লাহ্‌কে সেজদা করেন।

১৮ আর জাতিরা ক্রুদ্ধ হয়েছিল,
কিন্তু তোমার গজব নাজেল করবার সময়
উপস্থিত হল,
আর মৃত লোকদের বিচার করার সময়
এবং তোমার গোলাম নবীদের ও পবিত্র
লোকদেরকে ও যারা তোমার নাম ভয়
করে,
তাদের ক্ষুদ্র ও মহান সকলকে পুরস্কার
দেবার
এবং দুনিয়া ধ্বংসকারীদের ধ্বংস করার
সময় উপস্থিত হল।'
১৯ পরে আল্লাহ্‌র বেহেশতী এবাদতখানার দ্বার
মুক্ত হল, তাতে তাঁর এবাদতখানার মধ্যে তাঁর
শরীয়ত-সিন্দুক দেখা গেল এবং বিদ্যুৎ, গর্জন,
মেঘধ্বনি, ভূমিকম্প ও মহা-শিলাবৃষ্টি হল।

স্ত্রীলোক ও গ্রাসকারী নাগ

১২ ১ আর বেহেশতের মধ্যে একটি মহৎ
চিহ্ন দেখা গেল। একটি স্ত্রীলোক ছিল,
সূর্য তার পরিচ্ছদ ও চন্দ্র তার পায়ের নিচে এবং
তার মাথার উপরে বারোটি তারার একটি মুকুট।
২ সে গর্ভবতী আর ব্যথায় চিৎকার করছে, সন্তান
প্রসবের জন্য ব্যথা খাচ্ছে। ৩ আর বেহেশতের
মধ্যে আর একটি চিহ্ন দেখা গেল, দেখ, এক
প্রকাণ্ড লাল রংয়ের নাগ, তার সাতটি মাথা ও
দশটি শিং এবং সাতটি মাথায় সাতটি রাজমুকুট,
৪ আর তার লেজ আসমানের এক তৃতীয়াংশ
নক্ষত্র আকর্ষণ করে দুনিয়াতে নিক্ষেপ করলো।
যে স্ত্রীলোকটি সন্তান প্রসব করতে উদ্যত, সেই
নাগ তার সম্মুখে দাঁড়াল যেন সে প্রসব করবামাত্র
তার সন্তানকে গ্রাস করতে পারে। ৫ পরে সেই
স্ত্রীলোক "একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করলো; যিনি
লোহার দণ্ড দ্বারা সমস্ত জাতিকে শাসন
করবেন।" আর তার সন্তানটি আল্লাহ্‌ ও তাঁর

প্রকা ২০:১২; ১০:৭; ১৯:৫।
[১১:১৯] ইব ৯:৪; ১৬:২১; হিজ ২৫:১০-১২; ২খান্দান ৫:৭।
[১২:১] পয়দা ৩৭:৯।
[১২:২] গালা ৪:১৯; ইশা ২৬:১৭;।
[১২:৩] প্রকা ১৫:১; ১৩:১; ১৭:৩,৭,৯; ১৯:১২; দানি ৭:৭,২০।
[১২:৪] দানি ৮:১০; মথি ২:১৬।
[১২:৫] জবুর ২:৯; প্রকা ২:২৭; ১৯:১৫; প্রেরিত ৮:৩৯।
[১২:৬] প্রকা ১১:২।
[১২:৭] মথি ২৫:৪১; এহুদা ৯; আঃ ৩।
[১২:৯] পয়দা ৩:১-৭; মথি ২৫:৪১; মথি ৪:১০; লূক ১০:১৮; ইউ ১২:৩১।
[১২:১০] আইয়ুব ১:৯-১১; জাকা ৩:১; ১পিতর ৫:৮।
[১২:১১] ইউ ১৬:৩৩; ৬:৯; লূক ১৪:২৬; প্রকা ২:১০।
[১২:১২] জবুর ৯৬:১১; ইশা ৪৪:২৩; ৪৯:১৩।

সিংহাসনের কাছে নীত হলেন। ৬ আর সেই
স্ত্রীলোকটি মরুভূমিতে পালিয়ে গেল; সেখানে
এক হাজার দুই শত ষাট দিন পর্যন্ত প্রতিপালিত
হবার জন্য আল্লাহ্‌ কর্তৃক প্রস্তুত তার একটি স্থান
আছে।

হযরত মিকাইল ফেরেশতা ও নাগের যুদ্ধ

৭ আর বেহেশতে যুদ্ধ হল; মিকাইল ও তাঁর
ফেরেশতারা ঐ নাগের সঙ্গে যুদ্ধ করতে
লাগলেন। তাতে সেই নাগ ও তার দূতেরাও যুদ্ধ
করলো, ৮ কিন্তু জয়ী হল না এবং বেহেশতে
তাদের স্থান আর পাওয়া গেল না। ৯ আর সেই
মহানাগকে ফেলে দেওয়া হল; এই সেই পুরানো
সাপ, যাকে ইবলিস [অপবাদক] এবং শয়তান
[বিপক্ষ] বলা হয়, সে সমস্ত দুনিয়াকে বিপথে
নিয়ে যায়। তাকে দুনিয়াতে ফেলে দেওয়া হল
এবং তার দূতদেরও তার সঙ্গে ফেলে দেওয়া
হল। ১০ তখন আমি বেহেশত থেকে জোরে
জোরে এই কথা বলতে শুনলাম,
'এখন নাজাত ও পরাক্রম ও আমাদের আল্লাহ্‌র
রাজ্য
এবং তাঁর মসীহের কর্তৃত্ব উপস্থিত হল;
কেননা আমাদের ভাইদের উপরে যে
দোষারোপকারী,
যে দিনরাত আমাদের আল্লাহ্‌র সম্মুখে তাদের
নামে দোষারোপ করে,
সে নিপাতিত হল।
১১ আর মেষশাবকের রক্ত দ্বারা এবং নিজ নিজ
সাক্ষ্য দ্বারা,
তারা তাকে জয় করেছে;
আর তারা মৃত্যু পর্যন্ত নিজ নিজ প্রাণও প্রিয়
জ্ঞান করে নি।
১২ অতএব, হে বেহেশত ও বেহেশত-বাসীরা,
আনন্দ কর; দুনিয়া ও সমুদ্রের সন্তাপ হবে;

১১:১৯ তাঁর শরীয়ত-সিন্দুক: নতুন নিয়মে এই শরীয়ত-সিন্দুক আল্লাহ্‌র লোকদের সাথে তাঁর বিদ্যমান চুক্তি ও আল্লাহ্‌র বিশ্বস্ততার প্রতীক।

১২:১ একটি স্ত্রীলোক: ইসরাইলের সমস্ত ঈমানদারেরা এবং মসীহ্‌ যাদের জন্য দুনিয়াতে এসেছিলেন তাদের প্রতীক।

১২:২ সে গর্ভবতী: আল্লাহ্‌র লোকদের নিয়ে নতুন ইসরাইলের জন্মলাভ করার কথা বোঝানো হয়েছে।

১২:৩ লাল বর্ণের নাগ: শয়তান, বা আল-দাজ্জাল। বহুসংখ্যক মাথা, শৃঙ্গ ও রাজমুকুট তার শক্তিমত্তার কথা প্রকাশ করে।

১২:৪ তার লেজ ... নিক্ষেপ করলো: শয়তানের প্রথম পতন ও সেই সাথে যে সমস্ত ফেরেশতাদের পতন ঘটেছিল তাদের কথা এখানে বলা হচ্ছে। সেই সাথে দুনিয়াতে যারা শয়তানের বিপক্ষে অবস্থান নেয় তাদের বিরুদ্ধে শয়তানের মহাশক্তির কথাও এখানে বলা হয়েছে।

১২:৫ এক পুত্রসন্তান: প্রভু ঈসা মসীহ্‌, যিনি তাঁর পুনরুত্থানের পর বেহেশতে আরোহণ করেন।

১২:৬ মরুভূমিতে পালিয়ে গেল: দুনিয়াতে দাজ্জালের ভয়াবহ অত্যাচার ও মহাসঙ্কট চলাকালে আল্লাহ্‌র বিশ্বস্ত লোকেরা তাঁর সুরক্ষায় অবস্থান করবে, যেন তাদেরকে নিয়ে তিনি নতুন রাজ্য গড়তে পারেন।

১২:৭ মিকাইল: প্রধান ফেরেশতা, যিনি বেহেশতী যুদ্ধে শয়তানকে পরাজিত করবেন এবং শেষ সময়ে মহা দুঃখ-কষ্ট থেকে ইসরাইলকে রক্ষা করবেন।

যুদ্ধ: শেষ সময়ে দুনিয়া ও বেহেশত উভয় স্থানে যুদ্ধ সংঘটিত হবে। শয়তান ও তার অনুসারীরা আল্লাহ্‌ ও তাঁর ফেরেশতাদেরকে পরাজিত করার জন্য মহাশক্তি নিয়ে আক্রমণ করবে, কিন্তু আল্লাহ্‌ তাদেরকে পরাজিত করে দুনিয়াতে নিক্ষেপ করবেন। এই সময় থেকেই দুনিয়াতে মহাসঙ্কটকাল শুরু হবে।

১২:৯ সেই পুরাতন সর্প: এ হচ্ছে সেই পতিত ফেরেশতা, যে সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়ে শয়তানে রূপ নিয়েছিল। সে দুনিয়ার লোকদেরকে ভ্রান্ত করবে এবং আল্লাহ্‌র পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে।

১২:১০ দোষারোপকারী: ঈমানদারদের বিরুদ্ধে শয়তানের দোষারোপ হল, ঈমানদাররা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য আল্লাহ্‌র সেবা করে থাকে।

কেননা শয়তান তোমাদের কাছে নেমে গেছে; সে
অতিশয় রাগান্বিত, সে জানে, তার কাল
সংক্ষিপ্ত।'

নাগকে দুনিয়াতে নিক্ষেপ করা

১৩ পরে যখন ঐ নাগ দেখলো, তাকে দুনিয়াতে
ফেলে দেওয়া হয়েছে, তখন যে স্ত্রীলোকটি পুত্র-
সন্তানটি প্রসব করেছিল, সে সেই স্ত্রীলোকটির
প্রতি তাড়না করতে লাগল। ১৪ তখন সেই
স্ত্রীলোকটিকে মস্ত বড় ঈগল পাখির দু'টি পাখা
দেওয়া হল, যেন সে মরুভূমিতে, নিজের স্থানে
উড়ে যায়, যেখানে ঐ নাগের দৃষ্টি থেকে দূরে
'এক কাল ও দুই কাল ও অর্ধেক কাল' পর্যন্ত সে
প্রতিপালিত হয়। ১৫ পরে সেই সাপ তার মুখ
থেকে স্ত্রীলোকটির পিছনে নদীর মত পানির
স্রোত বমি করে ফেলে দিল যেন তাকে পানির
স্রোতে ভাসিয়ে দিতে পারে। ১৬ আর দুনিয়া সেই
স্ত্রীলোকটিকে সাহায্য করলো, দুনিয়া আপন মুখ
খুলে নাগের মুখ থেকে মুখনিঃসৃত নদী গ্রাস
করলো। ১৭ আর সেই স্ত্রীলোকটির প্রতি নাগ
ভীষণ ক্রুদ্ধ হল, আর তার বংশের সেই অবশিষ্ট
লোকদের সঙ্গে যারা আল্লাহ্‌র হুকুম পালন ও
ঈসার সাক্ষ্য ধারণ করে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে
গেল। ১৮ আর সে সমুদ্রের বালুকণার উপরে
দাঁড়ালো।

দুই অদ্ভুত পশুর দর্শন

১৩ ১ আর আমি দেখলাম, "সমুদ্রের মধ্য
থেকে একটি পশু উঠছে; তার দশটি
শিং" ও সাতটি মাথা; এবং তার শিংগুলোতে
দশটি রাজমুকুট এবং তার মাথাগুলোতে আল্লাহ্‌-
নিন্দার কতিপয় নাম। ২ সেই যে পশুকে আমি
দেখলাম, সে "চিতাবাঘের মত, আর তার পা
ভল্লুকের মত এবং মুখ সিংহমুখের মত"; আর
সেই নাগ নিজের পরাক্রম ও নিজের সিংহাসন ও
মহৎ কর্তৃত্ব তাকে দান করলো। ৩ পরে দেখলাম,
তার ঐ সমস্ত মাথার মধ্যে একটা মাথা যেন
মৃত্যুজনিত আঘাতে আহত হয়েছিল, আর তার
সেই আঘাতের প্রতিকার করা হল; আর সারা
দুনিয়া চমৎকার জ্ঞান করে সেই পশুর পিছনে
চলতে লাগলো। ৪ আর তারা নাগকে সেজদা
করলো, কেননা সে সেই পশুকে তার কর্তৃত্ব
দিয়েছিল; আর তারা সেই পশুকে সেজদা করে
বললো, এই পশুর মত কে আছে? এবং এর
সঙ্গে কে যুদ্ধ করতে পারে?
৫ আর এমন একটি মুখ তাকে দেওয়া হল, যা
অহংকার ও কুফরী করে এবং তাকে বিয়াল্লিশ
মাস পর্যন্ত কাজ করার ক্ষমতা দেওয়া হল।
৬ তাতে সে আল্লাহ্‌র কুফরী করতে মুখ খুলল,
তাঁর নাম ও তাঁর বাসস্থানের এবং বেহেশতবাসী
সকলের নিন্দা করতে লাগল। ৭ আর পবিত্র
লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ ও তাদেরকে জয় করার
ক্ষমতা তাকে দেওয়া হল; এবং তাকে সমস্ত
বংশ, লোকবৃন্দ, ভাষা ও জাতির উপরে কর্তৃত্ব
দেওয়া হল। ৮ তাতে দুনিয়া-নিবাসীদের সমস্ত
লোক, যাদের নাম দুনিয়া সৃষ্টির সময় থেকে হত
মেষশাবকের জীবন কিতাবে লেখা নেই, তারা
তার এবাদত করবে। ৯ যদি কারো কান থাকে,
সে শুনুক।
১০ যদি কেউ বন্দীত্বের পাত্র হয়,
তবে সে বন্দীত্বে যাবে;
যদি কেউ তলোয়ার দ্বারা হত হবার কথা থাকে,
তবে তাকে তলোয়ার দ্বারা হত হতে হবে।
এজন্য পবিত্র লোকদের ধৈর্য ও ঈমান থাকা
প্রয়োজন।

স্থল থেকে বের হয়ে আসা পশু

১১ পরে আমি আর একটি পশুকে দেখলাম, সে স্থল
থেকে উঠলো এবং মেষ-শাবকের মত তার দু'টি
শিং ছিল, আর সে নাগের মত কথা বলতো।
১২ সে ঐ প্রথম পশুর পক্ষে তার সমস্ত কর্তৃত্ব
প্রয়োগ করে; এবং যে প্রথম পশুর মৃত্যুজনিত
আঘাতের প্রতিকার করা হয়েছিল, দুনিয়া ও তার

[১২:১৩] আঃ ৩,৫। [১২:১৪] হিজ ১৯:৪; প্রকা ১১:২। [১২:১৫] আঃ ৯। [১২:১৭] প্রকা ১১:৭; ১৩:৭; ১:২পয়দা ৩:১৫; ইউ ১৪:১৫। [১৩:১] দানি ৭:১-৬; ১১:৩৬; প্রকা ১৫:২; ১২:৩; ১৬:১৩; ১৭:৩। [১৩:২] দানি ৭:৪,৫,৬; প্রকা ২:১৩; ১৬:১০। [১৩:৩] প্রকা ১৭:৮; আঃ ১২,১৪;। [১৩:৪] হিজ ১৫:১১। [১৩:৫] দানি ৭:৮,১১,২০,২৫; ১১:৩৬; ২থিষ ২:৪; প্রকা ১১:২। [১৩:৬] প্রকা ১২:১২। [১৩:৭] দানি ৭:২১; প্রকা ১১:৭; ৫:৯; ৭:৯; ১০:১১; ১৭:১৫। [১৩:৮] ইউ ১:২৯; আঃ ১২,১৪; প্রকা ৩:১০; ২০:১২; মথি ২৫:৩৪। [১৩:৯] প্রকা ২:৭। [১৩:১০] ইয়ার ১৫:২; ৪৩:১১; ইব ৬:১২; প্রকা ১৪:১২। [১৩:১১] আঃ ১,২; প্রকা ১৬:১৩। [১৩:১২] আঃ ৩; আঃ ৪,১৪; প্রকা ১৯:২০; ১৪:৯,১১;

১২:১২ সে অতিশয় রাগান্বিত: শয়তান জানে যে, তার সময় শেষ হয়ে এসেছে। এ কারণে সে শেষবারের মত তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে পবিত্র ও ধার্মিক ব্যক্তিদের প্রতি তার ক্রোধ বর্ষণ করবে এবং আল্লাহ্‌র রাজ্যের ক্ষতি করার চেষ্টা করবে।

১৩:১ সমুদ্রের মধ্য থেকে এক পশু উঠছে: দশটি শিংয়ের অধিকারী এই পশুটি হচ্ছে দশটি দুনিয়াবী রাষ্ট্রশক্তির প্রতীক, যারা দাজ্জালের পক্ষ হয়ে আল্লাহ্‌ ও তাঁর পবিত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

১৩:২ চিতাবাঘ ... ভল্লুক ... সিংহ: আল্লাহ্‌ বিরোধী শক্তির রূপক বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। চিতাবাঘ ধূর্ততার, ভল্লুক শক্তির ও সিংহ হিংস্রতার প্রতীক।

১৩:৩ মৃত্যুজনিত আঘাতে আহত হয়েছিল: দাজ্জালকে এমন আঘাত করা হয়েছিল যার কারণে তার মৃত্যু অনিবার্য ছিল, কিন্তু শয়তানের ক্ষমতায় সে আবারও তার শক্তি নতুন করে ফিরে পেয়েছে।

১৩:৮ দুনিয়া সৃষ্টির সময় থেকে হত মেষশাবক: দুনিয়া সৃষ্টির সময় থেকেই আল্লাহ্‌ মানুষের মুক্তির জন্য পথ প্রস্তুত করে রেখেছেন ও তা ঘোষণা দিয়েছেন।

তার এবাদত করবে: দাজ্জাল নিজেকে আল্লাহ্‌ বলে দাবী করবে এবং নানা অলৌকিক শক্তির অধিকারী হবে। এর মধ্য দিয়ে সে লোকদেরকে বিভ্রান্ত করবে এবং লোকেরা আল্লাহ্‌র পথ ছেড়ে তার এবাদত করতে শুরু করবে।

১৩:১১ আর এক পশু: কারও কারও মতে এই পশু তথাকথিত ধর্মীয় শক্তির আড়ালে দুনিয়াবী অপশক্তির প্রতীক। অন্যান্যদের মতে এই পশুটি হচ্ছে ভণ্ড নবী, যে বহু অনুসারী তৈরি করবে এবং দাজ্জালের কাজকে তরান্বিত করার চেষ্টা করবে।

১৩:১২ প্রথম পশুর পক্ষে ... প্রয়োগ করে: নাগ বা শয়তান, প্রথম পশু বা দাজ্জাল এবং দ্বিতীয় পশু বা ভণ্ড নবীর সম্মিলনে মন্দতার ত্রিত্ব সংগঠিত হয়েছে, যা পিতা, পুত্র ও পাক-রূহের পবিত্র ত্রিত্বের বিপরীত বিরোধী শক্তি।

অধিবাসীদেরকে তার এবাদত করায়। ১৩ আর
সে মহৎ মহৎ চিহ্ন-কাজ করে; এমন কি মানুষের
সাক্ষাতে বেহেশত থেকে দুনিয়াতে আগুন নামিয়ে
আনে। ১৪ এভাবে সেই পশুর সাক্ষাতে যেসব
চিহ্ন-কাজ করার ক্ষমতা তাকে দেওয়া হয়েছে,
তা দ্বারা সে দুনিয়া-নিবাসীদের ভুল পথে নিয়ে
যায়; সে দুনিয়া-নিবাসীদেরকে বলে, 'যে পশু
তলোয়ার দ্বারা আহত হয়েও বেঁচেছিল, তার
একটি মূর্তি তৈরি কর।' ১৫ আর তাকে এই
ক্ষমতা দেওয়া হল যে, সে ঐ পশুর মূর্তির মধ্যে
প্রাণ-বায়ু দেয়, যেন ঐ পশুর মূর্তি কথা বলতে
পারে ও এমন করতে পারে যে, যারা সেই পশুর
মূর্তির এবাদত করবে না, তাদেরকে হত্যা করতে
পারে। ১৬ আর সে ক্ষুদ্র ও মহান, ধনী ও দরিদ্র,
স্বাধীন ও গোলাম, সকলকেই ডান হাতে কিংবা
ললাটে চিহ্ন ধারণ করায়; ১৭ আর ঐ পশুর চিহ্ন
অর্থাৎ নাম কিংবা নামের সংখ্যা যে কেউ ধারণ
না করে, তার ক্রয় বিক্রি করার অধিকার খর্ব
করে। ১৮ এই সব বুঝতে জ্ঞান দরকার। যে
বুদ্ধিমান, সে ঐ পশুর সংখ্যা গণনা করুক;
কেননা তা এক জন মানুষের সংখ্যা এবং সেই
সংখ্যা ছয় শত ছেষট্টি।

মেষশাবক ও তাঁর সঙ্গীরা

১৪ ১ পরে আমি দৃষ্টিপাত করলাম, আর
দেখ, সেই মেষশাবক সিয়োন পর্বতের
উপরে দাঁড়িয়ে আছেন এবং তাঁর সঙ্গে এক লক্ষ
চুয়াল্লিশ হাজার লোক, তাদের ললাটে তাঁর নাম
ও তাঁর পিতার নাম লেখা। ২ পরে বেহেশত
থেকে স্রোতের আওয়াজের ধ্বনি ও
মহামেঘধ্বনির মত আওয়াজ শুনলাম; যে
আওয়াজ শুনলাম, তাতে মনে হল, যেন
বীণাবাদক দল নিজ নিজ বীণা বাজাচ্ছে; ৩ আর
তারা সিংহাসনের সম্মুখে ও সেই চার জন প্রাণী
ও প্রাচীনদের সম্মুখে নতুন একটি গজল গাইছিল;
দুনিয়া থেকে ক্রয় করা সেই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ
হাজার লোক ছাড়া আর কেউ সেই গজল
শিখতে পারল না। ৪ এরা রমণীদের সংসর্গে
কলুষিত হয় নি, কারণ এরা অমৈথুন। যে কোন
স্থানে মেষশাবক গমন করেন, সেই স্থানে এরা
তাঁর অনুগামী হয়। এরা আল্লাহ্‌র ও
মেষশাবকের জন্য অগ্রিমাংশ বলে মানব জাতির
মধ্য থেকে ক্রয় করা হয়েছে। ৫ আর "তাদের
মুখে কোন মিথ্যা কথা পাওয়া যায় নি;" তারা
নির্দোষ।

তিন জন ফেরেশতার বাণী

৬ পরে আমি আর এক জন ফেরেশতাকে
দেখলাম, তিনি আসমানের মধ্য পথে উড়ছেন,
তাঁর কাছে অনন্তকালীন ইঞ্জিল আছে, যেন তিনি
দুনিয়া-নিবাসীদেরকে অর্থাৎ, প্রত্যেক জাতি,
বংশ, ভাষা ও লোকবৃন্দকে, সুসমাচার জানান;
৭ তিনি জোরে জোরে এই কথা বললেন,
আল্লাহ্‌কে ভয় কর ও তাঁর গৌরব কর, কেননা
তাঁর বিচার-সময় উপস্থিত; যিনি বেহেশত,
দুনিয়া, সমুদ্র ও পানির ফোয়ারাগুলো উৎপন্ন
করেছেন, তাঁর এবাদত কর।
৮ পরে তাঁর পিছনে দ্বিতীয় এক জন ফেরেশতা
আসলেন, তিনি বললেন,

"পড়লো, পড়লো সেই মহতী ব্যাবিলন, যে
সমস্ত জাতিকে
তার বেশ্যাক্রিয়ার গজবের-মদ পান
করিয়েছে।"

৯ পরে তৃতীয় এক ফেরেশতা ওঁদের পিছনে
আসলেন, তিনি জোরে জোরে এই কথা বললেন,
যদি কেউ সেই পশু ও তার মূর্তির এবাদত করে,
আর নিজের ললাটে বা হাতে চিহ্ন ধারণ করে,
১০ তবে সেই ব্যক্তিও আল্লাহ্‌র সেই "গজবের-
মদ পান করবে, যা তাঁর গজবের পানপাত্রে
অমিশ্রিতরূপে প্রস্তুত করা হয়েছে"; এবং পবিত্র

১৬:২; ১৯:২০; ২০:৪।
[১৩:১৩] মথি ২৪:২৪; ১বাদশা ১৮:৩৮; ২বাদশা ১:১০; লূক ৯:৫৪।
[১৩:১৪] ২থিষ ২:৯,১০।
[১৩:১৫] দানি ৩:৩-৬।
[১৩:১৬] প্রকা ১৯:৫।
[১৩:১৭] প্রকা ১৪:৯।
[১৩:১৮] প্রকা ১৭:৯; ১৫:২; ২১:১৭।
[১৪:১] জবুর ২:৬; ইব ১২:২২।
[১৪:২] প্রকা ১:১৫; ৬:১; ৫:৮; ১৫:২।
[১৪:৩] প্রকা ৬:৯; ৪:৪,৬।
[১৪:৪] ইয়ার ২:৩; ২করি ১১:২; ইয়াকুব ১:১৮।
[১৪:৫] জবুর ৩২:২; সফ ৩:১৩; ইউ ১:৪৭; ১পিতর ২:২২; ইফি ৫:২৭।
[১৪:৭] জবুর ৩৪:৯; ১১:১৩; ১০:৬; ৮:১০; ১৬:৪।
[১৪:৮] ইশা ২১:৯; ইয়ার ৫১:৮।
[১৪:১০] ইশা ৫১:১৭; ইয়ার ২৫:১৫; ৫১:৭; প্রকা ১৮:৬; ৯:১৭।
[১৪:১১] ইশা ৩৪:১০; প্রকা

তার এবাদত করায়: দ্বিতীয় পশু একটি বিশ্বজনীন মণ্ডলী স্থাপনের চেষ্টা করবে, যা দাজ্জালের এবাদত করার শিক্ষা দেবে এবং বহু অলৌকিক কাজ ও চিহ্ন কাজের সাহায্যে সে এই মণ্ডলীতে দুনিয়ার অধিকাংশ লোকদেরকে অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হবে।

১৩:১৬ চিহ্ন: দাজ্জাল সমস্ত দুনিয়াকে নিজের করায়ত্ব করার জন্য সকল মানুষ ও বস্তুর উপর চিহ্ন দিতে শুরু করবে।

১৩:১৮ ছয়শো ছেষট্টি: অনেকের মতে কিতাবুল মোকাদ্দসে ছয় সংখ্যাটি দিয়ে মানুষকে এবং তিন সংখ্যাটি দিয়ে আল্লাহ্‌কে নির্দেশ করা হয়েছে। এ কারণে তিনটি ছয় বলতে এমন মানুষের কথা বলা হয়েছে যে নিজেকে আল্লাহ্‌র সমতুল্য বলে মনে করে ও তা দাবী করে। বস্তুত দুনিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তির প্রধানরা অনেকেই নিজেকে আল্লাহ্‌র চেয়েও মহান ও ক্ষমতাধর বলে দাবী করেছে এবং করবে, যারা দাজ্জালের প্রতিরূপ বা অনুসারী।

১৪:১ এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার লোক: যারা মসীহের বিশ্বস্ত অনুসারী হিসেবে স্থির থাকবে ও শেষ পর্যন্ত ঈমান বজায় রাখবে তাদের প্রতীকী সংখ্যা।

১৪:৪ রমণীদের সংসর্গে কলুষিত হয় নি: এখানে প্রতীকী অর্থে জেনা থেকে বিরত থাকার বিষয়ে বলা হচ্ছে, যার মূল অর্থ হল সকল প্রকার অধার্মিকতা ও অনৈতিকতা থেকে মুক্ত থাকা, বা রূহানিকভাবে সম্পূর্ণ পবিত্র থাকা।

১৪:৬ অনন্তকালীন ইঞ্জিল: মহা সঙ্কটকালের শেষ পর্যায়ে সারা দুনিয়াতে এই ইঞ্জিল ঘোষিত হবে, যেন লোকেরা শেষবারের মত আল্লাহ্‌র প্রতি মন ফেরানোর সুযোগ পায় এবং তারা যেন দাজ্জালের পথ ছেড়ে আল্লাহ্‌র পথে ধাবিত হয় ও তাঁরই এবাদত করে।

১৪:৮ মহতী ব্যাবিলন: প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার ব্যাবিলন নগরী ছিল সমগ্র দুনিয়ার রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও ধর্মীয় উৎকর্ষতার কেন্দ্র। বিলাসবহুল এই নগরীটি নৈতিক অধঃপতনের জন্য অত্যন্ত কুখ্যাত ছিল। এখানে ব্যাবিলন বলতে শেষ যুগে সমগ্র দুনিয়ার রাজনৈতিক, ধর্মীয়, বাণিজ্যিক ও সামাজিক

ফেরেশতাদের সাক্ষাতে ও মেষশাবকের সাক্ষাতে
“আগুনে ও গন্ধকে যাতনা পাবে। ১১ তাদের
যাতনার ধোঁয়া যুগপর্যায়ের যুগে যুগে ওঠে”; যারা
সেই পশু ও তার প্রতিমূর্তির এবাদত করে এবং
যে কেউ তার নামের চিহ্ন ধারণ করে, তারা দিনে
বা রাতে কখনও বিশ্রাম পায় না।
১২ যারা আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করে ও ঈসার
ঈমান ধারণ করে সেই পবিত্র লোকদের এজন্য
ধৈর্য থাকা দরকার।
১৩ পরে আমি বেহেশত থেকে এই বাণী
শুনলাম, তুমি লেখ, ধন্য সেই মৃতেরা যারা এখন
থেকে প্রভুতে মৃত্যুবরণ করে, হ্যাঁ, পাক-রূহ্‌
বলছেন, তারা নিজ নিজ পরিশ্রম থেকে বিশ্রাম
পাবে; কারণ তাদের কাজগুলো তাদের সঙ্গে সঙ্গে
চলে।

দুনিয়ার শস্য কাটা

১৪ আর আমি দৃষ্টিপাত করলাম, আর দেখ,
সাদা রংয়ের একখানি মেঘ, “সেই মেঘের উপরে
ইবনুল-ইনসানের মত এক ব্যক্তি” বসে আছেন,
তাঁর মাথায় সোনা মুকুট ও তাঁর হাতে একখানি
ধারালো কাস্তে। ১৫ পরে এবাদতখানা থেকে আর
এক জন ফেরেশতা বের হয়ে, যিনি মেঘের
উপরে বসে আছেন, তাঁকে জোরে চিৎকার করে
বললেন, “আপনার কাস্তে লাগান, শস্য কাটুন,
কারণ শস্য কাটবার সময় এসেছে;” কেননা
দুনিয়ার শস্য পেকে গেছে। ১৬ তাতে, যিনি
মেঘের উপরে বসে আছেন, তিনি তাঁর কাস্তে
দুনিয়াতে লাগালেন ও দুনিয়ার শস্য কাটা হল।
১৭ পরে বেহেশতী এবাদতখানা থেকে আর
এক জন ফেরেশতা বের হলেন; তাঁর হাতেও
একখানি ধারালো কাস্তে ছিল। ১৮ আর
কোরবানগাহ্‌ থেকে অন্য এক জন ফেরেশতা
বের হলেন, তিনি আগুনের উপরে কর্তৃত্ববিশিষ্ট,
তিনি ঐ ধারালো কাস্তেধারী ব্যক্তিকে জোরে
ডেকে এই কথা বললেন, তোমার ধারালো কাস্তে
লাগাও, দুনিয়ার আঙ্গুরলতার গুচ্ছগুলো কেটে
ফেল, কেননা তার ফল পেকে গেছে। ১৯ তাতে
ঐ ফেরেশতা দুনিয়াতে তাঁর কাস্তে লাগিয়ে
দুনিয়ার আঙ্গুর-গুচ্ছ কেটে ফেললেন, আর
আল্লাহ্‌র গজবের মহাকুণ্ডে নিক্ষেপ করলেন।
২০ পরে নগরের বাইরে ঐ কুণ্ডে তা দলন করা
গেল, তাতে কুণ্ড থেকে রক্ত বের হল এবং
ঘোড়াগুলোর বল্‌গা পর্যন্ত উঠে দুই শত মাইল
পর্যন্ত সমস্ত জায়গা রক্তে ডুবে গেল।

সাতটি অন্তিম আঘাত

১৫ ১ পরে আমি বেহেশতে আর একটি
চিহ্ন দেখলাম, তা মহৎ ও অদ্ভুত।
আমি সাত জন ফেরেশতাকে সাতটি আঘাত
নিয়ে আসতে দেখলাম; সেগুলো সবই শেষ
আঘাত, কেননা সেগুলোর মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র
গজব সমাপ্ত হল।
২ আর আমি দেখলাম, যেন আগুন মিশানো
কাচের সমুদ্র; এবং যারা সেই পশু ও তার মূর্তি
ও তার নামের সংখ্যার উপরে বিজয়ী হয়েছে,
তারা ঐ কাচের সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে আছে,
তাদের হাতে আল্লাহ্‌র বীণা। ৩ আর তারা
আল্লাহ্‌র গোলাম মূসার গজল ও মেষশাবকের
গজল গায়, বলে,
“মহৎ ও আশ্চর্য তোমার কাজগুলো,
হে প্রভু আল্লাহ্‌, সর্বশক্তিমান;
ন্যায্য ও সত্য তোমার পথগুলো,
হে জাতিদের বাদশাহ্‌!
৪ হে প্রভু, কে না ভয় পাবে?
এবং তোমার নামের গৌরব কে না করবে?
কেননা একমাত্র তুমিই পবিত্র,
কেননা সমস্ত জাতি এসে তোমার সম্মুখে
এবাদত করবে,
কেননা তোমার ন্যায়বিচার প্রকাশিত হয়েছে।”
৫ আর তারপর আমি দেখলাম, বেহেশতে
শরীয়ত-তাঁবুর এবাদতখানাটি খুলে দেওয়া হল;
৬ তাতে ঐ সাতটি আঘাতের মালিক সাত জন
ফেরেশতা এবাদতখানা থেকে বাইরে আসলেন,
তাঁরা বিমল ও উজ্জ্বল মসীনার কাপড় পরা এবং
তাঁদের বক্ষঃস্থলে সোনার পটুকা বাঁধা। ৭ পরে
চার জন প্রাণীর মধ্যে এক জন প্রাণী ঐ সাত
জন ফেরেশতাকে সাতটি সোনার বাটি দিলেন,

১৯:৩; ৪:৮; প্রকা ১৩:১২; ১৩:১৭। [১৪:১২] ইব ৬:১২। [১৪:১৩] ১করি ১৫:১৮; ১থিষ ৪:১৬। [১৪:১৪] মথি ১৭:৫; দানি ৭:১৩। [১৪:১৫] যোয়েল ৩:১৩; মার্ক ৪:২৯; ইয়ার ৫১:৩৩। [১৪:১৮] প্রকা ৬:৯; ৮:৫; ১৬:৭। [১৪:১৯] প্রকা ১৯:১৫। [১৪:২০] ইশা ৬৩:৩; যোয়েল ৩:১৩; প্রকা ১৯:১৫; ১১:৮; ইব ১৩:১২; পয়দা ৪৯:১১; দ্বি:বি: ৩২:১৪। [১৫:১] প্রকা ১২:১,৩; প্রকা ১৬:১; ১৭:১; ২১:৯; ৯:২০; লেবীয় ২৬:২১। [১৫:২] প্রকা ৪:৬; ১২:১১; ১৩:১; ১৩:১৪; ১৩:১৭; ৫:৮; ১৪:২। [১৫:৩] হিজ ১৫:১ ইউসা ১:১; প্রকা ৫:৯; জবুর ১১১:২; প্রকা ১:৮; জবুর ১৪৫:১৭। [১৫:৪] প্রকা ১৯:৮; ইয়ার ১০:৭; জবুর ৮৬:৯; ইশা ৬৬:২৩। [১৫:৫] মথি ৩:১৬; প্রকা ১১:১৯। [১৫:৬] ইহি ৯:২; দানি ১০:৫। [১৫:৮] ইশা ৬:৪; হিজ ৩০:৩৪,৩৫;

বিষয়গুলোর প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

১৪:১২ পবিত্র লোকদের ধৈর্য: আল্লাহ্‌র পবিত্র লোকেরা জানেন যে, পশুটির এবাদতকারীরা সমূলে ধ্বংস হবে; এ কারণে তারা ধৈর্য ধারণ করে এই মহা সঙ্কটকাল অতিবাহিত করবেন।

১৪:১৪ তাঁর মাথায় ... কাস্তে: দুনিয়া গুনাহে পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়ায় ঈসা মসীহ্‌ তাঁর মহা সম্মান ও গৌরবে ভূষিত হয়ে দুনিয়াতে আসবেন এবং তাঁর বিচারের দণ্ড দিয়ে গুনাহ্‌গারদের শাস্তি বিধান করবেন।

১৪:১৯ গজবের মহাকুণ্ডে: প্রাচীন ইসরাইলে আঙ্গুর ফল থেকে রস বের করার জন্য একটি কুণ্ড বা বড় গর্তে ফেলা হত এবং সেখানে আঙ্গুর পা দিয়ে মাড়িয়ে রস বের করা হত। মহা সঙ্কটকাল শেষে মসীহ্‌ যখন দুনিয়াতে ফিরে আসবেন, তখন তিনি সমস্ত অ-ঈমানদারদেরকে এভাবে মাড়িয়ে ধ্বংস করে ফেলবেন।

১৫:২ যারা সেই পশু ... বিজয়ী হয়েছে: আল্লাহ্‌র আহ্বানে যারা অনুতাপ করে ফেরাবে এবং পশুটিকে প্রত্যাখ্যান করার ফলশ্রুতিতে মারাত্মক দুঃখ ও যন্ত্রণা ভোগ করবে, তারা শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হবে।

আগুন মিশানো কাচের সমুদ্র: বিশ্বস্ত ঈমানদারদের তীব্র যন্ত্রণা ও নির্যাতন ভোগের প্রতীক।

১৫:৫ শরীয়ত-তাঁবুর এবাদতখানা: এর অর্থ হল, মানুষের গুনাহ্‌, অবাধ্যতা এবং আল্লাহ্‌র শরীয়ত ও তাঁর কালাম প্রত্যাখ্যান করার কারণে তিনি তাঁর বিচারের দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করবেন এবং মানুষের কাজ অনুসারে তাদের বিচার করবেন।

১৬:১ আল্লাহ্‌র গজবের সাতটি বাটি: মসীহের দ্বিতীয় আগমনের ঠিক আগ মুহূর্তে এই শাস্তিস্বরূপ বিচার দুনিয়াতে

প্রকাশিত কালাম কিতাবটিতে ঈসা মসীহের ‘মেষশাবক’ উপাধিটির ব্যবহার

আয়াত	‘মেষশাবক’ উপাধিটির ব্যবহার
৫:৬,৭;৬:১	মেষশাবক কিতাবটির সীলমোহর ভেঙ্গে দিলেন।
৫:১১-১৩	কোটি কোটি ফেরেশতা মেষশাবকের এবাদত করলেন।
৬:১৬-১৭	মেষশাবকের গজবের দিন আসবে।
৭:৯,১০	প্রত্যেক জাতির লোক মেষশাবকের এবাদত করতে আসবে।
৭:১৪	ঈমানদারদের পোশাক মেষশাবকের রক্তে ধুয়ে সাদা করা হয়েছে।
৭:১৭	মেষশাবক ঈমানদারদের জীবন্ত পানির ঝর্ণার কাছে নিয়ে যাবেন।
১২:১১	মেষশাবকের রক্তের দ্বারা ঈমানদারগণ শয়তানের উপর জয়ী হয়েছে।
১৪:১,৪	একশত চুয়াল্লিশ হাজার লোক মেষশাবকের পিছনে পেছনে গেল।
১৫:৩	ঈমানদারগণ হজরত মূসার ও মেষশাবকের গজলটি গাইলেন।
১৭:১৪	মেষশাবক হলেন বাদশাহ্‌দের বাদশাহ্‌ ও প্রভুদের প্রভু।
১৯:৭,৯; ২১:৯	শেষ কালে মেষশাবকের বিবাহের সময় উপস্থিত হবে।
২১:১৪	নতুন জেরুশালেমের দেয়ালে মেষশাবকের ১২ জন প্রেরিতের নাম লেখা থাকবে।
২১:২২,২৩	মেষশাবকই হলেন সেই শহরের এবাদতখানা ও আলো।
২১:২৭	যাদের নাম মেষশাবকের জীবন-পুস্তকে লেখা থাকবে তারা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে।
২২:১,৩	মেষশাবকের সিংহাসনের কাছ থেকে জীবন নদী বয়ে যাবে।

সপ্ত মণ্ডলীর কাছে সাতটি পত্র

মণ্ডলী	আয়াত	প্রশংসা	ভর্ৎসনা	নির্দেশনা
ইফিষস্থ মণ্ডলী	২:১-৭	পরিশ্রম ও ধৈর্য	প্রথম মহব্বত পরিত্যাগ করেছ	স্মরণ কর, মন ফিরাও
স্মুর্ণাস্থ মণ্ডলী	২:৮-১১	দুঃখ-কষ্ট ও দীনতা	নাই	ভয় করো না, বিশ্বস্ত থাক
পর্গামস্থ মণ্ডলী	২:১২-১৭	আমাতে তোমার ঈমান অস্বীকার কর নি	মেনে নেওয়া ও সমঝোতা করা	মন ফিরাও
থুয়াতীরাস্থ মণ্ডলী	২:১৮-২৯	তোমার মহব্বত ও ঈমান ও পরিচর্যা ও ধৈর্য	মেনে নেওয়া ও অনৈতিকতা	মন ফিরাও
সার্দিস্থ মণ্ডলী	৩:১-৬	পোশাক মলিন করে নি	তোমার জীবন নামমাত্র	তুমি জাগ্রত হও, মন ফিরাও
ফিলাদিল্‌ফিয়াস্থ মণ্ডলী	৩:৭-১৩	বিশ্বস্ত	নাই	দৃঢ়ভাবে ধারণ কর
লায়দিকেয়াস্থ মণ্ডলী	৩:১৪-২২	নাই	ঈষদুষ্ণ, না গরম না ঠাণ্ডা	উদ্যোগী হও ও মন ফিরাও

সাতটি মণ্ডলীর প্রতি যে সাতটি পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল তার সারমর্ম আমাদের বর্তমান দিনের মণ্ডলীর মান ও প্রকৃতি প্রকাশ করে। আমাদের বেছে নিতে হবে কী কী আমাদের বর্জন করতে হবে ও কী কী আমাদের ধারণ করতে হবে একটি মানসম্পন্ন মণ্ডলী হবার জন্য।

BACIB
International Bible CHURCH

সেগুলো যুগপর্যায়ের যুগে যুগে জীবন্ত আল্লাহ্‌র
গজবে পরিপূর্ণ। ৮ তাতে আল্লাহ্‌র মহিমা ও তাঁর
পরাক্রম থেকে উৎপন্ন ধোঁয়ায় এবাদতখানাটি
পরিপূর্ণ হল; এবং ঐ সাত জন ফেরেশতার
সাতটি আঘাত সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কেউ
এবাদতখানায় প্রবেশ করতে পারল না।

আল্লাহ্‌র গজবের সাতটি বাটি

১৬ ১ পরে আমি এবাদতখানা থেকে
জোরে জোরে বলা একটি বাণী শুনলাম,
তা ঐ সাত জন ফেরেশতাকে বললো, তোমরা
যাও, আল্লাহ্‌র গজবের ঐ সাতটি বাটি দুনিয়াতে
ঢেলে দাও।
২ পরে প্রথম ফেরেশতা গিয়ে দুনিয়ার উপরে
তাঁর বাটিটি ঢাললেন, তাতে সেই পশুর
চিহ্নবিশিষ্ট ও তার মূর্তির এবাদতকারী লোকদের
শরীরে ব্যথাজনক দুষ্ট ক্ষত জন্মগ্রহণ করলো।
৩ পরে দ্বিতীয় ফেরেশতা সমুদ্রের উপরে তাঁর
বাটিটি ঢাললেন, তাতে তা মৃত লোকের রক্তের
মত হল এবং সমুদ্রের সমস্ত জীবিত প্রাণী মারা
গেল।
৪ পরে তৃতীয় ফেরেশতা নদ-নদী ও পানির
ফোয়ারাগুলোর উপরে তাঁর বাটিটি ঢাললেন,
তাতে সেসব রক্ত হয়ে গেল। ৫ তখন আমি
পানির উপরে যে ফেরেশতা ক্ষমতা পেয়েছে তাঁর
এই বাণী শুনলাম,

হে পবিত্র জন, তুমি ন্যায়পরায়ণ;
তুমি আছ ও তুমি ছিলে,
কারণ তুমি এই সব শাস্তি দিয়েছ;
৬ কেননা ওরা পবিত্র লোকদের
ও নবীদের রক্তপাত করেছিল;
আর তুমি ওদেরকে পান করার জন্য রক্ত
দিয়েছ;
তারা এর যোগ্য।

৭ পরে আমি কোরবানগাহ্‌র এই বাণী শুনলাম,
হ্যাঁ, হে প্রভু আল্লাহ্‌, সর্বশক্তিমান, তোমার
বিচার সত্য ও ন্যায়ে পূর্ণ।
৮ পরে চতুর্থ ফেরেশতা সূর্যের উপরে তাঁর
বাটিটি ঢাললেন; তাতে আগুন দ্বারা মানুষকে
পুড়িয়ে দেবার ক্ষমতা তাকে দেওয়া হল।
৯ তখন ভীষণ তাপে মানুষের শরীর পুড়ে গেল
হল এবং যিনি এসব আঘাতের উপরে কর্তৃত্ব
করেন, সেই আল্লাহ্‌র নামের কুফরী করলো;
তাঁর গৌরব করার জন্য মন ফিরাল না।
১০ পরে পঞ্চম ফেরেশতা সেই পশুর সিংহাসনের
উপরে তাঁর বাটিটি ঢাললেন; তাতে তার রাজ্য
অন্ধকারময় হল এবং লোকেরা যন্ত্রণার দরুন
নিজ নিজ জিহ্বা কামড়াতে লাগলো; ১১ এবং
নিজেদের যন্ত্রণা ও ক্ষতের জন্য বেহেশতের
আল্লাহ্‌র নিন্দা করলো এবং তাদের খারাপ কাজ
থেকে মন ফিরালো না।
১২ পরে ষষ্ঠ ফেরেশতা ফোরাত মহানদীতে তাঁর
বাটিটি ঢাললেন; তাতে নদীর পানি শুকিয়ে
গেল, যেন পূর্ব দেশ থেকে আগমনকারী
বাদশাহ্‌দের জন্য পথ প্রস্তুত করা যেতে পারে।
১৩ পরে আমি দেখলাম, সেই নাগের মুখ ও
পশুর মুখ ও ভণ্ড নবীর মুখ থেকে ব্যাঙের মত
তিনটি নাপাক রূহ্‌ বের হল। ১৪ তারা বদ-
রূহ্‌দের রূহ্‌, নানা চিহ্ন-কাজ করে; তারা সমস্ত
দুনিয়ার বাদশাহ্‌দের কাছে গিয়ে সর্বশক্তিমান
আল্লাহ্‌র সেই মহাদিনের যুদ্ধের জন্য তাদেরকে
একত্র করে। ১৫ – দেখ, আমি চোরের মত
আসছি; ধন্য সেই ব্যক্তি, যে জেগে থাকে এবং
তার পোশাক পরে থাকে, যেন সে উলঙ্গ হয়ে না
বেড়ায় এবং লোকে তার লজ্জা না দেখে।–
১৬ পরে ওরা, ইবরানী ভাষায় যাকে হর্‌মাগিদোন
বলে, সেই স্থানে তাদের একত্র করলো।
১৭ পরে সপ্তম ফেরেশতা আসমানের উপরে তাঁর
বাটি ঢাললেন, তাতে এবাদত-খানার মধ্য

১বাদশা ৮:১০,১১; ২খান্দান ৫:১৩,১৪।
[১৬:১] জবুর ৭৯:৬; সফ ৩:৮।
[১৬:২] হিজ ৯:৯-১১; দ্বিঃবিঃ ২৮:৩৫।
[১৬:৩] হিজ ৭:১৭-২১।
[১৬:৪] হিজ ৭:১৭-২১।
[১৬:৫] প্রকা ১৫:৩; ১:৪; ১৫:৪; ৬:১০।
[১৬:৬] লূক ১১:৪৯-৫১; ইশা ৪৯:২৬; প্রকা ১৭:৬; ১৮:২৪।
[১৬:৭] প্রকা ৬:৯।
[১৬:৮] প্রকা ৮:১২।
[১৬:১০] হিজ ১০:২১-২৩; ইশা ৮:২২;।
[১৬:১১] প্রকা ১১:১৩; ২:২১।
[১৬:১২] ইশা ১১:১৫,১৬।
[১৬:১৩] হিজ ৮:৬।
[১৬:১৪] ১তীম ৪:১; মথি ২৪:১৪,২৪।
[১৬:১৫] লূক ১২:৩৯; ১২:৩৭।
[১৬:১৬] কাজী ৫:১৯; ২বাদশা ২৩:২৯,৩০; জাকা ১২:১১।
[১৬:১৭] ইফি ২:২।
[১৬:১৮] প্রকা ৪:৫; ৬:১২; দানি ১২:১; মথি ২৪:২১।

নেমে আসবে। এই বিচারের দণ্ড সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত কোন মুনাজাত শ্রবণ করা হবে না এবং কোন করুণা ও দয়া দেখানো হবে না।

১৬:৬ পান করার জন্য রক্ত দিয়েছ: মানুষের অপরাধের প্রেক্ষিতে যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

১৬:৭ তোমার বিচারাজ্ঞা ... ন্যায্য: আল্লাহ্‌র বিচারের ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা অবান্তর, কারণ তাঁর বিচার ন্যায্য এবং তিনি সকলকে তাদের কাজের প্রেক্ষিতে যথার্থ বিচার করেছেন ও পুরস্কার বা শাস্তি দিয়েছেন।

১৬:১০ সেই পশুর সিংহাসন: শয়তানের রাজ্য ও এর সাথে সম্পৃক্ত সমস্ত কিছুকে আল্লাহ্‌ তাঁর বিচারের মধ্য দিয়ে ধ্বংস করে দেবেন।

১৬:১১ বেদনা ... নিন্দা করলো: আল্লাহ্‌ মানুষকে মন ফেরানোর জন্য বিভিন্ন আঘাতের মধ্য দিয়ে তাদেরকে সতর্ক করেছেন, কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকে ছিল যারা এতে করে মন না ফিরিয়ে উল্টো তাদের এই দুর্দশার জন্য আল্লাহ্‌কে দোষারোপ। এই ধরনের লোকদের শাস্তি হবে অত্যন্ত মারাত্মক।

১৬:১২ পূর্ব দেশ থেকে আগমনকারী বাদশাহ্‌: পার্থীয় শাসকগণ, যারা সমগ্র দুনিয়ার বাদশাহ্‌দের থেকে আলাদা এবং যারা ঈসা মসীহের বিরুদ্ধে এবং বেহেশতী বাহিনীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধ করেছিল।

১৬:১৪ নানা চিহ্ন-কার্য: বদ-রূহ্‌রা বিভিন্ন অলৌকিক চিহ্ন-কার্য দেখানোর মধ্য দিয়ে লোকদেরকে বিভ্রান্ত করবে এবং দুনিয়াতে চূড়ান্ত ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে।

১৬:১৬ হরমাগিদোন: প্যালেস্টাইনের মধ্য-উত্তর প্রদেশে অবস্থিত মগিদ্দো পার্বত্য অঞ্চল। এই স্থানটি আল্লাহ্‌র মহান দিনের যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কেন্দ্রস্থল। তবে অধিকাংশ পণ্ডিত এই নামটিকে কোন নির্দিষ্ট ভৌগলিক স্থান হিসেবে না দেখে বরং একটি প্রতীকী স্থান হিসেবে মনে করে থাকেন, যেখানে শয়তান ও তার বাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হবে।

১৬:১৭ মহাবাণী বের হল: সপ্তম বাটি ঢালার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌ তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত হানলেন, যার মধ্য দিয়ে শয়তান সম্পূর্ণভাবে পরাভূত হবে। এ কারণে তিনি সমাপ্তি

থেকে, সিংহাসন থেকে, এই মহাবাণী বের হল,
‘হয়েছে’। ১৮ আর বিদ্যুৎ, আওয়াজ ও মেঘধ্বনি
হল এবং এক মহা-ভূমিকম্প হল, দুনিয়াতে
মানুষের উৎপত্তি কাল থেকে যেরকম কখনও হয়
নি, সেই রকম প্রচণ্ড মহাভূমিকম্প হল। ১৯ তাতে
মহানগরী তিন ভাগে বিভক্ত হল এবং জাতিদের
নগরগুলো ভেঙ্গে পড়ে গেল; এবং মহতী
ব্যাবিলনকে আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে স্মরণ করা গেল,
যেন আল্লাহ্‌র গজবের ভয়ংকর মদে পূর্ণ পানপাত্র
তাকে দেওয়া যায়। ২০ আর প্রত্যেক দ্বীপ পালিয়ে
গেল ও পর্বতমালাকে আর পাওয়া গেল না।
২১ আর আসমান থেকে মানুষের উপরে বড় বড়
শিলাবর্ষণ হল, তার এক একটি এক এক তালন্ত
পরিমাণ; এই শিলা-বৃষ্টিরূপ আঘাতের জন্য
মানুষেরা আল্লাহ্‌র কুফরী করলো; কারণ সেই
আঘাত ছিল ভীষণ ভয়ংকর।

মহাবেশ্যার দর্শন

১৭ ১ পরে ঐ সাতটি বাটি যাঁদের হাতে
ছিল, সেই সাত জন ফেরেশতার মধ্যে
এক জন এসে আমার সঙ্গে আলাপ করে
বললেন, এসো, অনেক পানির উপরে বসে আছে
যে ঐ মহাবেশ্যা, আমি তোমাকে তার বিচারসিদ্ধ
দণ্ড দেখাই, ২ যার সঙ্গে দুনিয়ার বাদশাহ্‌রা জেনা
করেছে এবং দুনিয়া-নিবাসীরা যার বেশ্যাক্রিয়ার
মদে মাতাল হয়েছে। ৩ পরে তিনি রূহে আমাকে
মরুভূমির মধ্যে নিয়ে গেলেন; তাতে আমি এক
জন নারীকে দেখলাম, সে লাল রংয়ের পশুর
উপরে বসে আছে; সেই পশু ধর্মনিন্দার নামে
পরিপূর্ণ এবং তার সাতটি মাথা ও দশটি শিং
আছে। ৪ আর সেই নারী বেগুনি ও লাল কাপড়
পরা এবং সোনা, মূল্যবান মণি ও মুক্তায় ভূষিত
এবং তার হাতে সোনার একটি পানপাত্র আছে,
তা এই ঘৃণার দ্রব্যে ও তার বেশ্যাক্রিয়ার ময়লায়
পরিপূর্ণ। ৫ আর তার ললাটে এক নাম, এক
নিগূঢ়তত্ত্ব লেখা আছে–

‘মহতী ব্যাবিলন, দুনিয়ার পতিতাদের
ও ঘৃণাস্পদ সকলের জননী।’

৬ আর আমি দেখলাম, সেই নারী পবিত্র
লোকদের রক্তে ও ঈসার সাক্ষীদের রক্তে মত্ত।
তাকে দেখে আমার অতিশয় আশ্চর্য বোধ হল।
৭ আর সেই ফেরেশতা আমাকে বললেন, তুমি
আশ্চর্য জ্ঞান করলে কেন? আমি ঐ নারী ও ওর
বাহনের অর্থাৎ যার সাতটি মাথা ও দশটি শিং
আছে, সেই পশুর নিগূঢ়তত্ত্ব তোমাকে জানাই।
৮ তুমি যে পশুকে দেখলে, সে ছিল কিন্তু এখন
নেই; সে অতল গহ্বর থেকে উঠবে ও বিনাশে
যাবে। আর দুনিয়া-নিবাসী যত লোকের নাম
দুনিয়ার আরম্ভ থেকে জীবন-কিতাবে লেখা হয়
নি, তারা যখন সেই পশুকে দেখবে যে ছিল,
এখন নেই, পরে হবে, তখন আশ্চর্য জ্ঞান
করবে।
৯ এখানে জ্ঞানযুক্ত মনের প্রয়োজন। ঐ সাতটি
মাথা হল সাতটি পর্বত, তাদের উপরে ঐ নারী
বসে আছে; এবং তারা সাত জন বাদশাহ্;
১০ তাদের পাঁচ জন আগেই শেষ হয়ে গেছে,
এক জন আছে, আর এক জন এই পর্যন্ত আসে
নি; আসলে তাকে অল্পকাল থাকতে হবে।
১১ আর যে পশু ছিল, এখন নেই, সে নিজে
অষ্টম; সে সেই সাতটির একটি এবং সে বিনাশে
যাবে। ১২ আর তুমি যে দশটি শিং দেখলে,
সেগুলো হল দশ জন বাদশাহ্; তারা এই পর্যন্ত
রাজ্য পায় নি, কিন্তু এক ঘণ্টার জন্য সেই পশুর
সঙ্গে বাদশাহ্‌দের মত কর্তৃত্ব পাবে। ১৩ তারা
একমনা এবং নিজেদের পরাক্রম ও কর্তৃত্ব সেই
পশুকে দান করবে। ১৪ তারা মেষশাবকের সঙ্গে
যুদ্ধ করবে, আর মেষশাবক তাদের জয় করবেন,

[১৬:১৯] প্রকা ১৭:১৮; ১৮:৫; ১৪:৮; ১৪:১০।
[১৬:২০] প্রকা ৬:১৪।
[১৬:২১] ইহি ১৩:১৩; ৩৮:২২; প্রকা ৮:৭; ১১:১৯; হিজ ৯:২৩-২৫।
[১৭:১] প্রকা ১৫:১; ১৫:৭; ১৬:১৯; ১৯:২; ইশা ২৩:১৭; ইয়ার ৫১:৫৩।
[১৭:২] প্রকা ১৪:৮।
[১৭:৩] প্রকা ১:১০; ১২:৬,১৪; ১৮:১২,১৬; ১৩:১; ১২:৩।
[১৭:৪] ইহি ২৮:১৩; প্রকা ১৮:১৬; ইয়ার ৫১:৭; প্রকা ১৮:৬; ১৪:৮; আঃ ২।
[১৭:৫] প্রকা ১৪:৮।
[১৭:৬] প্রকা ১৬:৬; ১৮:২৪।
[১৭:৭] প্রকা ১২:৩।
[১৭:৮] লূক ৮:৩১; প্রকা ১৩:১০; ৩:১০; ২০:১২; ১৩:৩।
[১৭:৯] প্রকা ১৩:১৮।
[১৭:১২] প্রকা ১২:৩; ১৮:১০,১৭,১৯।
[১৭:১৪] প্রকা ১৬:১৪; ইউ ১৬:৩৩; ১তীম ৬:১৫; মথি

সূচক বাণী প্রকাশ করলেন।

১৭:১ মহাবেশ্যা: ব্যাবিলনের প্রতীক, যার মাঝে রয়েছে ভ্রান্ত শিক্ষা, বিকৃত ঈসায়ী মতবাদ, সকল প্রকার অনৈতিকতা, বিশৃঙ্খলা, গুনাহ্ এবং ধর্মভ্রষ্টতা।

১৭:২ বেশ্যাক্রিয়ার মদিরাতে মত্ত হয়েছে: এই মহাবেশ্যা তথা শয়তান তার ভণ্ড শিক্ষা, অনৈতিকতা, দুনিয়াবী ক্ষমতা ও শক্তির কারণে সকল ভ্রান্ত মানুষ, ভণ্ড নবী ও প্রতারকদের সমর্থন লাভ করবে। এছাড়া দুনিয়ার রাজনৈতিক শক্তিগুলো তার সাহায্যপ্রার্থী হয়ে তার সাথে মিত্রতা স্থাপন করবে এবং তার অনুগামী হয়ে আল্লাহ্‌র প্রত্যক্ষ বিরোধী হয়ে উঠবে।

১৭:৩ লাল রংয়ের পশু: এই পশু এবং তার পিঠে বসা নারী উভয়েই দাজ্জালের সাথে এই দুনিয়াকে সংযুক্ত করার ও তাদের মিত্রতা স্থাপনের প্রতীক।

১৭:৪ সোনার একটি পানপাত্র আছে: দুনিয়ার যাবতীয় অন্যায়, অপরাধ, অনৈতিকতা, অধার্মিকতা ও ভ্রষ্টতার প্রতীক, যা শয়তান এই দুনিয়াতে প্রবাহিত করবে।

১৭:৮ ছিল কিন্তু এখন নেই: অনেকের মতে এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, দাজ্জাল এমন এক ব্যক্তি, যে কোন এক সময় দুনিয়াতে ছিল, কিন্তু বর্তমানে সে মৃত। ভবিষ্যতে সে আবারও পাতাল থেকে উঠে আসবে এবং কিছুদিন দুনিয়াতে থেকে ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে; কিন্তু মসীহ্ তাকে চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করবেন।

১৭:১০ সাতজন বাদশাহ্: অনেকের মতে এই সাতজন বাদশাহ্ সাতটি দুনিয়াবী রাজ্যের প্রতীক, যার মধ্যে পাঁচটির ইতোমধ্যে পতন ঘটেছে; সম্ভবত এগুলো মিসর, আশেরিয়া, মাদীয়া, পারস্য এবং গ্রীস। সুতরাং রোম সাম্রাজ্য বাকি দু'টি বিদ্যমান রাজ্যের মধ্যে একটি। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর যে সমস্ত জাতীয়তাবাদী সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটবে সেগুলোর সমষ্টিই হচ্ছে সপ্তম রাজ্য।

১৭:১১ সে নিজে অষ্টম: দাজ্জাল নিজে দুনিয়ার শেষ সাম্রাজ্যের বাদশাহ্ এবং সে শয়তানের হয়ে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধে নেতৃত্ব দান করবে।

১৭:১২ এক ঘণ্টা: প্রতীকী অর্থে খুব সামান্য সময়ের জন্য।

১৭:১৪ মেষশাবক তাদের জয় করবেন: মেষশাবক, তথা প্রভু ঈসা মসীহ্ সমস্ত দুনিয়া ও বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সার্বজনীন ও সার্বভৌম শাসক। তিনিই চূড়ান্ত যুদ্ধে শয়তান ও দাজ্জালকে পরাজিত করবেন এবং তাঁর রাজ্য ও কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধার করবেন।

BACIB
International Bible
CHURCH

কারণ “তিনি প্রভুদের প্রভু ও বাদশাহ্‌দের
বাদশাহ্‌;” এবং যারা তাঁর সহবর্তী, আহ্বান
পেয়েছে ও মনোনীত ও বিশ্বস্ত, তাঁরাও জয়
করবেন।
১৫ আর তিনি আমাকে বললেন, তুমি যে পানি
দেখলে, ঐ পতিতা যাতে বসে আছে, সেই পানি
হল লোকবৃন্দ, লোকারণ্য, জাতিবৃন্দ ও অনেক
ভাষা। ১৬ আর তুমি যে ঐ দশটি শিং এবং পশুটা
দেখলে তারা সেই পতিতাকে ঘৃণা করবে এবং
তাকে ধ্বংস ও নগ্ন করবে, তার গোশ্‌ত ভোজন
করবে এবং তাকে আগুনে পুড়িয়ে দেবে।
১৭ কেননা আল্লাহ্‌ তাদের অন্তরে এই প্রবৃত্তি
দিয়েছিলেন, যেন তারা তাঁরই মানস পূর্ণ করে
এবং একমনা হয়; আর যে পর্যন্ত আল্লাহ্‌র
কালামগুলো সিদ্ধ না হয়, সেই পর্যন্ত নিজ নিজ
রাজ্য সেই পশুকে দেয়। ১৮ আর তুমি যে নারীকে
দেখলে, সে ঐ মহানগরী, যা দুনিয়ার
বাদশাহ্‌দের উপর রাজত্ব করছে।

মহতী ব্যাবিলনের বিনাশ

১৮ ১ এসব কিছুর পরে আমি বেহেশত
থেকে আর এক জন ফেরেশতাকে
নেমে আসতে দেখলাম; তিনি মহাক্ষমতা সম্পন্ন
এবং তাঁর প্রতাপে দুনিয়া আলোতে পূর্ণ হল।
২ তিনি খুব জোরে ডেকে বললেন,

‘পড়লো, পড়লো মহতী ব্যাবিলন;
সে বদ-রূহ্‌দের আবাস, সমস্ত নাপাক
রূহের কারাগার,
ও সমস্ত নাপাক ও ঘৃণ্য পাখির কারাগার
হয়ে পড়েছে।
৩ কেননা সমুদয় জাতি তার জেনার গজবের
মদ পান করেছে,
এবং দুনিয়ার বাদশাহ্‌রা তার সঙ্গে জেনা
করেছে,
এবং দুনিয়ার বণিকেরা তার বিলাসিতার
প্রভাবে ধনবান হয়েছে।’

৪ পরে আমি বেহেশত থেকে এরকম আর
একটি বাণী শুনলাম,

‘হে আমার লোকেরা, এর মধ্য থেকে বের
হয়ে এসো,
যেন ওর গুনাহ্‌গুলোর সহভাগী না হও,
এবং ওর আঘাতগুলো যেন না পাও।
৫ কেননা ওর গুনাহ্‌ আসমান পর্যন্ত উঁচু হয়েছে,
এবং আল্লাহ্‌ ওর অপরাধগুলো স্মরণ করেছেন।
৬ সে যেরকম ব্যবহার করতো,
তোমরাও তার প্রতি সেরকম ব্যবহার কর;
আর তার কাজ অনুসারে দ্বিগুণ, দ্বিগুণ প্রতিফল
তাকে দাও;
সে যে পাত্রে পানীয় প্রস্তুত করতো,
সেই পাত্রে তার জন্য দ্বিগুণ পরিমাণে পানীয়
প্রস্তুত কর।
৭ সে যত নিজেকে মহিমান্বিত করতো ও
বিলাসিতা করতো,
তাকে তত যন্ত্রণা ও শোক দাও।
কেননা সে মনে মনে বলছে,
আমি রাণীর মত সিংহাসনে বসে আছি;
আমি বিধবা নই,
কোন মতে শোক দেখবো না।
৮ এজন্য একই দিনে তার আঘাতগুলো উপস্থিত
হবে,
সেগুলো হল মৃত্যু, শোক ও দুর্ভিক্ষ,
এবং তাকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হবে,
কারণ তার বিচারকর্তা প্রভু আল্লাহ্‌ শক্তিমান।
৯ আর দুনিয়ার যেসব বাদশাহ্‌ তার সঙ্গে জেনা
করতো,
তার সঙ্গে বিলাসিতায় বাস করতো,
তারা তার দাহের ধোঁয়া দেখে তার জন্য
কান্নাকাটি করবে ও বুকে করাঘাত করবে;
১০ তার যন্ত্রণার ভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে তারা বলবে,
হায়! হায়! সেই মহানগরী!
ব্যাবিলন, সেই পরাক্রান্ত নগরী!
কারণ এক ঘণ্টার মধ্যেই তোমার বিচার
উপস্থিত!
১১ আর দুনিয়ার বণিকেরা তার জন্য কান্নাকাটি
ও মাতম করছে; কারণ তাদের বাণিজ্য-দ্রব্য
কেউ আর ক্রয় করে না; ১২ এসব বাণিজ্য-দ্রব্য—
সোনা, রূপা, বহু-মূল্য মণি, মুক্তা, মসীনার

২২:১৪।
[১৭:১৫] ইশা ৮:৭; ইয়ার ৪৭:২; প্রকা ১৩:৭।
[১৭:১৬] ইহি ১৬:৩৭,৩৯; প্রকা ১৯:১৮; ১৮:৮।
[১৭:১৭] ২করি ৮:১৬; ইয়ার ৩৯:১৬; প্রকা ১০:৭।
[১৭:১৮] প্রকা ১৬:১৯।
[১৮:১] ইহি ৪৩:২।
[১৮:২] ইশা ১৩:২১,২২; ৩৪:১১,১৩-১৫; ইয়ার ৫০:৩৯; ৫১:৩৭; সফ ২:১৪,১৫।
[১৮:৩] ইহি ২৭:৯-২৫;।
[১৮:৪] ইশা ৪৮:২০; ইয়ার ৫০:৮; ৫১:৬,৯,৪৫; ২করি ৬:১৭; পয়দা ১৯:১৫।
[১৮:৫] ২খান্দান ২৮:৯; উযা ৯:৬; ইয়ার ৫১:৯।
[১৮:৬] ইশা ৪০:২।
[১৮:৭] ইহি ২৮:২-৮; সফ ২:১৫।
[১৮:৮] ইশা ৯:১৪; ৪৭:৯; ইয়ার ৫০:৩১,৩২।
[১৮:৯] ইয়ার ৫১:৮; ইহি ২৬:১৭,১৮।
[১৮:১০] প্রকা ১৭:১২।
[১৮:১১] ইহি ২৭:২৭,৩১।
[১৮:১২] প্রকা ১৭:৪; ইহি ২৭:১২-

১৭:১৫ সেই পানি: মহা সঙ্কটকালের প্রথম দিকে সংগঠিত ও প্রচলিত একটি বিশ্বজনীন ও ভ্রষ্ট ধর্মীয় ঐক্যব্যবস্থা।

১৭:১৬ সেই পতিতাকে ... পুড়িয়ে দেবে: দাজ্জাল তার রাজত্বকালের কোন এক সময় প্রচলিত সমস্ত ভ্রান্ত ধর্মমত, রাজনৈতিক সংগঠন ও সামাজিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে দেবে এবং তার নিজ মতবাদ ও বিধান সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করবে ও সমগ্র দুনিয়ার মানুষকে তা মানতে বাধ্য করবে।

১৮:২ পড়লো, পড়লো মহতী ব্যাবিলন: মহতী ব্যাবিলন প্রথমত একটি বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক শক্তি এবং সেই সাথে দাজ্জাল কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত অধার্মিকতা ও অনৈতিকতায় পূর্ণ বিশ্বজনীন সমাজব্যবস্থার প্রতীক, যা আল্লাহ্‌ মহা সঙ্কটকালের শেষ দিকে সমূলে ধ্বংস করে দেবেন।

১৮:৪ বের হয়ে এসো: এটিই দুনিয়ার লোকদের মন ফেরানোর জন্য আল্লাহ্‌র শেষ আহ্বান ও সতর্কবাণী। এরপরই তিনি চূড়ান্ত আঘাত হানতে উদ্যত হবেন।

১৮:৮ একই দিনে ... উপস্থিত হবে: বর্তমান দুনিয়া আল্লাহ্‌কে ভুলে গিয়ে ঠিক যেভাবে আত্ম-গৌরব করছে ও বিলাসিতায় জীবন ধারণ করছে, ঠিক একই পরিমাণে তার উপরে দৈন্য-দুর্দশা ও দুঃখ-কষ্ট নেমে আসবে।

১৮:৯ দুনিয়ার যেসব বাদশাহ্‌ ... করাঘাত করবে: যারা শুধুমাত্র তাদের বিলাসিতা ও মাংসিক অভিলাষ পূরণের জন্য জীবন ধারণ করেছে ও অর্থ উপার্জন করেছে, তারা এই দিনে হাহাকার করবে, কারণ তাদের সমস্ত ধন-সম্পদ ধ্বংস করে ফেলা হবে।

১৮:২০ তার বিষয়ে আনন্দ কর: বেহেশতে ও দুনিয়াতে যে

কাপড়, বেগুনিয়া কাপড়, রেশমী কাপড়, লাল
রংয়ের কাপড়; সমস্ত রকম চন্দন কাঠ, হাতির
দাঁতের সমস্ত রকম পাত্র, বহুমূল্য কাঠের ও
ব্রোঞ্জের লোহার ও মর্মরের সমস্ত রকম পাত্র,
১৩ এবং দারুচিনি, এলাচি, ধূপ, সুগন্ধি লেপ্যদ্রব্য,
কুন্দুরু, আঙ্গুর-রস, তেল, উত্তম সুজি ও গম, পশু
ও ভেড়া; এবং ঘোড়া, রথ ও গোলাম ও মানুষের
প্রাণ।
১৪ আর তোমার প্রাণ যে সমস্ত ফল কামনা
করতো,
তা তোমার কাছ থেকে দূর হয়েছে,
এবং তোমার সমস্ত ধন ও জাঁকজমক
বিনষ্ট হয়েছে;
লোকে তা আর কখনও পাবে না।
১৫ ঐ সকলের যে বণিকেরা তার ধনে ধনবান
হয়েছিল, তারা তার যন্ত্রণার ভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে
কান্নাকাটি ও মাতম করতে করতে বলবে,
১৬ হায়! হায়! সেই মহানগরীর দুর্ভাগ্য,
যে মসীনা-কাপড়, বেগুনি কাপড়,
ও লাল রংয়ের কাপড় পরা ছিল,
এবং সোনা ও বহুমূল্য মণি মুক্তায় ভূষিত
ছিল!
১৭ কারণ এক ঘণ্টার মধ্যেই সেই মহা সম্পত্তি
ধ্বংস হয়ে গেল। আর প্রত্যেক প্রধান কর্মকর্তা ও
সমুদ্রপথে যে কেউ যাতায়াত করে এবং মাল্লারা
ও সমুদ্রের ব্যবসায়ীরা সকলে দূরে দাঁড়িয়ে
থাকল, ১৮ এবং তার দাহের ধোঁয়া দেখে চিৎকার
করে বললো, আর কোন্ নগর আছে এই
মহানগরীর মত? ১৯ আর তারা মাথায় ধুলা
ছড়িয়ে কান্নাকাটি ও মাতম করতে করতে
চিৎকার বলতে লাগল,
হায়! হায়! সেই মহানগরীর দুর্ভাগ্য,
যার ঐশ্বর্য দ্বারা সমুদ্রগামী জাহাজের কর্তারা
সকলে ধনবান হত;
কারণ এক ঘণ্টার মধ্যেই সে ধ্বংস হয়ে
গেল।
২০ হে বেহেশত আনন্দ কর,
হে পবিত্র লোকেরা, হে প্রেরিতেরা, নবীরা,
তোমরা তার বিষয়ে আনন্দ কর;
কেননা সে তোমাদের প্রতি যে অন্যায়
করেছে,
আল্লাহ্ তার প্রতিকার করেছেন।
২১ পরে এক শক্তিমান ফেরেশতা বড় এক

২২;।
[১৮:১৩] ইহি ২৭:১৩; ১তীম ১:১০।
[১৮:১৫] ইহি ২৭:৩১।
[১৮:১৬] প্রকা ১৭:৪।
[১৮:১৭] প্রকা ১৭:১২; ১৭:১৬; ইহি ২৭:২৮-৩০।
[১৮:১৮] প্রকা ১৯:৩; ১৭:১৮; ১৩:৪; ইহি ২৭:৩২।
[১৮:১৯] ইউসা ৭:৬; মাতম ২:১০; ইহি ২৭:৩০; ইহি ২৭:৩১; প্রকা ১৭:১৬,১৮।
[১৮:২০] ইয়ার ৫১:৪৮; প্রকা ১২:১২; ১৯:২।
[১৮:২১] প্রকা ৫:২; ১০:১; ইয়ার ৫১:৬৩; প্রকা ১৭:১৮।
[১৮:২২] ইশা ২৪:৮; ইহি ২৬:১৩; ইয়ার ২৫:১০।
[১৮:২৩] ইয়ার ৭:৩৪; ১৬:৯; ২৫:১০; ইশা ২৩:৮; নাহূম ৩:৪।
[১৮:২৪] প্রকা ১৬:৬; ১৭:৬; ইয়ার ৫১:৪৯; মথি ২৩:৩৫।
[১৯:১] প্রকা ১১:১৫; ৭:১০; ১২:১০; ৪:১১; ৭:১২।
[১৯:২] প্রকা ১৬:৭; ১৭:১; ৬:১০।
[১৯:৩] ইশা ৩৪:১০; প্রকা ১৪:১১।
[১৯:৪] প্রকা ৪:৪৬,১০।
[১৯:৫] জবুর ১৩৪:১; ১১৫:১৩; আঃ ১৮; প্রকা ১১:২৮; ১৩:১৬;

পাটি জাঁতার মত একখানি পাথর নিয়ে সাগরে
নিক্ষেপ করে বললেন,
এর মত মহানগরী ব্যাবিলন মহাবলে নিপাতিত
হবে,
আর কখনও তার উদ্দেশ পাওয়া যাবে না।
২২ বীণাবাদকদের, গায়কদের এবং যারা বাঁশী
বাজায় ও তূরী বাজায়
তাদের ধ্বনি তোমার মধ্যে আর কখনও শোনা
যাবে না;
এবং আর কখনও কোন রকম শিল্পকারকে
তোমার মধ্যে পাওয়া যাবে না;
এবং যাঁতার আওয়াজ আর কখনও তোমার
মধ্যে শোনা যাবে না;
২৩ এবং প্রদীপের শিখা আর কখনও তোমার
মধ্যে জ্বলবে না;
এবং বর কন্যার আওয়াজ আর কখনও তোমার
মধ্যে শোনা যাবে না;
কারণ তোমার বণিকেরা দুনিয়ার সম্ভ্রান্ত ছিল,
কারণ তোমার মায়াশক্তিতে সমস্ত জাতি ভ্রান্ত
হত।
২৪ আর নবী ও পবিত্র লোকদের রক্ত
এবং যত লোক দুনিয়াতে হত হয়েছে,
সেই সবের রক্ত এর মধ্যে পাওয়া গেল।

বাদশাহ্‌দের বাদশাহ্ ঈসা মসীহের বিজয়-যাত্রা

১৯ ১ এই সকলের পরে আমি যেন
বেহেশতে স্থিত বিশাল জনসমাগমের
মহাধ্বনি শুনলাম, তারা বলছে—
হাল্লিলূয়া!
নাজাত ও মহিমা ও পরাক্রম আমাদের
আল্লাহ্‌রই;
২ কেননা তাঁর বিচারাজ্ঞাগুলো সত্য ও ন্যায্য;
কারণ যে মহাবেশ্যা তার বেশ্যাক্রিয়া দ্বারা
দুনিয়াকে ভ্রষ্ট করতো,
তিনি তার বিচার করেছেন,
তার হাত থেকে তাঁর গোলামদের
রক্তপাতের পরিশোধ নিয়েছেন।
৩ পরে তারা দ্বিতীয়বার বললো, হাল্লিলূয়া!
আর যুগপর্যায়ের যুগে যুগে সেই পতিতার ধোঁয়া
উঠছে।
৪ পরে সেই চব্বিশজন প্রাচীন ও চার প্রাণী
ভূমিতে উবুড় হয়ে সিংহাসনে উপবিষ্ট আল্লাহ্‌র
এবাদত করলেন, বললেন,
আমিন। হাল্লিলূয়া!

আল্লাহ্‌ভক্ত লোকেরা রয়েছেন, তারা সকলে আল্লাহ্‌র ন্যায় বিচার ও শয়তানের পতন দেখে আনন্দিত হবেন এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গৌরব করবেন।

১৮:২১ উদ্দেশ পাওয়া যাবে না: দুনিয়ার রাজ- নৈতিক অপশ-ক্তির পাশাপাশি দাজ্জাল ও তার বিশ্বজনীন অনৈতিক ধর্মব্যবস্থাও আল্লাহ্ পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস করে ফেলবেন।

১৯:১ হাল্লিলূয়া!। অর্থাৎ "প্রভুর প্রশংসা হোক"। শব্দটি এসেছে হিব্রু 'হালেল' বা 'প্রশংসা' এবং 'ইয়াহ্ওয়েহ্' বা 'প্রভু' শব্দের সংমিশ্রণ থেকে। ইঞ্জিল শরীফে শব্দটি মোট চারবার দেখা যায়।

৫ পরে সেই সিংহাসন থেকে এই বাণী বের হল,
হে আল্লাহ্‌র গোলামেরা,
তোমরা যারা তাঁকে ভয় কর,
তোমরা ক্ষুদ্র বা মহান সকলে আমাদের
আল্লাহ্‌র প্রশংসা-গজল কর।
৬ পরে আমি বড় লোকারণ্যের কোলাহল ও
অনেক পানির কল্লোল ও প্রবল মেঘ-গর্জনের মত
এই বাণী শুনলাম, হাল্লিলূয়া!
কেননা আমাদের আল্লাহ্‌ প্রভু,
যিনি সর্বশক্তিমান, তিনি রাজত্ব গ্রহণ
করলেন।
৭ এসো, আমরা আনন্দ ও উল্লাস করি
এবং তাঁকে গৌরব প্রদান করি,
কারণ মেষশাবকের বিয়ে উপস্থিত হল
এবং তাঁর ভার্যা নিজেকে প্রস্তুত করলো।
৮ আর তাকে এই বর দেওয়া হল যে,
সে উজ্জ্বল ও পবিত্র মসীনার কাপড়ে
নিজেকে সজ্জিত করে,
কারণ সেই মসীনার কাপড় পবিত্র লোকদের
ধর্মময়তা।
৯ পরে তিনি আমাকে বললেন, তুমি এই কথা
লেখ, ধন্য তারা, যারা মেষশাবকের বিয়ের
ভোজে দাওয়াত পেয়েছে। আবার তিনি আমাকে
বললেন, এসব আল্লাহ্‌র সত্য কালাম। ১০ তখন
আমি তাঁকে সেজ্‌দা করার জন্য তাঁর পায়ে
পড়লাম। তাতে তিনি আমাকে বললেন, দেখো,
এমন কাজ করো না; আমি তোমার সহগোলাম
এবং তোমার যে ভাইয়েরা ঈসার সাক্ষ্য ধারণ
করে, তাদেরও সহগোলাম; আল্লাহ্‌কেই সেজ্‌দা
কর; কেননা ঈসার যে সাক্ষ্য, তা-ই ভবিষ্যদ্বাণীর
রূহ্‌।

আল্লাহ্‌র কালাম নামে আখ্যাত

১১ পরে আমি দেখলাম, বেহেশত খুলে গেল,
আর দেখ, সাদা রংয়ের একটি ঘোড়া; যিনি তার
উপরে বসে আছেন, তিনি বিশ্বাস্য ও সত্যময়

২০:১২।
[১৯:৬] প্রকা ১১:১৫; ১:২৫; ১:৮।
[১৯:৭] মথি ২২:২; ২৫:১০; ইফি ৫:৩২।
[১৯:৮] ইশা ৬১:১০; ইহি ৪:১৭; জাকা ৩:৪।
[১৯:৯] লূক ১৪:১৫;।
[১৯:১০] প্রকা ২২:৮; প্রেরিত ১০:২৫,২৬।
[১৯:১১] মথি ৩:১৬; আঃ ১৯,২১; হিজ ১৫:৩; ইশা ১১:৪; জবুর ৯৬:১৩।
[১৯:১২] প্রকা ১:১৪; ৬:২; ১২:৩; ২:১৭।
[১৯:১৩] ইশা ৬৩:২,৩; ইউ ১:১।
[১৯:১৪] প্রকা ৩:৪।
[১৯:১৫] ইশা ১১:৪; ২থিষ ২:৮; জবুর ২:৯।
[১৯:১৬] ১তীম ৬:১৫।
[১৯:১৭] ইয়ার ১২:৯; ইহি ৩৯:১৭; ইশা ৩৪:৬; ইয়ার ৪৬:১০।
[১৯:১৮] ইহি ৩৯:১৮-২০।
[১৯:১৯] প্রকা ১৩:১; ১৬:১৪,১৬।
[১৯:২০] মথি ২৪:২৪; দানি ৭:১১।
[১৯:২১] প্রকা

নামে আখ্যাত এবং তিনি ধর্মশীলতায় বিচার ও
যুদ্ধ করেন। ১২ তাঁর চোখ আগুনের শিখা এবং
তাঁর মাথায় অনেক রাজমুকুট; এবং তাঁর একটি
লেখা নাম আছে, যা তিনি ছাড়া অন্য কেউ জানে
না। ১৩ আর তিনি রক্তে ডুবানো কাপড় পরা;
এবং "আল্লাহ্‌র কালাম"– এই নামে আখ্যাত।
১৪ আর বেহেশতের সৈন্যরা তাঁর পিছনে পিছনে
যায়, তারা সাদা রংয়ের ঘোড়ায় আরোহী এবং
সাদা পবিত্র মসীনার কাপড় পরা। ১৫ আর তাঁর
মুখ থেকে একটি ধারালো তরবারি বের হয়,
যেন তা দ্বারা তিনি জাতিদেরকে আঘাত করেন;
আর তিনি লোহার দণ্ড দ্বারা তাদেরকে শাসন
করবেন; এবং তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র প্রচণ্ড
গজবরূপ আঙ্গুরের কুণ্ড দলন করেন। ১৬ আর
তাঁর পরিচ্ছদে ও ঊরুদেশে এই নাম লেখা
আছে–
"বাদশাহ্‌দের বাদশাহ্‌ ও প্রভুদের প্রভু।"

পশু ও দুনিয়ার বাদশাহ্‌দের পরাজয়

১৭ পরে আমি দেখলাম, এক জন ফেরেশতা
সূর্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন; আর তিনি জোরে
চিৎকার করে, আসমানের মধ্যপথে যেসব পাখি
উড়ে যাচ্ছে তাদের সবাইকে বললেন, এসো,
আল্লাহ্‌র মহাভোজে জমায়েত হও, ১৮ যেন
বাদশাহ্‌দের গোশ্‌ত, সহস্রপতিদের গোশ্‌ত,
শক্তিমান লোকদের গোশ্‌ত, ঘোড়াগুলোর ও
ঘোড়সওয়ারদের গোশ্‌ত এবং স্বাধীন ও
গোলাম, ক্ষুদ্র ও মহান সকল মানুষের গোশ্‌ত
ভোজন কর।
১৯ পরে আমি দেখলাম, ঐ ঘোড়সওয়ার ব্যক্তি ও
তাঁর সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য সেই পশু ও
দুনিয়ার বাদশাহ্‌রা ও তাদের সৈন্যেরা একত্র
হল। ২০ তাতে সেই পশু ধরা পড়লো এবং যে
ভণ্ড নবী তার সম্মুখে চিহ্ন-কাজ করে পশুর
চিহ্নধারী ও তার মূর্তির এবাদতকারীদের ভ্রান্তি
জন্মাত, সেও তার সঙ্গে ধরা পড়লো; তারা

১৯:৭ মেষশাবকের বিয়ে: প্রতীকী অর্থে মসীহ্‌ তাঁর কনেরূপ মণ্ডলীকে বেহেশতে প্রস্তুতকৃত স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই দুনিয়াতে আগমন করবেন এবং তাঁর মণ্ডলীকে গ্রহণ করবেন।

উজ্জ্বল ও পবিত্র মসীনার কাপড়: এই বস্ত্র ধার্মিকতার প্রতীক। বেহেশতে উন্নীত হতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই পরিপূর্ণ পবিত্রতা ও ধার্মিকতায় আবৃত হতে এবং সকল প্রকার গুনাহ্‌ ও কলুষতা থেকে মুক্ত থাকতে হবে।

১৯:১০ ভবিষ্যদ্বাণীর রূহ্‌: সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীই ঈসা মসীহ্‌ ও তাঁর সাধিত নাজাতের সাথে সম্পৃক্ত এবং তাঁকেই তা গৌরবান্বিত ও মহিমান্বিত করে।

১৯:১১ যিনি তার উপরে ... যুদ্ধ করেন। মসীহ্‌ তাঁর দ্বিতীয় আগমনের সময় এই দুনিয়াতে আসবেন একাধারে একজন যোদ্ধা, একজন বাদশাহ্‌ ও একজন বিচারক রূপে, যিনি এই দুনিয়াতে সত্য, ধার্মিকতা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন।

১৯:১২ তাঁর একটি লেখা নাম আছে: এর মূল অর্থ হচ্ছে, মসীহের এমন বিশেষ এক ক্ষমতা আছে, যার প্রকাশ তিনি এখন পর্যন্ত ঘটান নি। কিন্তু যখন তিনি দ্বিতীয়বারের মত দুনিয়াতে আগমন করবেন, সে সময় তিনি তাঁর স্বরূপ এই ক্ষমতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করবেন এবং তাঁর ঈমানদারদেরকে সেই কর্তৃত্ব দান করবেন।

১৯:১৩ রক্তে ডুবান বস্ত্র: সমগ্র মানব জাতির গুনাহ্‌র কাফ্‌ফারার জন্য প্রভু ঈসার মহান কাফ্‌ফারামূলক ক্রুশীয় মৃত্যুর প্রতীক।

১৯:১৪ বেহেশতের সৈন্যরা: আল্লাহ্‌র পবিত্র ফেরেশতাগণ এবং মসীহ্‌তে ঈমানদারগণ।

১৯:১৭ আল্লাহ্‌র মহাভোজ: হরমাগিদোনের যুদ্ধকেই এখানে ভোজ বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই যুদ্ধ এতটাই ভয়ঙ্কর ও ব্যাপক হবে যে, যুদ্ধক্ষেত্রের সকল মৃতদেহ পরিষ্কার করতে অগণিত পাখির প্রয়োজন হবে। পাখিদের দ্বারা এই সকল মৃতদেহ খাওয়াকেই আল্লাহর মহাভোজ বলা হয়েছে।

১৯:২০ ভণ্ড নবী: যে ভণ্ড নবী তার মিথ্যা শিক্ষা ও ভবিষ্যদ্বাণী দিয়ে এ যাবৎ বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথ

উভয়ে জীবন্তই জ্বলন্ত গন্ধকের আগুনের হ্রদে
নিক্ষিপ্ত হল। [২১] আর অবশিষ্ট সকলে সেই
ঘোড়সওয়ার ব্যক্তির মুখ থেকে বের হওয়া
তরবারি দ্বারা হত হল; এবং সমস্ত পাখি তাদের
মাংসে তৃপ্ত হল।

হাজার বছর ও মহাবিচারের বর্ণনা

২০ [১] পরে আমি বেহেশত থেকে এক জন
ফেরেশতাকে নেমে আসতে দেখলাম,
তাঁর হাতে অতল গহ্বরের চাবি এবং বড় একটি
শিকল ছিল। [২] তিনি সেই নাগকে ধরলেন; এই
সেই পুরানো সাপ, ইবলিস [অপবাদক] এবং
শয়তান [বিপক্ষ]; তিনি তাকে এক হাজার বছরের
জন্য বাঁধলেন, [৩] আর তাকে অতল গহ্বরের
মধ্যে ফেলে দিয়ে সেই স্থানের মুখ বন্ধ করে তা
সীলমোহর করলেন, যেন এক হাজার বছর
সম্পূর্ণ না হলে সে জাতিবৃন্দকে আর ভ্রান্ত করতে
না পারে; তারপর অল্পকালের জন্য তাকে মুক্ত
হতে হবে।
[৪] পরে আমি কয়েকটি সিংহাসন দেখলাম;
সেগুলোর উপরে কেউ কেউ বসলেন, তাঁদেরকে
বিচার করার ভার দেওয়া হল। আর ঈসার সাক্ষ্য
ও আল্লাহ্‌র কালামের জন্য যারা কুঠার দ্বারা হত
হয়েছিল এবং যারা সেই পশুকে ও তার মূর্তির
পূজা করে নি, আর নিজ নিজ ললাটে ও হাতে
তার চিহ্ন ধারণ করে নি তাদের প্রাণও দেখলাম;
তারা জীবিত হয়ে হাজার বছর মসীহের সঙ্গে
রাজত্ব করলেন। [৫] যে পর্যন্ত সেই হাজার বছর
সমাপ্ত না হল, সেই পর্যন্ত অবশিষ্ট মৃতেরা
জীবিত হল না। [৬] এটিই প্রথম পুনরুত্থান। যে
কেউ এই প্রথম পুরুত্থানের অংশী হয়, সে ধন্য
ও পবিত্র; তাদের উপরে দ্বিতীয় মৃত্যুর কোন
কর্তৃত্ব নেই; কিন্তু তারা আল্লাহ্‌ ও মসীহের
ইমাম হবে এবং সেই হাজার বছর তাঁর সঙ্গে
রাজত্ব করবে।

ইবলিসকে আগুন ও গন্ধকের হ্রদে নিক্ষেপ

[৭] সেই হাজার বছর সমাপ্ত হলে শয়তানকে তার
কারাগার থেকে মুক্ত করা যাবে। [৮] তাতে সে
"দুনিয়ার চার কোণে অবস্থিত জাতিদেরকে,
ইয়াজুজ ও মাজুজকে" ভ্রান্ত করে যুদ্ধে একত্র
করার জন্য বের হবে; তাদের সংখ্যা সমুদ্রের
বালুকণার মত। [৯] তারা বিস্তীর্ণ দুনিয়ার মধ্য
দিয়ে অগ্রসর হয়ে পবিত্র লোকদের শিবির এবং
প্রিয় নগরটি ঘেরাও করলো; তখন বেহেশত
থেকে আগুন পড়ে তাদের গ্রাস করলো। [১০] আর
তাদের ভ্রান্তিজনক ইবলিসকে আগুন ও গন্ধকের
হ্রদে নিক্ষেপ করা হল, যেখানে ঐ পশু ও ভণ্ড
নবীরাও আছে; আর তারা যুগের পর যুগ ধরে
সেখানে দিনরাত যন্ত্রণা ভোগ করবে।

মৃতদের বিচার

[১১] পরে আমি একটি বড় সাদা রংয়ের সিংহাসন
ও যিনি তার উপরে বসে আছেন, তাঁকে দেখতে
পেলাম; তাঁর সম্মুখ থেকে আসমান ও জমিন

১:১৬।
[২০:১] প্রকা ১০:১; ২৮:১; ১:১৮; লূক ৮:৩১।
[২০:২] মথি ৪:১০; ইশা ২৪:২২; ২পিতর ২:৪।
[২০:৩] দানি ৬:১৭; মথি ২৭:৬৬; প্রকা ১২:৯।
[২০:৪] দানি ৭:৯; মথি ১৯:২৮; প্রকা ৩:২১; ৬:৯; ১:২; ১৩:১২,১৬; ২২:৫; ইব ৪:১২।
[২০:৫] লূক ১৪:১৪; ফিলি ৩:১১; ১থিষ ৪:১৬।
[২০:৬] ১পিতর ২:৫।
[২০:৮] প্রকা ১২:৯; ইশা ১১:১২; ইহি ৭:২; ইব ১১:১২।
[২০:৯] ইহি ৩৮:৯,১৬; জবুর ৮৭:২; ইহি ৩৮:২২; ৩৯:৬।
[২০:১১] প্রকা ৪:২; ৬:১৪।
[২০:১২] প্রকা ১৯:৫; দানি ৭:১০;

থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে, তাকে এখন চিরতরে ধ্বংস করে ফেলা হচ্ছে।

১৯:২১ অবশিষ্ট সকলে ... হত হল: কোন নাজাতবিহীন বা অধার্মিক মানুষ বেহেশতে প্রবেশ করতে পারে না। তাই আল্লাহ্‌ দুনিয়ার সমস্ত মন্দ লোকদেরকে ধ্বংস করে ফেলবেন, যারা শেষ সতর্কবাণীর পরও মন ফেরাবে না।

২০:২ এক হাজার বছর: আক্ষরিক অর্থে এক হাজার বছর নয়, বরং প্রতীকী অর্থে এক অনির্দিষ্ট কালের কথা বোঝানো হয়েছে। মসীহের পুনরাগমনের পর শয়তানকে এক হাজার বছরের জন্য বন্দী করে রাখা হবে, যেন সে আর লোকদেরকে বিভ্রান্ত করতে না পারে। এই এক হাজার বছরের পর তাকে অল্প সময়ের জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তখন সে আবারও লোকদেরকে ভুল পথে নিয়ে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার চেষ্টা করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে ধ্বংস করে ফেলা হবে।

২০:৪ তাঁদেরকে বিচার করার ভার দেওয়া হল: যারা এই সকল সিংহাসনে বসে বিচার করার ভার পেয়েছেন, তারা সকলে সেই সমস্ত বিজয়ী ঈমানদাররা, যারা সকল যুগের ঈসায়ী মণ্ডলী থেকে এসেছেন। এদের মধ্যে নতুন নিয়মের মণ্ডলীর পাশাপাশি পুরাতন নিয়মের অধীন পবিত্র ও ধার্মিক ব্যক্তিগণও রয়েছেন।

হাজার বছর ... রাজত্ব করলেন: এই ঈমানদাররা ঈসা মসীহের এক হাজার বছরব্যাপী রাজত্বের সময় তাঁর সাথে শাসনকার্য পরিচালনায় অংশ নেবেন এবং তাঁরা দুনিয়াতে শান্তি, সুখ, ধার্মিকতা ও পবিত্রতা ফিরিয়ে আনবেন। এক হাজার বছর শেষ হলে মসীহ্‌ এই রাজ্য তাঁর পিতার হাতে হস্তান্তর করবেন এবং এরপর পিতা আল্লাহ্‌ ও মেষশাবকের অনন্তকালীন রাজত্ব শুরু হবে।

২০:৮ ইয়াজুজ ও মাজুজ: দুনিয়ার জাতিসমূহের প্রতীক, যেগুলো আল্লাহ্‌র প্রতি চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য সংঘবদ্ধ হবে। শয়তানের প্ররোচণায় তারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর পবিত্র লোকদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করবে।

২০:৯ পবিত্র লোকদের শিবির: সম্ভবত বেহেশতী জেরুশালেমকে বোঝানো হয়েছে।

২০:১০ ভ্রান্তিজনক ... নিক্ষেপ করা হল: শয়তানের শক্তি অনন্তকাল স্থায়ী নয়; আল্লাহ্‌ তাকে পরাজিত করবেন এবং তাকে আগুন ও গন্ধকের হ্রদে নিক্ষেপ করবেন। আল্লাহ্‌র লোকদের বিপথে নেওয়ার জন্য এখানে সে অনন্তকাল ধরে শাস্তি ভোগ করবে এবং দুনিয়াতে তার যত প্রতিপত্তি ছিল তার সমস্তই সে হারাবে।

২০:১১ বড় সাদা রংয়ের সিংহাসন: বিচারের স্থান, যেখানে আল্লাহ্‌ নিজেই বিচারক হিসেবে বসবেন এবং সমস্ত যুগের সকল গুনাহ্‌গারদের তিনি বিচার করবেন। অনেকের মতে মসীহের এক হাজার বছরের রাজত্বকালে যারা দুনিয়াতে ছিল এবং নাজাত পেয়েছে তারাও এই বিচারে উপস্থিত থাকবে।

আসমান ও জমিন পালিয়ে গেল: এর অর্থ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং নতুন বেহেশত ও নতুন পৃথিবী সৃষ্টি হবে।

২০:১২ ক্ষুদ্র ও মহান সমস্ত মৃত লোক: অর্থাৎ সমগ্র মানবজাতিকে বিচারে দাঁড় করানো হবে। ধার্মিক ও গুনাহ্‌গার উভয়কেই বিচারে দাঁড়াতে হবে, কিন্তু ধার্মিকরা ওয়াদা অনুসারে অনন্ত জীবন পাবে এবং গুনাহ্‌গাররা অনন্ত শাস্তি ভোগ করবে।

প্রকাশিত কালামে রহমতের বাণী

প্রকাশিত কালামে ঈমানদারদের জন্য সাতবার আল্লাহ্‌তালা প্রতিজ্ঞা করেছেন এবং তাঁর রহমতের বাণী দিয়ে তাদের আশ্বস্ত করেছেন। কিতাবটির যেসব স্থানে বাণীগুলো পাওয়া যায় নিম্নে তার তালিকা দেওয়া হল:

আয়াত	আয়াত
১:৩	"ধন্য, যে এই ভবিষ্যদ্বাণীর কালামগুলো পাঠ করে ও যারা শোনে এবং এতে লেখা হুকুমগুলো পালন করে; কেননা কাল সন্নিকট।"
১৪:১৩	"ধন্য সেই মৃতেরা যারা এখন থেকে প্রভুতে মত্যুবরণ করে, হ্যাঁ, পাক-রূহ্‌ বলছেন, তারা নিজ নিজ পরিশ্রম থেকে বিশ্রাম পাবে; কারণ তাদের কাজগুলো তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলে।"
১৬:১৫	"দেখ, আমি চোরের মত আসছি; ধন্য সেই ব্যক্তি, যে জেগে থাকে এবং তার পোশাক পরে থাকে, যেন সে উলঙ্গ হয়ে না বেড়ায় এবং লোকে তার লজ্জা না দেখে।"
১৯:৯	"ধন্য তারা, যারা মেষশাবকের বিয়ের ভোজে দাওয়াত পেয়েছে। আবার তিনি আমাকে বললেন, এসব আল্লাহ্‌র সত্য কালাম।"
২০:৬	"এটিই প্রথম পুনরুত্থান। যে কেউ এই প্রথম পুরুত্থানের অংশী হয়, সে ধন্য ও পবিত্র; তাদের উপরে দ্বিতীয় মৃত্যুর কোন কর্তৃত্ব নেই; কিন্তু তারা আল্লাহ্‌ ও মসীহের ইমাম হবে এবং সেই হাজার বছর তাঁর সঙ্গে রাজত্ব করবে।"
২২:৭	"আর দেখ, আমি শীঘ্রই আসছি; ধন্য সেই জন, যে এই কিতাবের ভবিষ্যদ্বাণীর কালামগুলো পালন করে।"
২২:১৪	"ধন্য তারা, যারা নিজ নিজ পোশাক ধুয়ে ফেলে, যেন তারা জীবন-বৃক্ষের অধিকারী হয় এবং তোরণদ্বারগুলো দিয়ে নগরে প্রবেশ করে।"

একজন লোক যেভাবে শয়তানের পদ্ধতি থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারে

১. পণ্যের চেয়ে মানুষকে অধিক গুরুত্ব দিন।

২. আপনার প্রোগ্রাম, পরিকল্পনা ও উন্নতিতে গর্ব করা থেকে দূরে থাকুন।

৩. মনে রাখুন, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা এবং তাঁর কালাম কখনো সমঝোতার ব্যাপার নয়।

৪. টাকা উপার্জন করার চেয়ে মানুষকে ও তাঁর প্রয়োজনকে বেশি গুরুত্ব দিন।

৫. যা কিছু ঠিক ও ন্যায্য তা করুন এবং তার জন্য যা-ই মূল্য দিতে হোক না কেন।

৬. এমন কাজের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখুন যা মানুষের জন্য মূল্যবান সেবা প্রদান করে থাকে, শুধুমাত্র পৃথিবীর ভোগ-বিলাস বা চাহিদাকে পূর্ণ করা নয়।

পালিয়ে গেল; তাদের জন্য আর স্থান পাওয়া
গেল না। ১২ আর আমি দেখলাম, ক্ষুদ্র ও মহান
সমস্ত মৃত লোক সেই সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে
আছে; পরে কয়েকখানি কিতাব খোলা হল এবং
আর একখানি কিতাব, অর্থাৎ জীবন-কিতাব
খোলা হল এবং মৃতদের কিতাবগুলোতে যেমন
লেখা হয়েছিল তাদের সেই কাজ অনুসারে বিচার
করা হল। ১৩ আর সমুদ্র তার মধ্যবর্তী
মৃতদেরকে তুলে দিল এবং মৃত্যু ও পাতাল
তাদের মধ্যবর্তী মৃতদেরকে তুলে দিল এবং
তাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ কাজ অনুসারে
বিচার করা হল। ১৪ পরে মৃত্যু ও পাতালকে
আগুনের হ্রদে নিক্ষেপ করা হল; এই আগুনের
হ্রদই হল দ্বিতীয় মৃত্যু। ১৫ আর জীবন-কিতাবে
যার নাম লেখা পাওয়া গেল না, তাকে আগুনের
হ্রদে নিক্ষেপ করা হল।”

নতুন আসমান ও নতুন দুনিয়া

২১ ১ পরে আমি একটি নতুন আসমান ও
একটি নতুন দুনিয়া দেখলাম; কেননা
প্রথম আসমান ও প্রথম দুনিয়া বিলুপ্ত হয়েছে
এবং সমুদ্র আর ছিল না।
২ আর আমি দেখলাম, পবিত্র নগরী, নতুন
জেরুশালেম, বেহেশত থেকে, আল্লাহ্‌র কাছ
থেকে নেমে আসছে; সে তার বরের জন্য
সুসজ্জিত কনের মত প্রস্তুত হয়েছিল। ৩ পরে
আমি সিংহাসন থেকে জোরে এই কথা বলতে
শুনলাম,

দেখ, মানুষের সঙ্গে আল্লাহ্‌র আবাস;
তিনি তাদের সঙ্গে বাস করবেন
তারা তাঁর লোক হবে।
আল্লাহ্‌ নিজে তাদের সঙ্গে থাকবেন
ও তাদের আল্লাহ্‌ হবেন।
৪ আর তিনি তাদের চোখের সমস্ত পানি মুছে
দেবেন;
মৃত্যু আর হবে না;
শোক বা আর্তনাদ বা ব্যথাও আর হবে না;
কারণ প্রথম বিষয়গুলো বিলুপ্ত হল।
৫ আর যিনি সিংহাসনে বসে আছেন, তিনি

মথি ১৬:২৭।
[২০:১৩] ইশা ২৬:১৯; মথি ১৬:২৭।
[২০:১৪] ১করি ১৫:২৬।
[২১:১] ২পিতর ৩:১৩; প্রকা ৬:১৪।
[২১:২] নহি ১১:১৮; ইশা ৫২:১; প্রকা ১১:২; ৩:১২; ১৯:৭; ২২:১৯; ইব ১১:১০; ১২:২২।
[২১:৩] হিজ ২৫:৮; ২খান্দান ৬:১৮; ইহি ৪৮:৩৫; জাকা ২:১০; ২করি ৬:১৬।
[২১:৪] ইশা ২৫:৮; ৩৫:১০; ৬৫:১৯; ১করি ১৫:২৬; ২করি ৫:১৭।
[২১:৬] ইশা ৫৫:১; ইউ ৪:১০।
[২১:৭] ইউ ১৬:৩৩; ২শামু ৭:১৪; ২করি ৬:১৬; রোমীয় ৮:১৪।
[২১:৮] জবুর ৫:৬; ১করি ৬:৯; ইব ১২:১৪।
[২১:১০] ইহি ৪০:২।
[২১:১১] ইশা ৬০:১,২; ইহি ৪৩:২।
[২১:১২] ইহি ৪৮:৩০-৩৪।
[২১:১৪] ইফি ২:২০; ইব ১১:১০; প্রেরিত ১:২৬; ইফি ২:২০।
[২১:১৫] ইহি ৪০:৩; প্রকা ১১:১।

বললেন, দেখ, আমি সকলই নতুন করে তৈরি
করছি। পরে তিনি বললেন, লেখ, কেননা এসব
কথা বিশ্বাসযোগ্য ও সত্য। ৬ পরে তিনি
আমাকে বললেন, হয়েছে; আমি আল্‌ফা এবং
ওমেগা আদি এবং অন্ত; যে পিপাসিত, আমি
তাকে জীবন-পানির ফোয়ারা থেকে বিনামূল্যে
পানি দেব। ৭ যে জয় করে, সে এই সবকিছুর
অধিকারী হবে; এবং আমি তার আল্লাহ্‌ হব ও
সে আমার পুত্র হবে। ৮ কিন্তু যারা ভীরু,
অবিশ্বাসী, ঘৃণার যোগ্য, নরহন্তা, পতিতাগামী,
মায়াবী, মূর্তিপূজক তাদের এবং সমস্ত
মিথ্যাবাদীর স্থান হবে আগুন ও গন্ধকে জ্বলন্ত
হ্রদে; এটিই দ্বিতীয় মৃত্যু।

বেহেশতী জেরুশালেমের দর্শন

৯ আর যে সাত জন ফেরেশতার কাছে সাতটি
শেষ আঘাতে পরিপূর্ণ সাতটি বাটি ছিল, তাঁদের
মধ্যে এক জন ফেরেশতা এসে আমার সঙ্গে
আলাপ করে বললেন, এসো, আমি তোমাকে
সেই কনেকে, মেষশাবকের ভার্যাকে দেখাই।
১০ পরে তিনি রূহে আমাকে একটি উঁচু
মহাপর্বতে নিয়ে গিয়ে পবিত্র নগরী
জেরুশালেমকে দেখালেন, সেটি বেহেশত
থেকে, আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নেমে আসছিল।
১১ সেটি আল্লাহ্‌র মহিমা-বিশিষ্ট; তার উজ্জ্বলতা
বহুমূল্য মণির, স্ফটিকের মত নির্মল
সূর্যকান্তমণির মত। ১২ সেই নগরের একটি বড়
ও উঁচু প্রাচীর আছে এবং বারোটি তোরণদ্বার
আছে। সেসব তোরণদ্বারে বারোজন ফেরেশতা
থাকেন। সেই সব তোরণদ্বারে বনি-ইসরাইলদের
বারো বংশের নাম লেখা আছে।
১৩ তোরণদ্বারগুলোর মধ্যে আছে পূর্ব দিকে
তিনটি দ্বার, উত্তর দিকে তিনটি দ্বার, দক্ষিণ
দিকে তিনটি দ্বার ও পশ্চিম দিকে তিনটি দ্বার।
১৪ আর নগরের প্রাচীরের বারোটি ভিত্তিমূল
আছে, সেগুলোর উপরে মেষশাবকের বারো জন
প্রেরিতের বারোটি নাম লেখা আছে।
১৫ আর যিনি আমার সঙ্গে আলাপ করছিলেন,
তাঁর হাতে ঐ নগর ও তার তোরণদ্বারগুলো ও

২০:১৪ আগুনের হ্রদ: দ্বিতীয় মৃত্যু, অর্থাৎ পতিত ও মন না ফেরানো গুনাহ্‌গারদের অনন্তকালীন মৃত্যু ও যন্ত্রণাভোগ।

২১:২ নতুন জেরুশালেম: ঈমানদারদের বেহেশতী আবাসস্থল, মণ্ডলীর সাথে ঈসা মসীহের চিরকালীন বসবাসের স্থান।

২১:৪ সমস্ত নেত্রজল মুছে দেবেন: গুনাহ্‌র ফলগুলো, অর্থাৎ বেদনা, দুঃখ-কষ্ট, অশান্তি, দুশ্চিন্তা ও মৃত্যু, প্রভৃতি বিষয়গুলো চিরকালের জন্য দূরীভূত হবে। অর্থাৎ প্রথম বেহেশত ও দুনিয়াতে যে সকল মন্দ বিষয় ছিল সেগুলো আর থাকবে না এবং ঈমানদাররা চিরশান্তি ও সুখে আল্লাহ্‌র সাথে বসবাস করবেন।

২১:৭ যে জয় করে: যারা বিশ্বস্তভাবে চলেছে, মসীহ্‌তে স্থির থেকেছে এবং ঈমানে বিজয়ী জীবন যাপন করেছে, কেবলমাত্র তারাই এই অনন্ত সুখের আবাসস্থলের উত্তরাধিকারী হবে।

২১:৮ ভীরু: মানুষ কী বলবে বা কী ভাববে এ কথা চিন্তা করে যারা মসীহের ও তাঁর কালামের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে নি।

২১:৯ মেষশাবকের ভার্যা: আল্লাহ্‌র প্রকৃত ঈমানদারগণ, যারা সকল পরীক্ষায় বিজয়ী হয়ে অনন্ত জীবনের অংশীদার হয়েছেন এবং বেহেশতী জেরুশালেমের নাগরিক হয়েছেন।

২১:১২ বারোটি পুরদ্বার: এই পুরদ্বার তথা ফটকগুলো প্রকৃত ঈসায়ী ঈমানদারদের জন্য আল্লাহ্‌র সুরক্ষার কথা বলে। সেই সাথে এর মধ্য দিয়ে পুরাতন ও নতুন উভয় নিয়মের পবিত্র ও ধার্মিক ব্যক্তিদের সম্মিলনের কথা বোঝানো হয়েছে।

তার প্রাচীর মাপবার জন্য একটি সোনার নল
ছিল। ১৬ ঐ নগরটি চারকোনা বিশিষ্ট– লম্বা ও
চওড়ায় সমান। আর তিনি সেই নল দ্বারা নগর
মাপলে পর পনের শত মাইল হল; সেটি লম্বা,
চওড়া ও উচ্চতা এক সমান। ১৭ পরে তার প্রাচীর
মাপলে, মানুষের অর্থাৎ ফেরেশতার পরিমাপ
অনুসারে একশত চুয়াল্লিশ হাত হল। ১৮ প্রাচীরের
গাঁথুনি সূর্যকান্তমণির এবং নগর নির্মল কাচের
মত পরিষ্কার করা সোনার তৈরি। ১৯ নগরের
প্রাচীরের ভিত্তিমূলগুলো সব রকম মূল্যবান
মণিতে ভূষিত; প্রথম ভিত্তিমূল সূর্যকান্তের,
দ্বিতীয়টি নীলকান্তের, তৃতীয়টি তাম্রমণির,
চতুর্থটি মরকতের, ২০ পঞ্চমটি বৈদুর্যের, ষষ্ঠটি
সার্দ্দীয় মণির, সপ্তমটি পোখরাজের, অষ্টমটি
গোমেদকের, নবমটি পদ্মরাগের, দশমটি
লশুনীয়ের, একাদশটি পেরোজের, দ্বাদশটি
কটাহেলার। ২১ আর বারোটি তোরণদ্বার বারোটি
মুক্তা, এক একটি তোরণদ্বার এক একটি মুক্তা
দিয়ে তৈরি হয়েছে; এবং নগরের চক স্বচ্ছ
কাচের মত খাঁটি সোনার।
২২ আর আমি নগরের মধ্যে কোন এবাদত-খানা
দেখলাম না; কারণ সর্বশক্তিমান প্রভু আল্লাহ্ এবং
মেষশাবক স্বয়ং তার এবাদত-খানাস্বরূপ।
২৩ সেই নগরে আলো দেবার জন্য সূর্য বা চন্দ্রের
কোন প্রয়োজন নেই; কারণ আল্লাহ্‌র মহিমা তা
আলোকময় করে এবং মেষশাবক তার
প্রদীপস্বরূপ। ২৪ আর জাতিরা তার আলোতে
চলাচল করবে; এবং দুনিয়ার বাদশাহ্‌রা তার
মধ্যে নিজ নিজ মহিমা নিয়ে আসবেন। ২৫ ঐ
নগরের তোরণদ্বারগুলো দিনের বেলা কখনও বন্ধ
হবে না, বাস্তবিক সেখানে রাত আর হবে না।
২৬ আর সমস্ত জাতির মহিমা ও ঐশ্বর্য তার মধ্যে
আনা হবে। ২৭ আর নাপাক কিছু অথবা ঘৃণ্য ও
মিথ্যাচারী কেউ কখনও তাতে প্রবেশ করতে
পারবে না; কেবল মেষ-শাবকের জীবন-কিতাবে
যাদের নাম লেখা আছে, তারাই সেখানে প্রবেশ
করবে।

জীবন-নদী

২২ ১ আর তিনি আমাকে জীবন-পানির
নদী দেখালেন, তা স্ফটিকের মত
উজ্জ্বল, তা আল্লাহ্ ও মেষশাবকের সিংহাসন
থেকে বের হয়ে সেখানকার চকের মধ্যস্থানে
বইছে; ২ নদীর এপারে ও ওপারে জীবন-বৃক্ষ
আছে তা বারো বার ফল উৎপন্ন করে, এক এক
মাসে নিজ নিজ ফল দেয় এবং সেই গাছের
পাতা সমস্ত জাতির সুস্থতার জন্য। ৩ সেখানে
কোন বদদোয়া আর থাকবে না। আল্লাহ্ ও
মেষশাবকের সিংহাসন তার মধ্যে থাকবে এবং
তাঁর গোলামেরা তাঁর এবাদত করবে, ৪ ও তাঁর
মুখ দর্শন করবে এবং তাঁর নাম তাদের ললাটে
থাকবে। ৫ সেখানে রাত আর হবে না এবং
লোকদের আর প্রদীপের আলোর কিংবা সূর্যের
আলোর প্রয়োজন হবে না, কারণ প্রভু আল্লাহ্
তাদেরকে আলোকিত করবেন এবং তারা
যুগপর্যায়ের যুগে যুগে রাজত্ব করবে।
৬ পরে তিনি আমাকে বললেন, এসব কথা
বিশ্বাসযোগ্য ও সত্য। যা যা শীঘ্র ঘটবে তা তাঁর
গোলামদেরকে দেখাবার জন্য প্রভু, নবীদের রূহ্
সকলের আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতাকে প্রেরণ
করেছেন।
৭ আর দেখ, আমি শীঘ্রই আসছি; ধন্য সেই
জন, যে এই কিতাবের ভবিষ্যদ্বাণীর কালামগুলো
পালন করে।

শেষ কথা

৮ আমি ইউহোন্না এ সব দেখলাম ও শুনলাম।
এই সব দেখা ও শোনার পর, যে ফেরেশতা
আমাকে এ সব দেখাচ্ছিলেন আমি সেজ্‌দা
করার জন্য তাঁর পায়ে পড়লাম। ৯ আর তিনি

[২১:১৭] প্রকা ১৩:১৮।
[২১:১৯] হিজ ২৮:১৭-২০; ইশা ৪:১১,১২; ইহি ২৮:১৩।
[২১:২০] প্রকা ৪:৩।
[২১:২১] ইশা ৫৪:১২।
[২১:২২] ইউ ৪:২১,২৩।
[২১:২৩] ইশা ২৪:২৩; ৬০:১৯,২০।
[২১:২৪] ইশা ৬০:৩,৫।
[২১:২৫] ইশা ৬০:১১; জাকা ১৪:৭; প্রকা ২২:৫।
[২১:২৭] ইশা ৫২:১; যোয়েল ৩:১৭; প্রকা ২২:১৪,১৫; ২০:১২।
[২২:১] জবুর ৩৬:৮; ৪৬:৪; ইহি ৪৭:১; জাকা ১৪:৮।
[২২:২] ইহি ৪৭:১২।
[২২:৩] জাকা ১৪:১১।
[২২:৪] মথি:৮।
[২২:৫] দানি ৭:২৭; জাকা ১৪:৭; ইশা ৬০:১৯,২০।
[২২:৬] ইব ১২:৯; ১করি ১৪:৩২।
[২২:৭] মথি ১৬:২৭।
[২২:৯] প্রকা ১৯:১০।

২১:১৬ নগরটি চারকোনা বিশিষ্ট...: নগরীটির এই পরিমাপ আমাদেরকে বোঝায় যে, এখানে সকল যুগের সকল ঈমানদারদের থাকার জন্য যথেষ্ট স্থান রয়েছে এবং সম্পূর্ণ নগরটি আল্লাহ্‌র প্রতাপ ও গৌরবে পরিপূর্ণ।

২১:২২ কোন এবাদতখানা দেখলাম না: পবিত্র এই নগরীটি আল্লাহ্ ও মসীহের পবিত্রতা, গৌরব ও মহিমায় এতটাই ভাস্বর যে, এখানে পৃথক কোন এবাদতখানার প্রয়োজন নেই। এর প্রতিটি স্থান এবং এর মধ্যকার সবকিছুই পবিত্র এবং আল্লাহ্ এর উপস্থিত রয়েছেন।

২১:২৫ সেখানে রাত আর হবে না: বস্তুত পবিত্র এই নগরী দুনিয়াতে নয়, বরং বেহেশতে অবস্থিত; সে কারণে এখানে দুনিয়ার মত চাঁদ-সূর্যের কোন অস্ত-উদয় থাকবে না, বরং সব সময় আল্লাহ্‌র মহিমা ও গৌরবের উজ্জ্বল আলো উদ্ভাসিত থাকবে।

২১:২৭ তারাই সেখানে প্রবেশ করবে: যদিও শয়তান আর বেহেশতের উপর তার প্রভাব খাটাতে পারবে না, কিন্তু পৃথিবীতে তখনও তার বিচরণ থাকবে। এই কারণে শয়তান ও তার অনুসারীদের জন্য বিশেষ প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করা হবে যেন তারা কখনো এই পবিত্র স্থানে প্রবেশ করতে না পারে।

২২:১ জীবন-পানির নদী: পাক-রূহে পূর্ণ জীবন, আল্লাহ্‌র দোয়া ও তাঁর রূহানিক শক্তির উৎসস্থল, যা প্রত্যেক ঈমানদারের জন্য চলার পাথেয়।

২২:২ জীবন-বৃক্ষ: বেহেশতী নগরে বসবাসকারী লোকদের অনন্ত জীবনের খাদ্যস্বরূপ। এর পাতাগুলো হবে সুস্থতা দানকারী। এর মূল অর্থ হচ্ছে, সম্পূর্ণ নতুন ও রূপান্তরিত দেহ ও রূহ্ লাভ করা সত্ত্বেও আমাদেরকে জীবন ধারণের শক্তি ও সামর্থ অর্জনের জন্য আল্লাহ্‌র উপরে সব সময় নির্ভরশীল থাকতে হবে।

২২:৩ বদদোয়া আর থাকবে না: প্রথম বেহেশতে গুনাহ্ প্রবেশ করার কারণে প্রথম বদদোয়া দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু সেই বদদোয়া ও গুনাহ্‌র প্রভাব নতুন বেহেশত থেকে সম্পূর্ণরূপে দূর করা হয়েছে।

২২:৪ তাঁর মুখ দর্শন করবে: নতুন এই বেহেশতে আল্লাহ্‌র ধার্মিক সন্তানরা চিরকাল তাঁর সাথে বসবাস করবে এবং প্রথম

আমাকে বললেন, দেখো, এমন কাজ করো না; আমি তোমার সহগোলাম এবং তোমার ভাই নবীদের ও কিতাবে লেখা সব কথা পালনকারীদের সহগোলাম; আল্লাহ্‌কেই সেজ্‌দা কর।
১০ আর তিনি আমাকে বললেন, তুমি এই কিতাবের ভবিষ্যদ্বাণীর সমস্ত কথা সীলমোহর করো না; কেননা সময় সন্নিকট।
১১ যে অধর্মচারী, সে এর পরেও অধর্মের কাজ করুক; এবং যে কলুষিত, সে এর পরেও কলুষিত হোক; এবং যে ধার্মিক, সে এর পরেও সঠিক কাজ করুক; এবং যে পবিত্র, সে এর পরেও পবিত্র থাকুক।
১২ দেখ, আমি শীঘ্র আসছি; এবং আমার দাতব্য পুরস্কার আমার সঙ্গে আছে, যার যেমন কাজ, তাকে তেমন ফল দেব।
১৩ আমি আলফা এবং ওমেগা, প্রথম ও শেষ, আদি এবং অন্ত।
১৪ ধন্য তারা, যারা নিজ নিজ পোশাক ধুয়ে ফেলে, যেন তারা জীবন-বৃক্ষের অধিকারী হয় এবং তোরণদ্বারগুলো দিয়ে নগরে প্রবেশ করে।

[২২:১০] দানি ৮:২৬; রোমীয় ৩:১১।
[২২:১১] দানি ১২:১০; ইহি ৩:২৭।
[২২:১২] মথি ১৬:২৭; ইশা ৪০:১০; ৬২:১১।
[২২:১৫] গালা ৫:১৯-২১; কল ৩:৫,৬; ফিলি ৩:২।
[২২:১৬] মথি ১:১; ২পিতর ১:১৯।
[২২:১৭] ইউ ৪:১০।
[২২:১৮] দ্বি:বি: ৪:২; ১২:৩২।
[২২:১৯] দ্বি:বি: ৪:২; ১২:৩২।
[২২:২০] মথি ১৬:২৭।
[২২:২১] রোমীয় ১৬:২০।

১৫ সমস্ত কুকুর, মায়াবী, বেশ্যাগামী, নরঘাতক ও মূর্তিপূজকেরা এবং যে কেউ মিথ্যা কথা ভালবাসে ও রচনা করে তারা বাইরে পড়ে আছে।
১৬ আমি ঈসা আমার ফেরেশতাকে পাঠালাম, যেন সে মণ্ডলীগুলোর জন্য তোমাদের কাছে এসব সাক্ষ্য দেয়। আমি দাউদের মূল ও বংশ, উজ্জ্বল প্রভাতী নক্ষত্র।
১৭ আর পাক-রূহ্‌ ও কন্যা বলছেন, এসো। যে শোনে, সেও বলুক, এসো। আর যে পিপাসিত, সে আসুক; যে ইচ্ছা করে, সে বিনামূল্যেই জীবন-পানি গ্রহণ করুক।
১৮ যারা এই কিতাবের ভবিষ্যদ্বাণীর সমস্ত কথা শোনে, তাদের প্রত্যেক জনের কাছে আমি সাক্ষ্য দিয়ে বলছি, যদি কেউ এর সঙ্গে আর কিছু যোগ করে, তবে আল্লাহ্‌ সেই ব্যক্তিতে এই কিতাবে লেখা সমস্ত আঘাত যোগ করবেন;
১৯ আর যদি কেউ এই ভবিষ্যদ্বাণীর কিতাবের কথা থেকে কিছু হরণ করে, তবে আল্লাহ্‌ এই কিতাবে লেখা জীবন-বৃক্ষ ও পবিত্র নগর থেকে তার অংশ হরণ

সৃষ্ট মানুষের মত সামনা-সামনি তাঁর সাথে কথা বলতে ও তাঁর সাথে চলতে পারবে।

২২:১০ ভবিষ্যদ্বাণীর সকল কথা সীলমোহর করো না: এর অর্থ হল, এই কিতাবের ভবিষ্যদ্বাণী ও অন্যান্য সকল ঘটনাবলীর বর্ণনা যেন অবরুদ্ধ না রেখে মণ্ডলীর কাছে প্রকাশ করা হয় এবং সকল ঈমানদারগণ যেন তা জ্ঞাত হতে পারেন।

২২:১৪ ধন্য তারা ... ধুয়ে ফেলে: যারা নিজেদের রূহ্‌কে গুনাহ্‌ ও কালিমা হতে মুক্ত রাখবে, তারা আল্লাহ্‌র মনোনীত লোক এবং তারাই জীবন-মুকুট লাভ করবে।

২২:১৫ কুকুর: প্রতীকী অর্থে সকল প্রকার অপবিত্র লোককে বোঝানো হয়েছে।

২২:১৭ পাক-রূহ্‌ ও কন্যা বলছেন, এসো: পাক-রূহ্‌ মণ্ডলীকে উৎসাহ দান করছেন, যেন সে সেই সমস্ত লোকদেরকে মসীহের কাছে আসার আমন্ত্রণ জানায়, যারা নাজাত লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষী।

২২:১৯ তার অংশ হরণ করবেন: এটি কিতাবুল মোকাদ্দসের শেষ ও চরম সতর্কবাণী। আল্লাহ্‌র বাক্যের প্রতি কোন ধরনের অবহেলা অথবা এর বিকৃতি বা পরিবর্তনের যে কোন প্রকার চিন্তাও আমাদেরকে বেহেশতী আবাসস্থল ও অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করবে।

২২:২০ আমি শীঘ্র আসছি: কিতাবুল মোকাদ্দসে শেষবারের মত প্রভু ঈসা মসীহ্‌ তাঁর পুনরাগমনের ওয়াদা জ্ঞাপন করছেন। তিনি আমাদের মাঝে ফিরে আসার পর আমাদের নাজাতের কাজ সম্পন্ন করবেন, শয়তানকে ও তার সমস্ত শক্তিকে পরাজিত করবেন, নতুন দুনিয়া ও বেহেশত সৃষ্টি করবেন এবং সেই মহান ও নিখুঁত বেহেশতী নগরীতে সকল প্রকৃত ঈমানদারের জন্য প্রস্তুতকৃত স্থানে তাদেরকে নিয়ে যাবেন। এরপর তিনি যুগ যুগ ধরে তাঁর বিশ্বস্ত লোকদেরকে নিয়ে মহান পিতা আল্লাহ্‌র সাথে রাজত্ব করবেন, যেখানে রয়েছে চির সুখ ও শান্তি।

আরম্ভ ও শেষ

পয়দায়েশ	প্রকাশিত কালাম
সূর্য সৃষ্টি করা হয়েছে	সূর্যের আর প্রয়োজন হবে না
শয়তানের জয় হয়েছে	শয়তানের পরাজয় হয়েছে
মানুষের বংশে গুনাহ্ প্রবেশ করেছে	গুনাহ্ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়েছে
আল্লাহ্‌র কাছ থেকে মানুষ নিজেকে লুকিয়েছে	মানুষকে চিরকালের জন্য আল্লাহ্‌র সঙ্গে থাকবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে
মানুষকে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে	অভিশাপ দূর করা হয়েছে
মানুষের জীবনে চোখের পানি, দুঃখ-কষ্ট নেমে এসেছে	মানুষের জীবন থেকে চোখের পানি ও দুঃখ-কষ্ট দূর হয়েছে
আদন বাগান ও পৃথিবীকে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে	আল্লাহ্‌র নগরকে গৌরবান্বিত করা হয়েছে ও পৃথিবীকে নতুন করে তৈরি করা হয়েছে
মানুষ বেহেশতের মত বাগান হারিয়ে ফেলেছে	মানুষ বেহেশতকে আবার ফিরে পেয়েছে
মানুষকে মৃত্যুর শাস্তি দেওয়া হয়েছে	মৃত্যুকে চিরকালের জন্য দূর করা হয়েছে

কিতাবুল মোকাদ্দসে এই দুনিয়ার শুরু ও শেষের বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে লেখা হয়েছে। মানব জাতির ইতিহাসের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত, মানুষের গুনাহে পতন থেকে শুরু করে গুনাহ্ থেকে বিজয় পর্যন্ত এবং শয়তানের উপর আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ বিজয়ের কথাই কিতাবুল মোকাদ্দসের পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ রয়েছে।

অনন্তকালের স্থান (বেহেশত) সম্পর্কে আমরা যা জানতে পারি

একটি স্থান আমাদের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে...ইউহোন্না ১৪:২,৩

কোন কিছুই সীমাবদ্ধ নয় (১ করি ১৫:৩৫-৩৯).................................. ইউহোন্না ২০:১৯, ২৬

আমরা ঈসার মত হব..১ ইউহোন্না ৩:২

তখন আমাদের নতুন দেহ হবে...১ করি ১৫ অধ্যায়

একটি অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হবে...১ করি ২:৯

একটি নতুন পরিবেশ.. প্রকা ২১:১

আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যের এক নতুন অভিজ্ঞতা (১ করি ১৩:১২) ....প্রকা ২১:৩

নতুন আবেগ..প্রকা ২১:৪

মৃত্যু আর হবে না ....প্রকা ২১:৪

কিতাবুল মোকাদ্দসে অনন্ত জীবন বা বেহেশত সম্পর্কে খুব কমই লেখা আছে। বরং তার চেয়েও অনেক বেশি লেখা আছে ঈসা মসীহের মাধ্যমে বিনামূল্যে অনন্ত জীবন পাবার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে সেই সম্পর্কে।